ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া ট্র্যাকিং

(চূড়ান্ত প্রতিবেদন)

২৯ মে ২০২৪

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া ট্র্যাকিং

গবেষণা উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান, *নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)*
অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, *উপদেষ্টা- নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, টিআইবি*
মুহাম্মদ বদিউজ্জামান, *পরিচালক- গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*

কারিগরি সহায়তা

মোহাম্মদ শোয়ায়েব, অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত), পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউট (আইএসআরটি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা পরিচালনা এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন

মো. মাহ্ফুজুল হক, *সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*
মো. নেওয়াজুল মওলা, *রির্সাচ ফেলো, গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*
মো. সাজেদুল ইসলাম, *ডাটা এনালিস্ট, গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*

গবেষণা সহকারী

নিথরা মেহরাব, নুসরাত তাসনিম প্রমি, মো. রাশেদ খান, ফাতিমা তানজীম

তথ্য সংগ্রহকারী

মো. জুলফিকার, মোহসীনিন ইসলাম, মো. আসিফ আহম্মেদ, মোহাম্মদ সাইদুর জামান, মোঃ আবু তালেব, মো. মেহেদী হাসান, মো. ইনজামাম-উল আলম খান, হানজালা সরকার, তাছমিয়া হক মৌসুমী, মো. রায়হান আলী, এস এম রাব্বি, সুজন কুমার শীল, মো. মেহেদী হাসান জয়, মো. তরিকুল ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমান, মো. আলিমুজ্জামান, রুমানা ইয়াসমিন মৌ, হুমায়রা ফারজানা, মো. সালমান, মো. জহিরুল ইসলাম মো. মাহাবুব হোসেন, মো. সোহান শিকদার, ইলিম মিয়া, দীপ সাহা, সাব্বির হোসেন শান্ত, নিরা আফসানা, মো. রুহুল আমীন, আসিফুল হাসান শৈশব, মুজতাহিদ আলম হিমু, সুস্মিতা বিনতি, মো. মুজাহিদুল ইসলাম খান বান্না, মোসাদ্দেকুর রহমান, মো. নাজমুল আলম গাজী, মো. আরিফ উজ্জামান নেহাল, মো. মোবারক হোসেন, পার্থ কুমার রায়, সগীর মোল্লা, মামুন রশিদ, কামরুল ইসলাম মামুন, ইমন গোস্বামী, জয় চন্দ্র বিশ্বাস, মো. আব্দুর রহমান, রেবেকা সুলতানা, মো. আব্দুর রহিম রাজু, মো. রাসেল হোসাইন, মো. রোমান রহমান, মো. খাইরুল ইসলাম, মো. সোহানুর রহমান, দীপ্ত বড়ুয়া, মো. রিয়াদ উদ্দিন, মো. রিয়াজুল ইসলাম

প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রকাশ: ১৭ জানুয়ারি ২০২৪

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (চতুর্থ ও পঞ্চম তলা)
বাড়ি ৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: (+৮৮০-২) ৪৮১১৩০৩২, ৪৮১১৩০৩৩
ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪৮১১৩১০১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সূচিপত্র

অধ্যায় এক: ভূমিকা ৯

১.১. গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা ৯

১.২. গবেষণার উদ্দেশ্য ১০

১.৩. গবেষণার পরিধি ১০

১.৪. গবেষণা পদ্ধতি ১০

১.৫. তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা ১৩

১.৬. তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ ১৩

১.৭. গবেষণার সময় ১৩

১.৮. গবেষণার সীমাবদ্ধতা ১৪

১.৯. প্রতিবেদনের কাঠামো ১৪

অধ্যায় দুই: জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়ার আইনি কাঠামো ১৫

২.১. প্রাক-নির্বাচনী সময় ১৫

২.২. নির্বাচনকালীন সময় ১৮

২.৩ নির্বাচন-পরবর্তী সময় ২০

২.৪. উপসংহার ২১

অধ্যায় তিন: প্রাক-নির্বাচনী সময় ২২

৩.১. ১৯৯১-পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রাজনৈতিক প্রেক্ষিত ২২

৩.২. নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ২৪

৩.২.১ ভোটার তালিকা হালনাগাদ ২৪

৩.২.২. সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাস ২৬

৩.২.৩. নতুন দলের নিবন্ধন ২৮

৩.২.৪. কমিশনের প্রতি আস্থা সৃষ্টি ২৮

৩.২.৫. সংলাপে প্রাপ্ত সুপারিশ বাস্তবায়ন ৩২

৩.২.৬. নির্বাচন পর্যবেক্ষক নিবন্ধন ৩৩

৩.৩. বিদেশি পর্যবেক্ষকের উপস্থিতি নিশ্চিত ৩৪

৩.৪. রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা ৩৫

৩.৫. নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা ৩৭

৩.৬. মনোনয়নের জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ ও মনোনয়ন চূড়ান্তকরণ ৩৮

৩.৭. উপসংহার ৪০

অধ্যায় চার: নির্বাচনকালীন সময় ৪১

৪.১. নির্বাচনের পরিবেশ ৪১

৪.২. প্রচারণা সময় নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন ৪২

৪.২.১ সরকারি কর্মকর্তাদের চাকুরি বিধি এবং নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন ৪২

৪.৩. অর্থ ও পেশী শক্তি নিয়ন্ত্রণ ৪৫
৪.৪. নির্বাচনী প্রচারণায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ৪৬
৪.৫. নির্বাচনকালীন সময়ে গণমাধ্যমে প্রচারণা ও নির্বাচনী আচরণবিধি... ৪৭
৪.৬. বেসরকারি সংবাদ মাধ্যমগুলোর ক্ষমতাসীন দলের সহায়ক অবস্থান গ্রহণ..৪৮
৪.৭. নির্বাচন অনুষ্ঠান ৪৮
৪.৮. নির্বাচন-পরবর্তী নিরাপত্তা ৫২
৪.৯. নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল...৫২
৪.১০. নির্বাচনের ব্যয় ৫৩
৪.১১. উপসংহার ৫৪
অধ্যায় পাঁচ: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫০টি আসনের চিত্র...৫৫
৫.১. গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনে প্রার্থীদের দলভিত্তিক পরিচিতি...৫৫
৫.২ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের ব্যক্তিগত তথ্য ৫৬
৫.৩. গবেষণাভুক্ত আসনে আচরণবিধি প্রতিপালন...৬০
৫.৪. নির্বাচনী প্রচারণায় দেওয়া প্রতিশ্রুতি ৬২
৫.৫. গবেষণাভুক্ত আসনে প্রার্থীদের প্রচারণার ব্যয় ৬২
৫.৬. গবেষণাভুক্ত আসনে নির্বাচনের দিন সংঘটিত অনিয়ম.. ৬৫
৫.৭. গবেষণাভুক্ত আসনের নির্বাচনী ফলাফল... ৬৬
৫.৮ নির্বাচন পরবর্তী সংঘাত ৬৬
৫.৯ নির্বাচন পরবর্তী মামলা ও অভিযোগ দায়ের.. ৬৬
৫.১০. গবেষণাভুক্ত আসনে প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণী দাখিল ৬৭
৫.১১. উপসংহার..৬৭
অধ্যায় ছয়: সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য.. ৬৮
তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী... ৬৯

চিত্রের তালিকা

চিত্র ১: জেলাভিত্তিক গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সংসদীয় আসন...১১
চিত্র ২: বিভাগভিত্তিক সংসদীয় আসনের সংখ্যা ১১
চিত্র ৩: জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া ১৫
চিত্র ৪: সর্বশেষ বারোটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনভেদে ভোটার সংখ্যা ২৫
চিত্র ৫: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে লিঙ্গভেদে ভোটার (শতাংশ)...২৬
চিত্র ৬: সাবেক সরকারি কর্মকর্তা-তারকা-শিল্পীদের দলীয় মনোনয়ন প্রাপ্তি (জন) ৩৯
চিত্র ৭: নির্বাচনী অনুসন্ধান কমিটি কর্তৃক আচরণবিধি ভঙ্গকারী প্রার্থীদের নোটিশ প্রদান (অঞ্চল-ভিত্তিক সংখ্যা) ৪৪
চিত্র ৮: নির্বাচনের পূর্বে এবং নির্বাচনের দিন তথ্য প্রবাহের চিত্র ৪৯
চিত্র ৯: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনে দলভিত্তিক প্রার্থীর হার ৫৫

সারণির তালিকা

সারণি ১: নির্বাচনী ব্যবস্থা নিয়ে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান এবং স্ববিরোধিতা....................২২
সারণি ২: নির্বাচনী ব্যবস্থা নিয়ে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান এবং নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা....................২৩
সারণি ৩: সর্বশেষ ৩টি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ও ভোট পড়ার হার....................২৬
সারণি ৪: সীমানা পুনর্বিন্যাসে বিবেচ্য বিষয়....................২৮
সারণি ৫: জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পর্যবেক্ষকের উপস্থিতি....................৩৪
সারণি ৬: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিভিন্ন ধাপ....................৩৭
সারণি ৭: নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে জনবল....................৪১
সারণি ৮: নির্বাচনকালীন সময়ে বিটিভি'র রাত ৮ টার খবরে নির্বাচন সম্পর্কিত প্রচারণা সংক্রান্ত তথ্য....................৪৭
সারণি ৯: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনে অংশগ্রহণকারী দলভিত্তিক প্রার্থীর মোট সংখ্যা....................৫৫
সারণি ১০: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের মাসিক আয় ও আয়ের উৎস....................৫৬
সারণি ১১: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের দলভিত্তিক মাসিক আয় (টাকায়)....................৫৬
সারণি ১২: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের দলভিত্তিক মাসিক ব্যয়....................৫৭
সারণি ১৩: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের সম্পদের গড় পরিমাণ....................৫৭
সারণি ১৪: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের সম্পদের গড় মূল্য (দলভিত্তিক)....................৫৮
সারণি ১৫: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের রাজনীতির অভিজ্ঞতা....................৫৮
সারণি ১৬: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের অতীতে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা....................৫৮
সারণি ১৭: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীর বিরুদ্ধে বর্তমানে ও অতীতে দায়েরকৃত ফৌজদারি মামলা....................৫৯
সারণি ১৮: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থী বা তার উপর নির্ভরশীলদের দায় ও ঋণ....................৫৯
সারণি ১৯: তফসিল ঘোষণার পর থেকে মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রার্থীদের দলভিত্তিক ব্যয় (টাকা)....................৬০
সারণি ২০: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোতে দলভিত্তিক আচরণবিধি ভঙ্গের চিত্র....................৬০
সারণি ২১: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫০টি আসনে নির্বাচন-পূর্ব সময় থেকে নির্বাচন পর্যন্ত আচরণবিধি লঙ্ঘন (প্রার্থী/শতাংশ)....................৬১
সারণি ২২: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণায় দেওয়া প্রতিশ্রুতি....................৬২
সারণি ২৩: তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে শুরু করে নির্বাচন পর্যন্ত গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের গড় ব্যয় (প্রাক্কলিত)....................৬২
সারণি ২৪: নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত ব্যয়সীমার অতিরিক্ত ব্যয়....................৬৪
সারণি ২৫: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীর সম্ভাব্য নির্বাচনী ব্যয় (হলফনামায় প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী)....................৬৪
সারণি ২৬: দল অনুযায়ী গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের ব্যয় (টাকায়)....................৬৪
সারণি ২৭: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত লিঙ্গভিত্তিক নির্বাচনী ব্যয় (টাকা)....................৬৫
সারণি ২৮: গবেষণাভুক্ত ৫০টি আসনে নির্বাচনের দিন সংঘটিত অনিয়ম....................৬৫
সারণি ২৯: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনে বিজয়ী প্রার্থীদের দলগত পরিচয়....................৬৬

বক্সের তালিকা

বক্স ১: নির্বাচনী প্রচারণায় সরকারি কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ এবং সরকারি স্থাপনা ব্যবহার....................৪৩
বক্স ২: তফসিল ঘোষণার আগেই প্রার্থীদের প্রচারণা....................৪৪
বক্স ৩: নির্বাচনে অনিয়ম এবং প্রার্থীর ভোট বর্জন....................৪৬

পরিশিষ্টের তালিকা

পরিশিষ্ট ১: পেশা অনুযায়ী ব্যয় (টাকা)....................৭০
পরিশিষ্ট ২: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনে প্রার্থীদের নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের চিত্র....................৭০
পরিশিষ্ট ৩: তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে নির্বাচন পর্যন্ত গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের খাত অনুযায়ী গড় ব্যয় (প্রাক্কলিত)....................৭১

গবেষণায় ব্যবহৃত শব্দ সংক্ষেপ ও পরিভাষা

আরপিও	গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ
ইসি	নির্বাচন কমিশন
ইইউ	ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন
ইএমএফ	ইলেকশন মনিটরিং ফোরাম
এআই	আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স
এমপি	সংসদ সদস্য
জাপা	জাতীয় পার্টি
টিআইবি	ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বিএনপি	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল
বিএনএম	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন
বিএসপি	বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি
বিটিভি	বাংলাদেশ টেলিভিশন
ভিডিপি	গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী
সিইসি	প্রধান নির্বাচন কমিশনার
সিসি ক্যামেরা	ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) অন্যতম লক্ষ্য সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে অপরিহার্য মৌলিক প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়ার কার্যকরতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করা। এই লক্ষ্য পূরণে টিআইবি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অধিপরামর্শ ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সংসদীয় গণতন্ত্র এবং জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার মৌলিক স্তম্ভগুলোর অন্যতম জাতীয় সংসদ, যার সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর ও বিশেষকরে সুষ্ঠু, দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হলো একটি অবাধ, নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সকলের জন্য সমানভাবে প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদ গঠন করা। বাংলাদেশে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানে দীর্ঘ পরিক্রমায় বিবিধ প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তি, সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র, স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিতের বিষয়গুলো এখনো বিতর্কিত। নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন ব্যবস্থার ওপর টিআইবি এর আগে কয়েকটি গবেষণা সম্পন্ন করেছে। পূর্ববর্তী গবেষণার ধারাবাহিকতায় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের অংশগ্রহণ, সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের ভূমিকা, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণা ব্যয়, আইন ও আচরণবিধি প্রতিপালনসহ সার্বিকভাবে নির্বাচনের প্রক্রিয়া সংক্রান্ত গবেষণার অব্যাহত প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

'দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া ট্র্যাকিং' শীর্ষক এই গবেষণায় দেখা যায় নির্বাচন একদিকে একপাক্ষিক ও পাতানো প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয়েছে, এবং অন্যদিকে অবাধ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়নি। প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিসহ সার্বিক অভিজ্ঞতা বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ভবিষ্যতের জন্য অশনি সংকেত, যা গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনা ও স্বপ্নের সাথে সাংঘর্ষিক বলে প্রতীয়মান হয়েছে। নির্বাচনকালীন সরকার ইস্যুতে দুই বড় দলের বিপরীতমুখী ও অনড় অবস্থানের কারণে অংশগ্রহণমূলক ও অবাধ নির্বাচন হয়নি। এবং এ বিপরীতমুখী ও অনড় অবস্থানকেন্দ্রিক এজেন্ডা বাস্তবায়নের লড়াইয়ে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের জিম্মিদশা প্রকটতর হয়েছে।

নির্বাচনকালীন সরকারের নিরপেক্ষ ও স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত ভূমিকা নিশ্চিতে নির্বাচন কমিশন কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেয়নি, বরং সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ও আইনগত সীমারেখার নামে কখনো অপারগ হয়ে, কখনো কৌশলে একতরফা নির্বাচনের এজেন্ডা বাস্তবায়নের অন্যতম অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে। অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা এবং প্রশাসনও অনুরূপভাবে একই এজেন্ডার সহায়ক ভূমিকায় লিপ্ত থেকেছে। একতরফা এই নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সবার সমান প্রচারণার সুযোগ এবং সব দলের প্রার্থী ও নেতা-কর্মীদের সমান নিরাপত্তা নিশ্চিতসহ নির্বাচনে সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরিতেও কমিশনের ঘাটতি লক্ষণীয়। ক্ষমতাসীন দল ও দলের স্বতন্ত্র প্রার্থী এবং নেতা-কর্মী কর্তৃক নির্বাচনী অনিয়ম ও আচরণবিধি লঙ্ঘনের প্রেক্ষিতে কমিশন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং প্রশাসন উল্লেখযোগ্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে প্রভাবিত করার লক্ষ্যে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একটি অংশ বিধি-বহির্ভূতভাবে নির্বাচন-পূর্ববর্তী এবং নির্বাচনকালীন প্রচারণাসহ ক্ষমতাসীন দলের সহায়ক হয়ে বিবিধ কার্যক্রমে আংশগ্রহণ করেছে। নির্বাচনে আচরণবিধি লঙ্ঘনের পাশাপাশি নির্বাচনী প্রচারণার জন্য নির্ধারিত ব্যয়সীমার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি ব্যয় করেছেন প্রার্থীরা, এবং এক্ষেত্রে সম্ভাব্য আইন প্রণেতাদের মধ্যে আইন অমান্যের প্রবণতা দৃশ্যমান। নির্বাচন দিনের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত শতভাগ আসনেই কোনো না কোনো অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে যা প্রতিরোধে নির্বাচন কমিশন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

ক্ষমতায় অব্যাহত থাকার কৌশল বাস্তবায়নের একতরফা নির্বাচন সাফল্যের সাথে সম্পন্ন হয়েছে, যার আইনগত বৈধতা নিয়ে কোনো চ্যালেঞ্জ হয়তো হবে না বা হলেও টিকবে না। তবে এ সাফল্য রাজনৈতিক শুদ্ধাচার, গণতান্ত্রিক ও নৈতিকতার মানদণ্ডে চিরকাল প্রশ্নবিদ্ধ থাকবে। গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ধারণা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার অন্যতম উপাদানসমূহ, তথা অবাধ, অংশগ্রহণমূলক, নিরপেক্ষ ও সর্বোপরি সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র নিশ্চিতের যে পূর্বশর্ত, তা দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে প্রতিপালিত হয়নি।

নির্বাচনের নামে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের দীর্ঘকাল যাবত চলমান সংস্কৃতির সাথে রাজনৈতিক আদর্শের যে কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই তা আবারও প্রমাণিত হয়েছে। অর্থবহ রাজনৈতিক প্রতিপক্ষহীন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সরকার দলের প্রার্থীর সাথে একই দলের 'স্বতন্ত্র' ও অন্য দলের সরকার সমর্থিত প্রার্থীদের যে পাতানো নির্বাচন হয়েছে, তাতেও ব্যাপক আচরণবিধি লঙ্ঘনসহ অসুস্থ ও সহিংস প্রতিযোগিতা হয়েছে, যার সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের বাইরে রাজনৈতিক আদর্শ বা জনস্বার্থের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া কঠিন। মুষ্টিমেয় কতিপয় আসনে ব্যতিক্রম ছাড়া সর্বব্যাপী পাতানো প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ক্ষমতাসীন দলের অন্তর্দ্বন্দ্বের নমুনা-ম্যাপিং হয়েছে, যার একমাত্র ইতিবাচক দিক হিসেবে অনিয়ম-দুর্নীতি-অবৈধতার যেসব তথ্য বরাবর প্রত্যাখ্যাত ছিল, তা নিজেদের অভিযোগ পাল্টা-অভিযোগের মাধ্যমে যথার্থতা পেয়েছে।

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক অঙ্গন ও শাসনব্যবস্থার ওপর ক্ষমতাসীন দলের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ চূড়ান্ত প্রাতিষ্ঠানিকতা পেয়েছে এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতার জবাবদিহিহীন প্রয়োগের পথ আরও প্রসারিত হয়েছে। সংসদে ব্যবসায়ী আধিপত্যের মাত্রাও একচেটিয়া পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, যা রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে ব্যাপকতর স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও নীতি-দখলের ঝুঁকি বৃদ্ধি করেছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের নির্বাচনী অঙ্গীকার আরও বেশি অবাস্তব ও কাগুজে দলিলে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সরকারের টানা চতুর্থ মেয়াদের সম্ভাব্য সাফল্য-ব্যর্থতা নিয়ে যতটুকু আগ্রহ থাকবে, তার চেয়ে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হবে শুদ্ধাচার ও নৈতিকতার মানদণ্ডে সরকারের প্রতি জনআস্থা ও গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্ন ও তার প্রভাব। একইসাথে ক্রমাগত গভীরতর হবে দেশের গণতান্ত্রিক ও নির্বাচনী ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ।

এই গবেষণা পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন টিআইবি'র গবেষণা ও পলিসি বিভাগের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো মো. মাহ্‌ফুজুল হক, রিসার্চ ফেলো মো. নেওয়াজুল মওলা এবং ডাটা এনালিস্ট মো. সাজেদুল ইসলাম। এই গবেষণার মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহে নিয়োজিত ৫০ জন মাঠ তথ্য সংগ্রহকারী ও চার জন গবেষণা সহকারীকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই বহুমুখি প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়ে গবেষণার তথ্য সংগ্রহের কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে টিআইবি'র আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগ, সিভিক এনগেজমেন্ট বিভাগ, অর্থ ও প্রশাসন বিভাগ, এবং গবেষণা ও পলিসি বিভাগের সহকর্মীদের সহায়তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি সিভিক এনগেজমেন্ট বিভাগের কোঅর্ডিনেটর মো. আতিকুর রহমানসহ এই বিভাগের মাঠ পর্যায়ের সহকর্মীদেরকে যাদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় এই গবেষণার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের কাজটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

এই গবেষণার বৈজ্ঞানিক মান ও পদ্ধতিগত উৎকর্ষ নিশ্চিতে আমাদের সাথে কাজ করেছেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন পরিসংখ্যানবিদ ও গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের (আইএসআরটি) প্রাক্তন অধ্যাপক মোহাম্মদ শোয়ায়েব। তার সুচিন্তিত নির্দেশনা গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্য বিশ্লেষণে সর্বোচ্চ নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করেছে। আমি তাঁর কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। প্রতিবেদনটি সম্পাদনা এবং মূল্যবান মতামত দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো শাহজাদা এম আকরাম। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা। এ গবেষণায় তথ্য প্রদান ও বিশ্লেষণে যারা তাঁদের মূল্যবান সময় ও মতামত দিয়ে সহায়তা করেছেন তাঁদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সার্বিক গবেষণা উপদেষ্টা হিসেবে ও খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য টিআইবি'র উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক মুহাম্মদ বদিউজ্জামান এবং প্রতিবেদনের উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এই প্রতিবেদনের ওপর পাঠকের পরামর্শ ও সুপারিশ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

অধ্যায় এক: ভূমিকা

১.১. গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকরভাবে অব্যাহত রাখার পূর্বশর্ত হলো একটি অবাধ, স্বচ্ছ, সকলের জন্য নিরপেক্ষ ও সমান প্রতিযোগিতামূলক, অংশগ্রহণমূলক এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন। গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকার ও রাজনৈতিক দল কর্তৃক ১৯৯০-এর দশক-পরবর্তী নানাবিধ প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এছাড়া, নির্বাচন ব্যবস্থাকে অংশগ্রহণমূলক ও শক্তিশালী করার জন্য নির্বাচন কমিশনের সংস্কারসহ সংশ্লিষ্ট আইন বিভিন্ন সময় সংশোধন করা হয়। এসব উদ্যোগ সত্ত্বেও অতীতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নানা ধরনের অনিয়ম ও আচরণবিধি লঙ্ঘনসহ নির্বাচন পরিচালনায় অংশীজনদের বিতর্কিত ভূমিকা পালন এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনে বিবিধ চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত হয় (টিআইবি ২০০৭, ২০০৯, ২০১৮)।

জাতীয় নির্বাচনে বিরোধী দলগুলোর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণসহ নির্বাচনের পরিবেশ তৈরিতে বিবিধ চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। উল্লেখ্য, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের নিয়ম-কানুন সংক্রান্ত প্রধান আইন বা গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) প্রণীত হয় ১৯৭২ সালে। গত ৫১ বছরে আইনটি মোট ১৭ বার সংশোধন করা হয়েছে এবং সংযোজন-বিয়োজনের মাধ্যমে বিভিন্ন অনুচ্ছেদের ২২১টি বিষয় সংশোধন করা হয়েছে। শেষ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ও আলোচিত পরিবর্তন হয়েছে ২০০১, ২০০৮, ২০০৯, ২০১৩ এবং ২০২২ সালে।[১] ২০০৮ সালে ভোটার না হয়ে প্রার্থী হওয়ার সুযোগ বন্ধ হওয়াসহ বিবিধ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও আইনটির বেশ কিছু বিতর্কিত সংশোধনও করা হয়েছে, যার মধ্যে দলে তিন বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে সদস্য থাকার বিধান বিলুপ্ত করা; সরকারবিরোধী দলগুলোর মতামত উপেক্ষা করে ইভিএম ব্যবহারের সুযোগ রেখে আরপিও সংশোধন; আরপিও-এর ৯১ (ক) ধারা সংশোধন করে 'নির্বাচন' শব্দের বদলে 'ভোট গ্রহণ' প্রতিস্থাপন; কমিশনের পুরো আসনের ভোটের ফলাফল স্থগিত বা বাতিল করার ক্ষমতা রহিত করে ৯১ (কক) নামে নতুন উপধারা সংযোজনের ফলে কমিশনের একটি নির্দিষ্ট সংসদীয় আসনের পূর্ণাঙ্গ ফলাফল বাতিল করার ক্ষমতা হারানো; এবং অনিয়মের অভিযোগে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ বাতিল করার ক্ষমতা থাকা ইত্যাদি অন্যতম।[২]

এছাড়া, নির্বাচনে ঋণ খেলাপিদের সঙ্গে বিল খেলাপিদের অংশগ্রহণ অযোগ্য করে আগে করা সংশোধনীতে আবার পরিবর্তন এনে ঋণখেলাপি ও বিলখেলাপিদের জন্য সুযোগ বাড়ানো হয়েছে। মনোনয়নপত্র জমার আগের দিন পর্যন্ত ব্যাংকঋণ ও বিভিন্ন পরিষেবার বিল পরিশোধের অনুলিপি জমা দেওয়ার সুযোগ রাখার মাধ্যমে ঋণখেলাপি ও বিলখেলাপিদের নির্বাচনে অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এসব পরিবর্তনের ফলে নির্বাচন কমিশন ও বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা দুর্বল হয়েছে।[৩] বারবার গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের এমন বিতর্কিত সংশোধন, রাজনৈতিক দল[৪] ও পর্যবেক্ষক নিবন্ধনে বিতর্কসহ[৫] নির্বাচন ব্যবস্থায় দুর্বলতার[৬] কারণে দেশের মানুষের মধ্যে নির্বাচন নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।[৭,৮,৯]

---

১ আরপিও সংশোধন এ পর্যন্ত ১৭ বার, কালের কণ্ঠ, ১১ নভেম্বর ২০১৮, বিস্তারিত দেখুন- https://www.kalerkantho.com/print-edition/special-kalerkantho/2018/11/11/702210, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ এপ্রিল ২০২৪

২ কোন পরিস্থিতিতে নির্বাচন বাতিল করতে পারে ইসি, বিবিসি, ২২ ডিসেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন, https://www.bbc.com/bengali/articles/cw9079drqwgo, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ এপ্রিল ২০২৪

৩ আরপিও কী? এটা কী নির্বাচনে অনিয়ম-কারচুপি ঠেকাতে সক্ষম, বিবিসি, ২১ নভেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.bbc.com/bengali/articles/cmlp0nd7yy4o, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩০ মার্চ ২০২৪

৪ ড. ফরিদুল আলম, রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন এবং প্রাসঙ্গিক ভাবনা, সময় নিউজ, ২২ নভেম্বর ২০২২, বিস্তারিত দেখুন- https://shorturl.at/sA1jt, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩০ মার্চ ২০২৪

৫ নিবন্ধন ব্যবস্থা কি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে? বিবিসি, ১৮ জুলাই ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.bbc.com/bengali/articles/cjrln4rvj91o, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩০ মার্চ ২০২৪

৬ আমীন আল রশীদ, প্রধান সমস্যা নির্বাচনকালীন সরকার নাকি ভোটিং পদ্ধতি, ডেইলি স্টার, ৮ জুলাই ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://bangla.thedailystar.net/opinion/views/news-494551, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩০ মার্চ ২০২৪

৭ দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন: উদ্বেগের মধ্যেই তফসিলের অপেক্ষা, বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম, ৭ নভেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/ohwmlaa4xj, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩০ মার্চ ২০২৪

৮ নির্বাচন নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের খোলা চিঠি, ডেইলি স্টার, ৫ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/election/national-election-2024/news-548346, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩০ মার্চ ২০২৪

৯ নির্বাচন কমিশনের ওপর আস্থা ফেরাতে পারবে আইনের সংশোধনী? বিবিসি, ২৮ মার্চ ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.bbc.com/bengali/articles/cl70jz27ez4o, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩০ মার্চ ২০২৪

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের আগে প্রধান বিরোধী দলগুলোর সরকার পতনে একদফা দাবি ও আন্দোলন, সরকারি দল কর্তৃক বিরোধী দলকে নির্বাচন থেকে দূরে রাখার কৌশল গ্রহণ, বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের গ্রেফতার এবং সাজা প্রদান, নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ দেখানোর জন্য ক্ষমতাসীন দলের দলীয় প্রার্থী ছাড়াও 'ডামি প্রার্থী' প্রদানের কৌশল গ্রহণসহ বিবিধ ঘটনা সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়ে সংকট ও উদ্বেগ বৃদ্ধি করে। এ প্রেক্ষিতে দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন নিয়ে একটি গবেষণার চাহিদা তৈরি হয়। এছাড়া, বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী ব্যবস্থার ওপর টিআইবি'র পূর্ববর্তী গবেষণার ধারাবাহিকতায় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের অংশগ্রহণ, সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের ভূমিকা, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নির্বাচনী আইন ও আচরণবিধি প্রতিপালনসহ সার্বিকভাবে নির্বাচনের প্রক্রিয়া সংক্রান্ত গবেষণার প্রয়োজনীয়তা থেকে এই গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে।

১.২. গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া কতটুকু অবাধ, স্বচ্ছ, সকলের জন্য নিরপেক্ষ ও প্রতিযোগিতামূলক, অংশগ্রহণমূলক এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ তা ট্র্যাকিং করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে-

- অবাধ, স্বচ্ছ, সকলের জন্য নিরপেক্ষ ও সমান প্রতিযোগিতামূলক, অংশগ্রহণমূলক এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন এবং নির্বাচনের পরিবেশ নিশ্চিতে প্রধান অংশীজনদের ভূমিকা পর্যালোচনা করা;
- নির্বাচনের বিভিন্ন পর্যায়ে অংশীজন কর্তৃক নির্বাচনী আইন ও আচরণবিধি প্রতিপালন পর্যালোচনা করা; এবং
- নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণার ব্যয়ের বিশ্লেষণ করা।

১.৩. গবেষণার পরিধি

এ গবেষণায় নির্বাচন-পূর্ববর্তী ঘটনাপ্রবাহ (নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দল/ জোট ও অন্যান্য অংশীজনের নির্বাচন সংক্রান্ত কর্মকান্ড), নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকে নির্বাচনের দিন পর্যন্ত রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের আচরণ সংক্রান্ত তথ্য এবং নির্বাচনের পরবর্তী একমাস পর্যন্ত তথ্য ও ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গবেষণায় উপস্থাপিত পর্যবেক্ষণ সব নির্বাচনী আসন ও কেন্দ্র, রাজনৈতিক দল/ জোট, প্রার্থী, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, এবং অন্যান্য অংশীজনের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। তবে এ গবেষণাটি নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নির্বাচন কমিশন, নির্বাচন সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলসহ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের ভূমিকা সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদান করে।

১.৪. গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় গুণগত ও পরিমাণগত উভয় পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ, যাচাই ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তথ্যের উৎস

এই গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণার লক্ষ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এসব উৎসের মধ্যে রয়েছে আধেয় বিশ্লেষণ, মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণ, এবং সংখ্যাবাচক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ। প্রাথমিকভাবে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ পর্যালোচনা করার ক্ষেত্রে পরোক্ষ উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অন্যদিকে, স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনী প্রক্রিয়া পর্যালোচনার ক্ষেত্রে কয়েকটি বাছাইকৃত আসনের বাছাইকৃত প্রার্থীদের কার্যক্রম ও নির্বাচনী প্রচারণার ব্যয় সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষ তথ্য

গবেষণাটিতে বিদ্যমান তথ্যের অন্যতম উৎস হচ্ছে মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য। এক্ষেত্রে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সংসদীয় আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী ও তাদের নির্বাচনী কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণার বিষয়বস্তু তথা নির্বাচনের প্রক্রিয়ার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত ব্যক্তি কিংবা এসব বিষয়ে অবহিত ব্যক্তিদের নিকট হতে গুণগত ও পরিমাণগত তথ্য সরাসরি সংগ্রহ করা হয়েছে।

গুণগত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

গুণগত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। পর্যাপ্ত পরিমাণ তথ্যের প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সংশ্লিষ্ট প্রার্থী, দলীয় নেতা-কর্মী, রিটার্নিং কর্মকর্তা, কমিশনের কর্মকর্তা,

ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তা, নির্বাচনী ট্রাইবুনালের কর্মকর্তা, স্থানীয় সাংবাদিক, ভোটার, দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

গবেষণা এলাকা নির্ধারণ ও নমুনায়ন

দৈবচয়নের ভিত্তিতে ৩০০টি সংসদীয় আসনের মধ্যে ৫০টি আসন নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, পরিসংখ্যানিক নীতি অনুসারে ৩০টি আসন নমুনা আকার (smallest large number) হিসেবে মোট আসনকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য যথেষ্ট[১০]। তবে নমুনার আকার বৃদ্ধির সাথে সাথে তথ্যর নির্ভুলতা বৃদ্ধি পায়। একারণে সময় এবং বাজেটের সীমাবদ্ধতাকে বিবেচনায় নিয়ে নমুনার আকার (সংসদীয় আসন) ন্যূনতম সংখ্যা থেকে বৃদ্ধি করে ৫০-এ উন্নীত করা হয়েছে।

এই গবেষণায় আটটি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ৪৫টি জেলার ৫০টি আসন থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। রংপুর বিভাগের দিনাজপুর, নীলফামারী, রংপুর, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা; রাজশাহী বিভাগের বগুড়া, নওগাঁ, রাজশাহী, নাটোর ও সিরাজগঞ্জ; খুলনা বিভাগের কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, যশোর, বাগেরহাট, খুলনা ও সাতক্ষীরা; বরিশাল বিভাগের বরগুনা, ভোলা, বরিশাল ও পিরোজপুর; ময়মনসিংহ বিভাগের জামালপুর, ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা; ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইল, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর ও গোপালগঞ্জ; সিলেট বিভাগের সুনামগঞ্জ, সিলেট ও মৌলভিবাজার; এবং চট্টগ্রাম বিভাগের ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও পার্বত্য বান্দরবান জেলার আসন থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। বিভাগভিত্তিক সংসদীয় আসনের আনুপাতিক হার বিবেচনায় নিয়ে ঢাকা বিভাগ থেকে সবচেয়ে বেশি ১১টি আসন এবং সবচেয়ে কম সিলেট বিভাগ থেকে তিনটি করে আসন বাছাই করা হয়েছে (চিত্র ২)।

চিত্র ১: জেলাভিত্তিক গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সংসদীয় আসন

চিত্র ২: বিভাগভিত্তিক সংসদীয় আসনের সংখ্যা

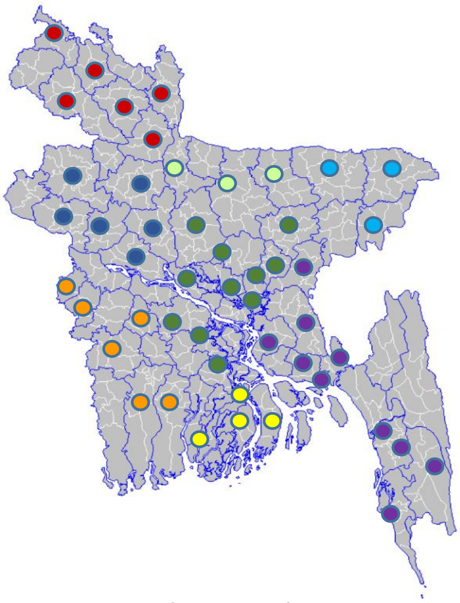

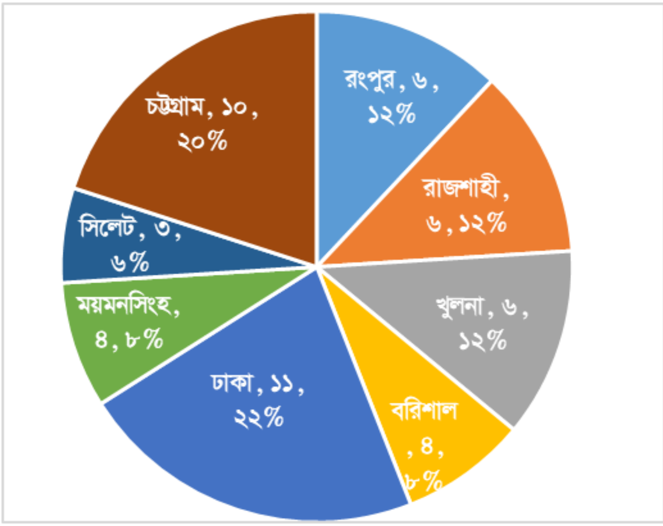

গবেষণা এলাকা হিসেবে ৫০টি আসন বাছাইয়ের পরের স্তরে, নির্বাচিত প্রতিটি আসনে অংশগ্রহণকারী সকল প্রার্থীর ওপর প্রাথমিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যেসব প্রার্থী বিগত জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে, তাদের ভোট প্রাপ্তির হার এবং দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে যারা প্রথম অংশগ্রহণ করছেন তাদের নির্বাচনী এলাকায় প্রচারণা কার্যক্রম, রাজনীতিতে অভিজ্ঞতা, স্থানীয় ভোটার এবং জনসাধারণের মতামতের ভিত্তিতে এলাকায় প্রার্থীর জনপ্রিয়তা এবং স্থানীয় ব্যক্তি প্রদত্ত প্রার্থীর আর্থ-সামাজিক তথ্য

[১০] Chang, H. J., K. Huang, and C. Wu. "Determination of Sample Size in Using Central Limit Theorem for Weibull Distribution." *International Journal of Information and Management Sciences,* Vol. 17, No. 3. 2006, pp. 153-174., সর্বশেষ ভিজিট: ২৫ নভেম্বর ২০২৩

বিবেচনায় মনোনয়ন প্রাপ্ত সবচেয়ে শক্তিশালী প্রার্থীদের গবেষণার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। অন্যদিকে, মাঠ পর্যায়ে স্থানীয় জনগণ এবং বিভিন্ন অংশীজনের সাথে আলোচনা করে স্বতন্ত্র প্রার্থী সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীদের প্রচারণামূলক কার্যক্রম পর্যালোচনা করে গবেষণার জন্য নির্দিষ্ট সতন্ত্র প্রার্থীকে নির্ধারণ করা হয়েছে। এভাবে প্রতিটি আসনের প্রধান তিনজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্ধারণ করা হয়েছে। একইভাবে গবেষণায় প্রতিটি আসনে তিনজন করে ৫০টি আসনে মোট ১৫০ জন প্রতিদ্বন্দ্বী ও শক্তিশালী প্রার্থীকে চূড়ান্তভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, একটি আসনে মাত্র দুই জন প্রার্থী চূড়ান্তভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করায় মোট সংখ্যাটি ১৪৯।

নির্বাচিত আসনগুলো থেকে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী, দলীয় নেতা-কর্মী, রিটার্নিং কর্মকর্তাসহ নির্বাচনী কর্মকর্তা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তা, নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের কর্মকর্তা, স্থানীয় সাংবাদিক ও ভোটারদের কাছ থেকে নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে[১১] এবং নির্বাচনের বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি, গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোতে নির্বাচনের দিনের অনিয়মের ধরন সম্পর্কে জানতে স্থানীয় নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে একটি অভিজ্ঞতা জরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে। নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন শিক্ষক, গণমাধ্যমকর্মী, ডাক্তার, প্রকৌশলী, সাবেক আমলা, আইনজীবি, ব্যাংকার, সমাজসেবক (অরাজনৈতিক), উদ্যোক্তা এবং শিল্পী। প্রতিটি আসনে মোট ২০ জন করে মোট এক হাজার প্রতিনিধি থেকে নির্বাচনের বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের অভিজ্ঞতা জরিপের পরিকল্পনা করা হয়। এর বিপরীতে মোট ৯৭৯ জনের জরিপ সম্পন্ন করা হয়। একটি নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার ভিত্তিতে প্রতিনিধিরা নিজ নির্বাচনী আসনে প্রাক-নির্বাচনী সময়, নির্বাচনের দিন এবং নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে যেসব বিষয় প্রত্যক্ষ করেছেন সেই আলোকে তথ্য প্রদান করেন।

নির্বাচনী প্রচারণার ব্যয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের কৌশল

নির্বাচনী প্রচারণার ব্যয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের কৌশল হিসেবে প্রতিটি আসনে প্রধান তিনজন প্রার্থীর সকল নির্বাচনী প্রচারণা পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হয়েছে। এজন্য গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক প্রার্থীর ক্ষেত্রে জনসংযোগ, ক্যাম্প স্থাপন ও পরিচালনা, পোস্টার ও স্টিকার ছাপানো, মাইকিং, বিজ্ঞাপন ও অনুদান, একটি নির্বাচনী এলাকায় প্রতিদিন কতগুলো জনসংযোগ (র‍্যালি, মিছিল, শো-ডাউন, উঠান-বৈঠক) হয়েছে, সেগুলোতে কত মানুষের অংশগ্রহণ ছিল এবং তাদের অংশগ্রহণের জন্য অর্থ বণ্টন করা হয়েছে কিনা, একটি নির্বাচনী এলাকায় কয়টি নির্বাচনী ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন হয়েছে, সেগুলো তৈরি করতে কত খরচ হয়েছে এবং সেখানে কর্মীদের আপ্যায়নের জন্য প্রতিদিন কত টাকা খরচ করা হয় ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এসব প্রচারণার ব্যয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রার্থীর এজেন্ট, দলীয় নেতা-কর্মী এবং প্রচারণায় অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনা করা হয়েছে এবং কর্মীদের জন্য ব্যয় সম্পর্কে তথ্য তাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। নির্বাচনী এলাকায় একজন প্রার্থী প্রচারণার জন্য যেসব প্রতিষ্ঠান (দোকান, তেলের ডিপো, অফিস, ছাপাখানা, ডেকোরেটর) থেকে ক্রয় করেন তাদের সাথে আলোচনা করে ক্রয়কৃত পণ্যর পরিমাণ ও মূল্য সম্পর্কে ধারণা নেওয়া হয়েছে। যাতায়াত ব্যয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রার্থীর প্রচারণায় কয়টি মোটর সাইকেল, বাস, পিক আপ, প্রাইভেট গাড়িসহ বিবিধ যানবাহন ব্যবহার করা হয়েছে, তার জন্য কত টাকার তেল খরচ হয়েছে তার ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এর জন্য সংশ্লিষ্ট আসনের রেন্ট-এ-কার, গাড়ির মালিক, তেলের ডিপো মালিকদের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রতিটি প্রচারণার ব্যয় প্রাক্কলনে সর্বনিম্ন হার বিবেচনা করা হয়েছে।

পরোক্ষ তথ্য

গবেষণায় পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে নির্বাচন সংক্রান্ত আইন ও বিধি, গবেষণা প্রতিবেদন, ওয়েবসাইট ও সংবাদ-মাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ ব্যবহৃত হয়েছে। সংবাদ-মাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে নিচের পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করা হয়েছে।

সংবাদ-মাধ্যম পর্যবেক্ষণ: সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক পত্রিকা থেকে দুইটি, এবং ইংরেজি পত্রিকা থেকে দুইটি পত্রিকার নির্বাচন সংক্রান্ত সংবাদ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

---

[১১] গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫০টি আসনে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী, দলীয় নেতা-কর্মী, রিটার্নিং কর্মকর্তা, নির্বাচনী কর্মকর্তা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তা, নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের কর্মকর্তা, স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মী ও ভোটারসহ মোট ১৭,৫৬৪ জনের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

টেলিভিশনে প্রাইম নিউজ পর্যবেক্ষণ: বিটিভি (রাত ৮ টার সংবাদ), এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনুসারীর (ফলোয়ার) সংখ্যার ভিত্তিতে প্রথম সারির দুইটি টেলিভিশন চ্যানেলের নির্বাচন সংক্রান্ত সংবাদ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

খবরের ধরন, বিষয়বস্তু এবং অধিক পঠিত ও অধিক পাঠকের কাছে দৃশ্যমান হওয়ার বিবেচনায় একটি সংবাদ মধ্যমের প্রকৃত পাঠক সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা পওয়া কঠিন। এছাড়া, সামাজিক মাধ্যমে বিভিন্নভাবে শেয়ারের মাধ্যমে একটি খবরের প্রচারণা চলমান থাকে যার সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করাও কঠিন। তবে একটি সংবাদমাধ্যমের (পত্রিকা বা টেলিভিশন চ্যানেল) সামাজিক মাধ্যমে ফলোয়ার বা অনুসারীর সংখ্যা সামাজিক মাধ্যমে ঐ সংবাদমাধ্যমের মোট ভিউয়ের পরিমাণসহ পাঠকের পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা দেয়। এই বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে ফলোয়ার বা অনুসারীর সংখ্যা বিবেচনা করা হয়েছে। এছাড়া, গণমাধ্যমে নির্বাচন সংক্রান্ত সংবাদও এই গবেষণায় পর্যালোচনা করা হয়েছে।

১.৫. তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা

একদল প্রশিক্ষিত তথ্য সংগ্রহকারীদের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য KoBoToolBox App এবং গুগল ডকুমেন্টস (Google Docs) এর মাধ্যমে ডিজিটাল প্লাটফর্মে স্মার্ট ফোনের সাহায্যে প্রশ্নপত্র পূরণ করে মাঠ পর্যায়ের তথ্য গ্রহণ করা হয়। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করার কারণে একদিকে যেমন তথ্য-উপাত্তের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে, অপরদিকে মানসম্পন্ন উপাত্ত নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া, গবেষণার বৈজ্ঞানিক মান নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন বিশেষজ্ঞের সার্বিক সহায়তা ও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি গবেষণার ধারণাপত্র প্রস্তুত হতে ফলাফল উপস্থাপনা পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে সক্রিয় পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে গবেষণাকর্মটিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

এ গবেষণায় বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাইয়ে গুণগত গবেষণা পদ্ধতিতে অনুসরণকৃত চারটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য, যথা তথ্যের নির্ভরশীলতা, স্থানান্তরযোগ্যতা, নিশ্চয়তা ও বিশ্বস্ততা নিশ্চিত করা হয়েছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান, বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে তথ্য যাচাইসহ সম্ভাব্য সকল সূত্র থেকে তথ্য যাচাই করা হয়েছে। অপরদিকে, পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহের সময় তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও গুণগত মান বজায় রাখতে সংশ্লিষ্ট গবেষকগণ সার্বক্ষণিক ফোন, অনলাইন মাধ্যম ও ডিজিটাল অ্যাপস (মাইক্রোসফট টিমস, জুম, হোয়াটসঅ্যাপস, গুগল লোকেশন শেয়ারিং ইত্যাদি) ব্যবহার করে মাঠ পর্যায়ে তথ্যসংগ্রহকারীদের কাজ পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও পূরণকৃত প্রশ্নপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। উল্লেখ্য, শতভাগ প্রশ্নমালা চেক সম্পন্ন করা হয়েছে।

১.৬. তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ

এ গবেষণায় তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল পূরণকৃত প্রশ্নমালার বিভিন্ন অসামঞ্জস্যতা দূর করা। এক্ষেত্রে, তথ্যদাতাদের সাথে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে টেলিফোন চেক করা হয়েছে। এরপর Statistical সফটওয়্যার STATA ও Python সফটওয়্যার ব্যবহার করে জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সূচক ও চলকের শতকরা হার ও গড় নির্ণয় করা হয়েছে।

১.৭. গবেষণার সময়

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং নির্বাচন পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ করার জন্য এই গবেষণায় জুন ২০২৩ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সার্বিকভাবে, তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে শুরু করে ২২ মে ২০২৪ পর্যন্ত[১২] সংগৃহীত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে বিশ্লেষণ ও এই চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

---

[১২] গবেষণার অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশপ্রার্থী ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ সময় পর্যন্ত নির্বাচন সংক্রান্ত খরচের বিবরণী নির্বাচন কমিশনে জমা প্রদান করেন নি। এছাড়া, নির্বাচন কমিশন ও তাদের ওয়েবসাইটেও নির্বাচনী ব্যয় বিবরণী উন্মুক্ত করেনি। ১৮ মার্চ ২০২৪ টিআইবি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের ব্যয় বিবরণীর নথি চেয়ে নির্বাচন কমিশনে আবেদন করলেও কমিশন তথ্য প্রদান করেনি। এপ্রেক্ষাপটে, নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যয়ের তথ্য ছাড়াই চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

১.৮. গবেষণার সীমাবদ্ধতা

১. দৃশ্যমান ব্যয়: যথাযথ নিরপেক্ষতা এবং বস্তুনিষ্ঠতা নিশ্চিত করার জন্য শুধু দৃশ্যমান ব্যয় (নির্বাচনী প্রচারণার পোস্টার, জনসংযোগ, সভা-সমাবেশ, বৈঠক ইত্যাদি) সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অন্যদিকে, কোনো কোনো ব্যয়ের ক্ষেত্রে (মনোনয়নের জন্য প্রদত্ত চাঁদা, ভোট ক্রয়ের জন্য ব্যয়িত অর্থ ইত্যাদি) সংগৃহীত তথ্য যাচাই করার যথাযথ প্রক্রিয়ার অভাবের কারণে এ ধরনের অদৃশ্য ব্যয়ের ওপর কোনো তথ্য দেওয়া সম্ভব হয়নি।

২. ব্যয় প্রাক্কলন: বিভিন্ন ধরনের নির্বাচনী ব্যয়ের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট এলাকায় সর্বনিম্ন হার অনুযায়ী ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে। ফলে প্রকৃত ব্যয় প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে বেশি হতে পারে।

৩. নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসন থেকে তথ্য প্রদানে অসহযোগিতা: প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গবেষণা এলাকায় গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তথ্য, যেমন নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনজনিত ঘটনা ও নির্বাচন কমিশনের গৃহীত পদক্ষেপ ইত্যাদির ওপর সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তা ও নির্বাচন কমিশনের জেলা কার্যালয়ে তথ্য চাওয়া হয়। ক্ষেত্রবিশেষে, এসব তথ্যের জন্য বারবার যোগাযোগের পরও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রয়োজনী তথ্য পাওয়া যায়নি। ফলে এসব তথ্য সংক্রান্ত বিশ্লেষণ যথাযথভাবে প্রদান করা সম্ভব হয়নি।

১.৯. প্রতিবেদনের কাঠামো

এ গবেষণা প্রতিবেদন ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট, উদ্দেশ্য ও পরিধি, গবেষণার পদ্ধতি, সময় ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার আইনি কাঠামো আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে প্রাক-নির্বাচনী সময়, চতুর্থ অধ্যায়ে নির্বাচনকালীন সময় এবং নির্বাচন-পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ, পঞ্চম অধ্যায়ে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫০টি আসনের চিত্র এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

অধ্যায় দুই: জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়ার আইনি কাঠামো

জাতীয় সংসদ নির্বাচন একটি জটিল প্রক্রিয়া, যেখানে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য কয়েকটি কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করতে হয়। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনের একমাত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (১৯৭২) জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইন।[১৩] এই অধ্যাদেশে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে নির্বাচন কমিশনের গঠন (অধ্যায় ২), নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয় যেমন নির্বাচনে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও তাদের কাজ ও ক্ষমতা, প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা, মনোনয়ন পত্র বাছাই করার প্রক্রিয়া, ভোট দেওয়ার প্রক্রিয়া, ভোট গণনা ও ফলাফল ঘোষণা (অধ্যায় ৩), নির্বাচনী ব্যয়, নির্বাচনী প্রচারণা এবং নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণী দাখিল (অধ্যায় ৩ ক), নির্বাচনের সময় প্রশাসন এবং আচরণ (অধ্যায় ৩ খ), নির্বাচনী বিরোধ (অধ্যায় ৫), নির্বাচন সংক্রান্ত অপরাধ, দণ্ড এবং পদ্ধতি (অধ্যায় ৬), কমিশনের সাথে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন (অধ্যায় ৬ ক), এবং অন্যান্য বিষয় (অধ্যায় ৭) উল্লেখযোগ্য।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (১৯৭২), নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা (২০০৮) এবং নির্বাচন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন ও বিধি অনুসারে নির্বাচন কমিশনকে একটি নির্বাচন আয়োজনে প্রস্তুতি, তফসিল ঘোষণাসহ নির্বাচন আয়েজন এবং নির্বাচন পরবর্তী বিবিধ কার্যক্রম সম্পাদন করতে হয়। সময় এবং কার্যক্রমের ভিত্তিতে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়াকে মোটাদাগে তিনটি ধাপে ভাগ করা যায়- (১) প্রাক-নির্বাচনী সময়, (২) নির্বাচনকালীন সময়, এবং (৩) নির্বাচন-পরবর্তী সময় (চিত্র ৩)। প্রতিটি ধাপে নির্দিষ্ট কার্যক্রম রয়েছে, যার একটি বড় অংশ সম্পন্ন করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। তবে এই প্রক্রিয়ায় সরকারসহ অন্যান্য অংশীজনেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পরবর্তী অংশে নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট আইনি কাঠামোর ওপর সংক্ষেপে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

চিত্র ৩: জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া

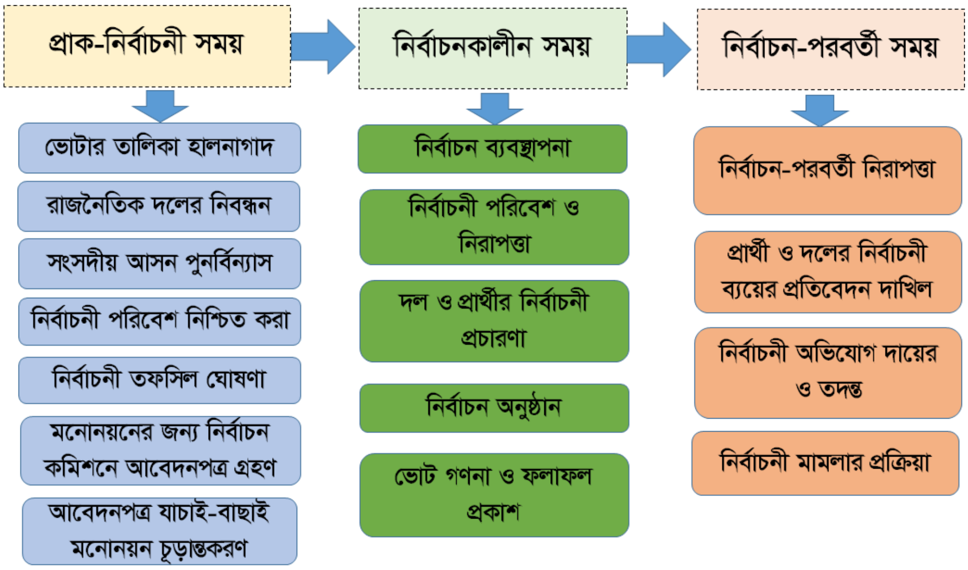

২.১. প্রাক-নির্বাচনী সময়

এ গবেষণায় প্রাক-নির্বাচনী বলতে ভোটার তালিকা হালনাগাদ থেকে আবেদনপত্র যাচাই-বাছাইসহ মনোনয়ন চূড়ান্তরণ কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার সময়কে বোঝানো হয়েছে। এর মধ্যে প্রাক-নির্বাচনী সময়ে সকল নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের একটি

[১৩] বিভিন্ন সময়ে এই আদেশ সংশোধন করা হয়। সর্বশেষবার সংশোধন করা হয় ২০২৩ সালের ৪ জুলাই; বিস্তারিত দেখুন: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/upload/act/2023-11-12-11-06-03-50860_39704.pdf, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩০ মার্চ ২০২৪

সুষ্ঠু, সম-প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র সম্পন্ন, অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন আয়োজনের পরিবেশ তৈরি করা নির্বাচন কমিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। সেটি নিশ্চিতের লক্ষ্যে কমিশনের জন্য বিবিধ আইন ও বিধি বিধান রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো সংশোধীত ভোটার তালিকা আইন (২০২০), জাতীয় সংসদের নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ আইন (২০২১), গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (১৯৭২), ও এই আইনের সর্বশেষ সংশোধন এবং এর অধীনে প্রণীত নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, (২০০৮) ও সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা (২০০৮), এবং এসব বিধিমালার সর্বশেষ সংশোধন, এবং পর্যবেক্ষণ নীতিমালা (২০১৭)।

ভোটার তালিকা হালনাগাদ: বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব হলো ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা।[১৪] কমিশনের ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ভোটার তালিকা (সংশোধন) আইন ২০২০ অনুযায়ী প্রতি বছর ভোটার তালিকা হালনাগাদ করে এবং হালনাগাদকৃত তালিকা প্রকাশ করে।[১৫]

নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ: নির্বাচন কমিশনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাস করা।[১৬] 'জাতীয় সংসদের নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ আইন (২০২১) অনুযায়ী প্রশাসনিক সুবিধা বিবেচনা করে প্রতিটি আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করার বিধান রয়েছে।[১৭] যেখানে প্রতিটি আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকার ভৌগোলিক অখণ্ডতা বজায় রেখে এবং সর্বশেষ আদমশুমারি প্রতিবেদনে উল্লিখিত জনসংখ্যার বাস্তব বন্টনের ভিত্তিতে নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি আদমশুমারির পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সংসদীয় এলাকার সীমানা নতুন করে নির্ধারণ করার বিধান রয়েছে।

নির্বাচনী পরিবেশ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা: নির্বাচনী পরিবেশ ও নিরাপত্তা নির্বাচন-পূর্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেখানে সরকার, রাজনৈতিক দল, প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ বিবিধ অংশীজনের সম্পৃক্ততা রয়েছে। তবে নির্বাচনী পরিবেশ নিশ্চিতের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট এবং আলাদা কোনো আইন নেই। বিশেষকরে, তফসিল ঘোষণার আগে নির্বাচনী পরিবেশ নিশ্চিতে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব ও করণীয় সুনির্দিষ্ট করা হয়নি এবং এ বিষয়ে আইনি নির্দেশনা পরিষ্কার নয়।[১৮] প্রাক-নির্বাচনী সময়ে পরিবেশ তৈরির দায়িত্ব সরকার এবং রাজনৈতিক দলগুলোর হলেও সরকারের দায়িত্বই বেশি। নির্বাচন কমিশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী শরিক হিসেবে সরকার নির্বাচনী পরিবেশ বিষয়ে কমিশনের যেকোনো উদ্বেগ নিয়ে কমিশনের সঙ্গে আলোচনা করতে পারে।

নির্বাচনী পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা যা নির্বাচনী শাসনব্যবস্থার (Electoral Governance) একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। উল্লেখ্য, নির্বাচনী শাসনব্যবস্থা বলতে গণতান্ত্রিক দেশে একটি নির্বাচন হতে পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত সময়সীমা বোঝায়। নির্বাচনী শাসনব্যবস্থায় সাধারণত তিনটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান জড়িত থাকে যেগুলো হলো জাতীয় সংসদ, নির্বাচন কমিশন ও বিচার বিভাগ। সংসদ প্রয়োজনীয় আইন পরিবর্তন ও সংশোধন করে এবং এর সময়কালের পরিধি সাধারণত নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা পর্যন্ত থাকে। নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা ও আইন প্রয়োগের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটে বিচারব্যবস্থার মাধ্যমে। তবে বিচার ব্যবস্থাপনা নির্বাচনী শাসনব্যবস্থার পরিধির মধ্যেও সক্রিয় থাকে।[১৯,২০]

---

[১৪] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১১৯ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত করার কাজ তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রপতি ও সংসদ সদস্যদের নির্বাচন পরিচালনা, নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ ও এসব নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা।

[১৫] ভোটার তালিকা আইন ২০০৯, ধারা ১১।

[১৬] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১১৯।

[১৭] জাতীয় সংসদের নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ আইন, ২০২১, বিস্তারিত দেখুন- http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1379/section-50461.html, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৫ ডিসেম্বর ২০২৩।

[১৮]তফসিলের আগে ভোটের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করতে থাকবো: সিইসি, প্রথম আলো, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/bangladesh/abspyg2qx8, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৫ মার্চ ২০২৪

[১৯] ব্রিগেডিয়ার (অব.) ড. সাখাওয়াত হোসেন, সফল নির্বাচনের জন্য যা প্রয়োজন, প্রথম আলো, ২৩ অক্টোবর ২০১৮, বিস্তারিত দেখুন- https://bitly.cx/Es0L, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩১ জানুয়ারি ২০২৪

[২০] ৫২ বছরে নির্বাচনী ব্যবস্থার কী পরিবর্তন হলো?, ডেইলি স্টার বাংলা, ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন: https://bangla.thedailystar.net/opinion/views/news-546681, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩১ জানুয়ারি ২০২৪

সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনে নির্বাচনের সঙ্গে জড়িত সকল অংশীজনের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হয়। নির্বাচনী ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত অংশীজন, বিশেষ করে সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব পরবর্তী নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি করাসহ নির্বাচন কমিশনকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করা। এছাড়া, নির্বাচনী পরিবেশ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা, স্বাভাবিক রাজনৈতিক পরিবেশ বিরাজমান রাখা, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রতি হয়রানিমূলক আচরণ না করা, বাক, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা ও চর্চা নিশ্চিত করা, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সমুন্নত রাখা, অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের নিশ্চয়তা দেওয়া, সবার জন্য গ্রহণযোগ্য নির্বাচনকালীন সরকার নিশ্চিত করা বা সবার ঐকমত্যের ভিত্তিতে নির্বাচনকালীন সরকার গঠন করা, প্রশাসনের পক্ষ থেকে সবার সঙ্গে সমান আচরণ নিশ্চিত করা, নির্বাচনে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মতো আস্থা অর্জন করা, প্রতিপক্ষকে সংবাদমাধ্যমে সমান সুযোগ প্রদান ইত্যাদি।[২১]

এই পর্যায়ে ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে নির্বাচনের আগে সংসদ ভেঙে দেওয়া, নির্বাচনকালীন সরকার গঠন, সরকারের সাফল্য ও ক্ষেত্রবিশেষে বিরোধী দলের ব্যর্থতা প্রচার, এবং রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী জনসংযোগ, নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি গ্রহণ, প্রার্থী যাচাই-বাছাইয়ের প্রস্তুতি, নির্বাচনী বিভিন্ন বিষয়ে নির্বাচন কমিশন ও ক্ষমতাসীন সরকারের কাছে দাবি উত্থাপন ইত্যাদি নির্বাচনী কার্যক্রম শুরু করে। অন্যদিকে, নির্বাচনে সবগুলো দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে কোনো আচরণবিধির ব্যত্যয় হলে তা লক্ষ্য রাখা ইত্যাদি নির্বাচন কমিশনের নির্বাচন-পূর্ব কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা: আইন অনুযায়ী নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন, মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ের শেষ দিন, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন, প্রতীক বরাদ্দ এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন ঘোষণা করবে।[২২]

মনোনয়নের জন্য নির্বাচন কমিশনে আবেদনপত্র গ্রহণ: তফসিল ঘোষণার পর আইন অনুযায়ী মনোনয়নের জন্য নির্বাচন কমিশন দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত রিটার্নিং কর্মকর্তা প্রার্থীদের কাছ থেকে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে আবেদনপত্র গ্রহণের নোটিশ প্রদান করবেন। নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে অংশগ্রহণের পূর্বশর্ত হিসেবে অবশ্যই ভোটার হওয়া এবং আবেদনপত্রের সাথে বাধ্যতামূলকভাবে হলফনামায় আট ধরনের তথ্য প্রদান করতে হয়। এই আট ধরনের তথ্যের মধ্যে রয়েছে (১) শিক্ষাগত যোগ্যতা, (২) বর্তমানে প্রার্থীর বিরুদ্ধে রুজুকৃত ফৌজদারি অপরাধের তালিকা, (৩) অতীতের ফৌজদারি মামলার তালিকা ও ফলাফল, (৪) প্রার্থীর পেশা, (৫) প্রার্থীর আয়ের উৎস (সমূহ), (৬) অতীতে সংসদ সদস্য হয়ে থাকলে জনগণের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণে তার ভূমিকা, (৭) প্রার্থী ও তার ওপর নির্ভরশীলদের সম্পদ ও দায়-দেনার বর্ণনা, এবং (৮) ব্যাংক বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যক্তিগত বা যৌথভাবে এবং এমন কোম্পানি থেকে নেওয়া ঋণের পরিমাণ ও বর্ণনা যে কোম্পানির তিনি সভাপতি, বা নির্বাহী পরিচালক বা পরিচালক।[২৩] আইন অনুযায়ী বর্তমানে একজন প্রার্থীর সর্বোচ্চ তিনটি আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ রয়েছে।[২৪]

আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই ও মনোনয়ন চূড়ান্তকরণ: আইন অনুসারে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা-অযোগ্যতা নির্ধারণের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তার।[২৫] তিনি নিজস্ব তদন্ত বা কোনো আপত্তি অনুযায়ী যেকোনো প্রার্থীর আবেদন বাতিল করতে পারেন এবং আবেদনপত্রে অনুল্লেখ্য কোনো খুঁত, যা পরে সংশোধন করা যায়, থাকলে তা গ্রহণ করতে পারেন।[২৬] যাচাই-বাছাইয়ের পর রিটার্নিং কর্মকর্তার পাঠানো তালিকা নির্বাচন কমিশনের কাছে গ্রহণযোগ্য হলে তিনি তা প্রকাশ করবেন। তবে কোনো আপিল থাকলে আপিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তা পরিবর্তন করবেন। স্বতন্ত্র প্রার্থী ছাড়া অন্যান্য প্রত্যেক প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল থেকে মনোনয়ন নিতে হবে এবং রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে জানাতে হবে। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পরের দিন রিটার্নিং কর্মকর্তা চূড়ান্ত

[২১] প্রাগুপ্ত

[২২] গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২, ধারা ১১। বিস্তারিত দেখুন: http://www.ecs.gov.bd/files/y5uF4BDtpvGHIZGzPTgBJOWqyu9u28vh7XjZyF8q.pdf, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৫ ডিসেম্বর ২০২৩

[২৩] গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২, ধারা ১২ (৩খ)।

[২৪] গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২, ধারা ১৩ (ক)।

[২৫] গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২, ধারা ১২।

[২৬] গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২, ধারা ১৪।

তালিকা প্রকাশ করবেন। উল্লেখ্য, মনোনয়নের ক্ষেত্রে প্রতিটি আসন থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর স্থানীয় কমিটির মনোনয়নকৃত প্রার্থীদের মধ্য থেকে মনোনয়ন দান বাধ্যতামূলক নয়।

২.২. নির্বাচনকালীন সময়

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচনকালীন সময় বলতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কর্তৃক তফসিল ঘোষণা থেকে নির্বাচনী ফলের গেজেট হওয়া পর্যন্ত সময়কে বুঝানো হয়েছে। তবে এ গবেষণায় নির্বাচনকালীন সময়ের আওতায় নির্বাচন ব্যবস্থাপনা, নির্বাচনী পরিবেশ ও নিরাপত্তা, দল ও প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণা, নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং ভোট গণনা ও ফলাফল প্রকাশ পর্যন্ত কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা ২০০৮ অনুযায়ী নির্বাচনের প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম, যেমন ব্যালট, ব্যালট বাক্স, অন্যান্য লজিস্টিকস সরবরাহ, নির্বাচন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি নির্বাচনকালীন সময়ের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

নির্বাচন ব্যবস্থাপনা: জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট কেন্দ্র স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা নীতিমালা (২০২৩) অনুসারে অবাধ, সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে উপযুক্ত স্থানে ভোট কেন্দ্র স্থাপনসহ এর সঠিক ব্যবস্থাপনার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।[২৭] বিশেষকরে, নির্বাচনী এলাকা, ভোটকেন্দ্রের তালিকা চূড়ান্তকরণ, কেন্দ্র স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা (কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ বা প্রার্থীর বাড়ি সংলগ্ন হলে কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ), ভোট গ্রহণকারী কর্মকর্তাদের প্যানেল প্রস্তুত, পোস্টাল ব্যালটে ভোটদান, নির্বাচনী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়িত্ব প্রদান ও বদলী, নির্বাচন কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের সম্মানী ভাতা প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, যা সার্বিকভাবে নির্বাচন ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।[২৮]

নির্বাচনী পরিবেশ ও নিরাপত্তা: নির্বাচনকালীন সময় রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা (২০০৮), স্বতন্ত্র প্রার্থী বিধিমালা (২০১১) এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশসহ রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের নির্বাচন সংক্রান্ত বিবিধ আইন, নীতি ও বিধিমালা মেনে চলতে হয়। নির্বাচনকালীন সহিংসতা বন্ধ, নির্বাচনের সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি, নির্বাচনের সাথে সম্পৃক্ত সকল অংশীজনের নিরাপত্তা নিশ্চিতসহ নিরপেক্ষ, সম-প্রতিযোগিতামূলক, অংশগ্রহণমূলক এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন আয়োজনে সংশ্লিষ্ট আইনের প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ। সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধির প্রয়োগ নিশ্চিতে নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজন নিয়োজিত থাকে। আইন অমান্য করলে প্রার্থী, ব্যক্তি, দল এবং নির্বাচন আয়োজনের জড়িতদের বিরুদ্ধে সাজার বিধান রয়েছে।

দল ও প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণা: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (১৯৭২), অনুযায়ী কোনো একজন প্রার্থীর নির্বাচনের ব্যবস্থা, পরিচালনা অথবা তার সুবিধার জন্য কিংবা নির্বাচনের সাথে জড়িত অথবা প্রাসঙ্গিক কাজের জন্য ব্যয়িত যে কোনো খরচ অথবা দান, ঋণ, অগ্রিম, আমানত হিসাবে কিংবা ভিন্ন নামে প্রদত্ত অর্থ দ্বারা পরিশোধিত খরচই নির্বাচনী ব্যয়।[২৯] কোনো প্রার্থীর পক্ষ থেকে যে কোনো নির্বাচনী ব্যয়ও ঐ প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয় হিসেবে গণ্য হবে। এই ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক প্রার্থীকে মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার সময় নির্বাচনী খরচ মেটানোর জন্য অর্থের সম্ভাব্য উৎসগুলোর একটি বিবরণ নির্ধারিত ফরমে রিটার্নিং অফিসারের কাছে দাখিল করতে হবে। এর মধ্যে আত্মীয়-স্বজন বা অন্য যে কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে ঋণ বা চাঁদা হিসাবে প্রাপ্ত টাকার প্রাপ্তি স্বীকার করতে হবে। এর সাথে প্রার্থীর সম্পদ, দায়-দেনা, বার্ষিক আয় ও ব্যয়, এবং আয়কর রিটার্ন এর কাগজপত্র নির্ধারিত ফরমে জমা দিতে হবে।[৩০] আইন অনুযায়ী নির্ধারিত পরিমাণ ছাড়া প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয় মেটানোর জন্য কোনো ব্যক্তি ঐ প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্ট ছাড়া অন্য কাউকে কোনো অর্থ প্রদান করতে পারবেন না, এবং প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্ট ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি উক্ত প্রার্থীর কোনো নির্বাচনী খরচ করতে পারবেন না,[৩১] এবং একজন প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয় ২৫ লক্ষ টাকার বেশি হতে পারবে না।[৩২]

---

[২৭] জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট কেন্দ্র স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা, নির্বাচন কমিশন ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- http://www.ecs.gov.bd/files/vUlj9c59SjMsKAGe6xU8ifwRrCjLN2h9yGLa0ujs.pdf, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩১ মার্চ ২০২৪

[২৮] নির্বাচন কমিশন ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://file-rajshahi.portal.gov.bd/media/f08979b9-2822-42a7-8070-20d65f8e7f62/uploaded-files/-%E0%A7%A9.pdf, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩০ মার্চ ২০২৪

[২৯] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২, ধারা ৪৪ক।

[৩০] গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২, ধারা ৪৪কক।

[৩১] গণপ্রতিনিধিত্বআদেশ, ১৯৭২, ধারা ৪৪খ (১)।

[৩২] গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২, ধারা ৪৪খ (২)।

আইন অনুযায়ী নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম রোধ ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে 'নির্বাচন তদন্ত কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠন করতে হবে[৩৩] এবং অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিতে নির্বাচন কমিশনকে একটি আচরণবিধি প্রণয়ন করতে হবে।[৩৪] সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিতের উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন ১৯৯৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিদের অনুসরণের জন্য একটি আচরণ বিধিমালা[৩৫] প্রণয়ন করে। ২০০৮ সালে নবম সংসদ নির্বাচনের আগে এই বিধিমালা সংশোধন করে 'সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা (২০০৮) নামে প্রণয়ন করা হয়[৩৬] (২০১৩ সালের ২৪ নভেম্বর সংশোধিত)। এই বিধিমালায় নির্বাচনী প্রচারণায় নিষিদ্ধ কাজের তালিকা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

এই আচরণ বিধিমালা অনুযায়ী উল্লেখযোগ্য বিধি-নিষেধগুলো হচ্ছে:[৩৭]

- ভোট গ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিনের তিন সপ্তাহ সময়ের আগে কোনো প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করা যাবে না।
- কোনো প্রার্থী কিংবা তার পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার কোনো প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনো প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান বা এর অঙ্গীকার করা যাবে না, বা সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় কোনো প্রকার উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের অঙ্গীকার করা যাবে না।
- সরকারি ডাক বাংলো, রেস্ট হাউস ও সার্কিট হাউস বা কোনো সরকারি কার্যালয়কে কোনো দল বা প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে প্রচারের স্থান হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।
- জনগণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করে কোনো সড়কে জনসভা করা যাবে না।
- দালান, দেওয়াল, গাছ, বেড়া, বিদ্যুৎ ও টেলিফোনের খুঁটি বা অন্য কোনো দণ্ডায়মান বস্তুতে এবং কোনো সরকারি স্থাপনা ও কোনো ধরনের যানবাহনে পোস্টার, লিফলেট ও হ্যান্ডবিল ইত্যাদি লাগানো যাবে না।
- নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহৃতব্য পোস্টার দেশি কাগজে সাদা-কালো রঙের হতে হবে এবং তার আয়তন ২৩´´X ১৮´´এর বেশি হতে পারবে না। পোস্টারে প্রতীক ও প্রার্থী এবং মনোনয়নকারী দলের প্রধানের ছবি ছাড়া অন্য কারও ছবি বা প্রতীক ছাপাতে পারবে না। প্রার্থীর ছবি সাধারণ ভঙ্গিমার হতে হবে।
- দেওয়াল বা যেকোনো স্থাপনায় লেখা বা আঁকার মাধ্যমে কোনো প্রচারণা চালানো যাবে না।
- নির্বাচনী প্রতীকের সাইজ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতায় কোনোভাবেই তিন মিটারের বেশি হতে পারবে না।
- কোনো প্রার্থীর পক্ষে ট্রাক, বাস, নৌ-যান, ট্রেন কিংবা অন্য কোনো যানবাহন মিছিল কিংবা মশাল মিছিল করা যাবে না। নির্বাচনী প্রচারে কোনো আকাশযান ব্যবহার করা যাবে না।
- মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় কোনো শো-ডাউন করা যাবে না।
- কোনো গেট বা তোরণ নির্মাণ করা যাবে না।
- বিদ্যুতের সাহায্যে কোনো আলোকসজ্জা করা যাবে না।
- প্রচারণামূলক কোনো শার্ট, জ্যাকেট, ফতুয়া ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে না।
- কোনো ধর্মীয় উপাসনালয়ে নির্বাচনী প্রচারণা চালানো যাবে না।
- নির্বাচনী প্রচারণায় কোনো জীবন্ত প্রাণী ব্যবহার করা যাবে না।
- নির্বাচনী ব্যয়সীমা কোনোভাবেই অতিক্রম করা যাবে না। উল্লেখ্য, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ অনুযায়ী এই ব্যয়সীমা একটি আসনে ভোটার-প্রতি দশ টাকা ধরে একজন প্রার্থীর জন্য একটি আসনে সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা।

নির্বাচন-পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন করলে অনধিক ছয় মাসের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় শাস্তির বিধান রয়েছে। নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে শাস্তি অনধিক ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড। নির্ধারিত ফরমে উল্লিখিত উৎস ছাড়া অন্য কোনো উৎস থেকে নির্বাচনী ব্যয় করলে জরিমানাসহ দুই থেকে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান

[৩৩] গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২, ধারা ৯১ক।
[৩৪] গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২, ধারা ৯১খ (১)।
[৩৫] এসআরও নং ৬০ আইন/৯৬। পরবর্তীতে এসআরও নং ২২৪ আইন/২০০১ দ্বারা ২০ আগস্ট ২০০১ তারিখে সংশোধিত।
[৩৬] ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮; এসআরও নং ২৬৯ আইন/২০০৮।
[৩৭] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮, বিধি ৩-১৪।

রয়েছে।[৩৮] নির্বাচনী এজেন্ট ছাড়া অন্য কারও প্রার্থীর পক্ষে ব্যয় করা, নিষিদ্ধ কাজে ব্যয় করা, ব্যয়ের হিসাব জমা না দেওয়া, কোনো বিশেষ গোষ্ঠীকে ভোটদানে বিরত রাখা, কোনো ভোটারকে ভোট দিতে যাওয়ার জন্য যান-বাহন ভাড়া করা ইত্যাদি কাজের জন্যও শাস্তিও একই।[৩৯] এছাড়াও হাইকোর্ট কোনো নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল করতে পারেন যদি নির্বাচিত প্রার্থীর মনোনয়ন অবৈধ থাকে, মনোনয়নের দিনে সদস্য হওয়ার যোগ্যতা না থাকে, দুর্নীতিমূলক বা অবৈধ কাজের দ্বারা নির্বাচনী ফলাফল হাসিল করা হয়, এবং অনুমোদিত অর্থের বেশি অর্থ ব্যয় করে থাকেন বলে প্রমাণিত হয়।[৪০]

নির্বাচন অনুষ্ঠান: জাতীয় নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা (১৯৭২) রহিত করে ২০০৮ সালে নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা (২০০৮) (The Conduct of Election Rules, 2008) প্রণয়ন করা হয়, এবং সর্বশেষ ২০২৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর সংশোধন করা হয়।[৪১] এই বিধিমালা নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যক্রম ব্যাখ্যা ও এই সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ও সহায়ক ফরম সরবরাহ করে। এই বিধিমালার উল্লেখযোগ্য আলোচ্য বিষয় হচ্ছে জামানত, মনোনয়ন বাতিলের বিরুদ্ধে আবেদন প্রক্রিয়া, বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীদের তালিকা, প্রতীক, ব্যালট পেপার চিহ্নিত করার পদ্ধতি, বিভিন্ন ধরনের ভোট প্রক্রিয়া, ফলাফল গণনার প্রক্রিয়া ও ফলাফল একত্রীকরণ, নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব দাখিলের ফরম, হলফনামা, নির্বাচনী পিটিশন দাখিলের সময় ও প্রক্রিয়া ইত্যাদি।

নির্বাচন পর্যবেক্ষণ: নির্বাচনকালীন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ। সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য অপরিহার্যতা বিবেচনায় গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (১৯৭২)। এর ৯১সি বিধি অনুসারে নির্বাচন কমিশন স্থানীয় পর্যবেক্ষক নিয়োগের জন্য স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের জন্য নীতিমালা (২০১৭), এবং বিদেশি পর্যবেক্ষকদের জন্য নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নির্দেশিকা (২০১৮) [Guidelines for Election Observation (for International Observers)] প্রণয়ন করে। দুটি নীতিমালাতে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের সংজ্ঞা, আওতা, পর্যবেক্ষক হিসেবে নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধনের যোগ্যতা ও প্রক্রিয়া, পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব, আচরণ, করণীয়, কর্মপদ্ধতি ও নিবন্ধন বাতিলের কারণ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। পর্যবেক্ষক হিসেবে নিবন্ধনের অন্যতম শর্ত হচ্ছে কোনো রাজনৈতিক দল বা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো প্রার্থীর সাথে ব্যক্তিগত স্বার্থ-সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারবে না, এবং কোনো রাজনৈতিক দল বা তার কোনো অঙ্গ-সংগঠনের সাথে কোনোভাবে যুক্ত কেউ নির্বাচন পর্যবেক্ষক হতে পারবে না।[৪২]

ভোট গণনা ও ফলাফল প্রকাশ: নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা (২০০৮) অনুযায়ী বিভিন্ন কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট প্রিজাইডিং কর্মকর্তা ভোট গণনা করবেন এবং তার বিবরণী তৈরি করবেন।[৪৩] তারপর সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তা সব প্রিজাইডিং কর্মকর্তা দ্বারা পাঠানো ভোট গণনার ফলাফল একসাথে করবেন, যা ভোট গণনার একীভূত বিবরণী বলে উল্লেখ করা হবে।[৪৪] এরপর রিটার্নিং কর্মকর্তা সবচেয়ে বেশি ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীকে একটি গণ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিজয়ী ঘোষণা করবেন, যে বিজ্ঞপ্তিতে প্রত্যেক প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা উল্লেখ থাকবে। রিটার্নিং কর্মকর্তা একই বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি নির্বাচন কমিশনে পাঠাবেন, এবং নির্বাচন কমিশন বিজয়ী প্রার্থীর নাম গেজেটের মাধ্যমে প্রকাশ করবে।[৪৫]

২.৩ নির্বাচন-পরবর্তী সময়

নির্বাচনের পরবর্তী একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরাজিত প্রার্থী ও তাদের নেতা-কর্মী এবং সাধারণ জনগণ, বিশেষ করে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, যেহেতু গত জাতীয় নির্বাচনগুলো অনুষ্ঠানের পর দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ ও হামলাসহ

[৩৮] গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২, ধারা ৭৩।
[৩৯] গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২, ধারা ৭৩ ও ৭৪।
[৪০] গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২, ধারা ৬৩।
[৪১] ২৩ অক্টোবর ২০০৮; এসআরও নং ২৮৬ আইন/২০০৮।
[৪২] বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের জন্য নীতিমালা ২০১৭, নীতি ৮.৭ ও ৮.৮।
[৪৩] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা ২০০৮, বিধি ২৩, ২৪।
[৪৪] প্রাগুক্ত, বিধি ২৬।
[৪৫] গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২, ধারা ৩৯।

একই ধরনের নিরাপত্তা ব্যাহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে।[৪৬] নির্বাচন-পরবর্তী নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব প্রধানত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও প্রশাসনের।

প্রার্থী ও দলের নির্বাচনী ব্যয়ের প্রতিবেদন দাখিল: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ অনুযায়ী প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় সংক্রান্ত হিসাবের সকল রশিদ এবং বিলসহ প্রতিদিন অর্থ পরিশোধের একটি বিবরণী নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থীর নাম গেজেট আকারে প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের কাছে নির্ধারিত ফরমে দাখিল করতে হয়।[৪৭] আইন অনুযায়ী পেশকৃত বিবরণী, ব্যয়ের রিটার্ন এবং দলিল রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে বা অন্য কোনো স্থানে রাখতে হবে, যা একশ' টাকা হারে ফি প্রদানসাপেক্ষে জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকবে, এবং যেকোনো ব্যক্তিকে দরখাস্তে আবেদন এবং নির্ধারিত ফি প্রদানের সাপেক্ষে সরবরাহ করতে হবে।[৪৮] এছাড়া, প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন সংক্রান্ত সকল তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশের মাধ্যমে জনগণের জন্য উন্মুক্ত করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের।[৪৯]

নির্বাচনী অভিযোগ ও নিষ্পত্তি: আইন অনুযায়ী একজন দলীয় বা নির্দলীয় ভোটার কোনো অনিয়মের কারণে সংক্ষুব্ধ হলে আইনি প্রতিকার চাওয়ার সুয়োগ রয়েছে। ভোটের দিনের যেকোনো দুর্নীতি,অনিয়ম বা অপরাধ সংঘটনের ৬ মাস বা ১৮০ দিনের মধ্যে আইনি প্রতিকার চাইতে হবে। অভিযোগ প্রদান এবং তদন্তের ফলাফলের ভিত্তিতে শাস্তি যেমন প্রার্থিতা এবং সংসদ সদস্যপদ বাতিলসহ কারাদণ্ড ও জরিমানার বিধান রয়েছে।[৫০]

২.৪. উপসংহার

এ অধ্যায়ের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে সংসদ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার তিনটি ধাপ বিভিন্ন আইন এবং বিধিবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত। তবে ক্ষেত্রবিশেষে, বিশেষকরে, নির্বাচনের পরিবেশ তৈরির বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইন না থাকার কারণে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল, সরকার ও নির্বাচন কমিশনের সদিচ্ছা ও কর্মতৎপরতার ওপর নির্বাচনী পরিবেশ সবার জন্য সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরিসহ এ প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্ভর করে।

[৪৬] টিআইবি, ২০১৯, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা, বিস্তারিত দেখুন- https://www.ti-bangladesh.org/articles/nis-and-sdg-tracking/5750, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৫ এপ্রিল ২০২৪
[৪৭] গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২, ধারা ৪৪গ।
[৪৮] গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২, ধারা ৪৪এএ।
[৪৯] গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২, ধারা ৪৪ঘ (৩)।
[৫০] গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২, ধারা ৭৩।

অধ্যায় তিন: প্রাক-নির্বাচনী সময়

প্রাক-নির্বাচনী সময়ে নির্বাচন কমিশন আইনের আওতায় বিবিধ কার্যক্রম সম্পাদন করে। এ অধ্যায়ে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক-নির্বাচনী সময়ের কার্যক্রমের ওপর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা হয়েছে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ভোটার তালিকা হালনাগাদ, সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাস, নির্বাচনী পরিবেশ নিশ্চিত করা, নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা, মনোনয়নের জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ, মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই ও মনোনয়ন চূড়ান্ত করা। এছাড়া, প্রাক-নির্বাচনী সময়ের আওতায় অন্যান্য অংশীজন যেমন ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী রাজনৈতিক দল ভূমিকা, বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা, নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের অবস্থান ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৯১ পরবর্তী প্রাক-নির্বাচনী সময় বিবিধ অংশীজনের কার্যক্রম পর্যালোচনায় তাদের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব।

৩.১. ১৯৯১-পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রাজনৈতিক প্রেক্ষিত

বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা নিয়ে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো পূর্বের জাতীয় নির্বাচনগুলোতে পরস্পর বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে। যেমন ১৯৯৬ সালে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন আয়োজনে বিএনপির অবস্থান, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে আওয়ামী লীগের আন্দোলন, এবং ২০১১ সালে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কিত ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল, নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে বিএনপির আন্দোলন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। নির্বাচনী ব্যবস্থা নিয়ে এমন পরস্পর বিরোধী অবস্থানের কারণে জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে নির্বাচনী ব্যবস্থা নিয়ে আন্দোলন, হরতাল, নির্বাচন বর্জনসহ সঙ্কটপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হয়। এমন প্রেক্ষাপটে, জাতীয় নির্বাচনে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর অংশগ্রহণ নিশ্চিতে নির্বাচন কমিশন ও ক্ষমতাসীন দল নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার এবং সংলাপসহ বিবিধ কার্যক্রম সম্পাদন করে। ১৯৯১-পরবর্তী সময়ে নির্বাচন পদ্ধতির বিভিন্ন সংস্কার সত্ত্বেও রাজনৈতিক বিরোধ আরও গভীর হয়েছে যা দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের সময়েও বিদ্যমান রয়েছে। এক্ষেত্রে, দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের ঘটনা প্রবাহ বিশ্লেষণে ১৯৯১-পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রাজনৈতিক প্রেক্ষিত এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ যা সংক্ষেপে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ১: নির্বাচনী ব্যবস্থা নিয়ে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান এবং স্ববিরোধিতা

সাল	প্রধান রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ
১৯৯৬	তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে আওয়ামী লীগের আন্দোলন; বিরোধিতা সত্ত্বেও ষষ্ঠ জাতীয় নির্বাচন আয়োজন; ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বিএনপি সরকার কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত; সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান করে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন
২০০১	দলীয় অনুগত বিচারপতিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে পেতে বিচারপতিদের চাকরির বয়স সীমা বৃদ্ধি করে বিএনপি সরকারের সংবিধান সংশোধন;[৫১] এর বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের আন্দোলন; ২০০৬ সালে রাজনৈতিক সঙ্কট, ভোটার তালিকা নিয়ে প্রশ্ন
২০০৭-২০০৮	রাজনৈতিক সংকটের মধ্যেই রাষ্ট্রপতির তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ; সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুই বছর ক্ষমতায় থাকা; নির্বাচন পদ্ধতি সংস্কার, ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুত; রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে নির্বাচন কমিশনের সংলাপ, সকল দলের অংশগ্রহণে ২০০৮ সালে নির্বাচন
২০১১	তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন; সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক পদ্ধতিটি বাতিলের উদ্যেগ গ্রহণ; তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা সম্পর্কিত ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল; সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ৯০ দিনের মধ্যে এবং সংসদ বহাল রেখে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান; বিএনপিসহ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর বিরোধিতা [৫২,৫৩]

[৫১] তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কিভাবে 'বিতর্কিত' হয়েছিল, বিবিসি, ১১ জানুয়ারি ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.bbc.com/bengali/articles/cw8gn75v9x1o, সর্বশেষ প্রবেশ: ০৫ জানুয়ারি ২০২৪

[৫২] রাজনৈতিক ঐক্যমত্য ছাড়াই তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা বাতিল, প্রথম আলো, ০৮ অক্টোবর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/bangladesh/fugwlcur2t, সর্বশেষ প্রবেশ: ০৫ জানুয়ারি ২০২৪

সারণি ২: নির্বাচনী ব্যবস্থা নিয়ে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান এবং নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা

সাল	বিএনপি	আওয়ামী লীগ	নির্বাচন কমিশন
২০১৪	নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন; দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে না যাওয়ার ঘোষণা; নির্বাচন বর্জন; হরতাল-অবরোধ-সহিংসতা[৫৪]	সরকার প্রধানের নেতৃত্বে নির্বাচনকালীন সরকার গঠন ও বিরোধী দল ছাড়াই দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন; ১৫৩টি আসনে বিনাভোটে জয়লাভ	সংলাপের আয়োজন না করা; ক্ষমতাসীন দলের সহায়ক অবস্থান গ্রহণ; হরতাল-অবরোধ-সহিংসতার মধ্যে নির্বাচন আয়োজন; অংশগ্রহণমূলক এবং প্রতিযোগিতাপূর্ণ নির্বাচন আয়োজনে ব্যর্থতা; নির্বাচনে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকা
২০১৮	দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ- ৬টি আসন প্রাপ্তি; নির্বাচন কমিশনের ওপর অনাস্থা; কমিশনের অধীনে কোনো নির্বাচনে না যাওয়ার ঘোষণা	সংবিধান মেনে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের সিদ্ধান্তে অনড় অবস্থান; নির্বাচনে জয়লাভ ও সরকার গঠন [৫৫]	সংলাপ আয়োজন ও বিরোধীদলগুলোকে নির্বাচনে আনা; ইভিএম ব্যবহারে আরপিও সংশোধন এবং বিতর্ক; নির্বাচনে সব দলের সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র নিশ্চিত করতে না পারা; অনিয়ম, কারচুপি ও রাতে ভোট গ্রহণের অভিযোগ [৫৬]
২০২৪	সরকারের পদত্যাগ, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনসহ নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি মানলে তবেই আলোচনা ও নির্বাচনে অংশগ্রহণের অবস্থান	রাজনৈতিক বিরোধীদের সাথে সংলাপ ও সমঝোতা না করা; দলীয় সরকারের অধীনেই নির্বাচন আয়োজনে অনড় অবস্থান; মনোনীত প্রার্থীর পাশাপাশি দলীয় ব্যক্তিদের স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করানো	বিরোধী দলগুলোর সাথে কোনো এজেন্ডা ছাড়া সংলাপ আয়োজন- বিএনপিসহ ১৮টি দলের প্রত্যাখ্যান; নির্বাচনকালীন সরকারের নিরপেক্ষ ও স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত ভূমিকা নিশ্চিতে সম্ভাব্য আইন সংস্কারের প্রস্তাব প্রদান না করাসহ বিরোধীদের নির্বাচনে আনতে কমিশনের কিছু করার নেই বলে সরকার সহায়ক অবস্থান গ্রহণ।

উৎস: বিভিন্ন উৎস থেকে গৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত

নির্বাচন নিয়ে প্রধান দুই দলের বিপরীতমুখী অবস্থানের মধ্যেই ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ নির্বাচন কমিশন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করে। এই রোডম্যাপে ১৪টি বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় যেগুলো হলো:- রাজনৈতিক দলগুলোর সরকার ও নির্বাচন কমিশনের প্রতি আস্থা সৃষ্টি, পুলিশ ও প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন, ইভিএম-এর প্রতি আস্থা তৈরি, অর্থ ও পেশীশক্তির নিয়ন্ত্রণ, আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা, সকল রাজনৈতিক দল কর্তৃক নির্বাচনী আচরণবিধি অনুসরণ, নিয়মতান্ত্রিক নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে বিপক্ষ/প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/সমর্থক/পুলিশ প্রশাসন কর্তৃক কোনো রকমের বাধার সম্মুখীন না হওয়া, জালভোট/ভোটকেন্দ্র দখল/ব্যালট ছিনতাই রোধ, প্রার্থী/এজেন্ট ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে অবাধ আগমন, পছন্দ অনুযায়ী

---

[৫৩] তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল ঘোষণা, বিবিসি, ১০ মে ২০১১, বিস্তারিত দেখুন- https://www.bbc.com/bengali/news/2011/05/110510_sacaretaker, সর্বশেষ প্রবেশ: ০৫ জানুয়ারি ২০২৪

[৫৪] ৫ জানুয়ারি নির্বাচন: জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ-বিএনপি আলোচনা ভেস্তে যাওয়ার দায় কার ছিল, বিবিসি, ৫ জানুয়ারি ২০২২, বিস্তারিত দেখুন- https://www.bbc.com/bengali/news-59874837, সর্বশেষ প্রবেশ: ০৫ জানুয়ারি ২০২৪

[৫৫] সংসদ নির্বাচন ২০১৮: যেভাবে হয়েছিল ৩০ ডিসেম্বরের নির্বাচন, বিবিসি, ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯, বিস্তারিত দেখুন- https://www.bbc.com/bengali/news-50916704, সর্বশেষ প্রবেশ: ০৩ জানুয়ারি ২০২৪

[৫৬] বাংলাদেশে ৩০ ডিসেম্বরের নির্বাচন, ১৯৭ কেন্দ্রে শতভাগ, হাজারো কেন্দ্রে ৯৫-৯৭% ভোট, বিবিসি, ৪ জুলাই ২০১৯, বিস্তারিত দেখুন- https://www.bbc.com/bengali/news-48874651, সর্বশেষ প্রবেশ: ০৩ জানুয়ারি ২০২৪

প্রার্থীকে ভোট প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি, নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্তদের প্রশিক্ষণ প্রদান, পর্যাপ্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য নিয়োজিত করা, পর্যাপ্ত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োজিত করা ও নিরপেক্ষ দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষকদের নির্বাচন পর্যবেক্ষণের অনুমতি প্রদান।[৫৭]

৩.২. নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা

বাংলাদেশের সংবিধান জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতের কাজ তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব ইসির ওপর ন্যস্ত করেছে[৫৮]। এছাড়া, নির্বাচন কমিশনকে জনপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (১৯৭২) রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা (২০০৮), নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা (২০০৮), সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা (২০০৮) এবং সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি প্রয়োগসহ একটি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে দায়িত্ব এবং ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

৩.২.১ ভোটার তালিকা হালনাগাদ

২০২২ সালের ১৯ মে ভোটার তালিকা হালনাগাদের কাজ শুরু করে নির্বাচন কমিশন।[৫৯] মোট চার ধাপে এই কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়। ২০২৩ সালের ১ জানুয়ারিতে ১৮ বছর পূর্ণ হওয়া ব্যক্তি ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হন।[৬০] ভোটার তালিকায় ৭৯ লাখ ৮৩ হাজার নতুন ভোটার অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং ২২ লাখ ৯ হাজার মৃত ব্যক্তির নাম ভোটার তালিকা থেকে অপসারণ করা হয়। সর্বশেষ তালিকা অনুযায়ী সারা দেশে মোট ভোটার ১১ কোটি ৯৩ লাখ ৩৩ হাজার ১৫৭ জন।[৬১] নতুন তালিকা অনুযায়ী ২০১৮-২০২৪ সালের মধ্যে পাঁচ বছরে ১ কোটি ৫৪ লাখ ৫২ হাজার ৯৫৬ ভোটার বৃদ্ধি পেয়েছে।[৬২] বৃহৎ সংখ্যক বাদপড়া ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়া এবং সরকারি ও বেসরকারি সুবিধা গ্রহণে এনআইডি বাধ্যতামূলক হওয়ায় পরিচয়পত্রের জন্য নিবন্ধন ও ভোটারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, সার্বিকভাবে ভোটার তালিকা এবং ভোটার বৃদ্ধির হার নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।[৬৩,৬৪,৬৫]

বিশেষকরে, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে করা ভোটার তালিকা হালনাগাদের কাজে অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। স্বেচ্ছাসেবীর নামে ভোটার তালিকা হালনাগাদ ও সংশোধনের কাজ ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতাকর্মীদের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়েছে।[৬৬] ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালী নেতা ও কর্মী এবং দলীয় প্রতীক ও সমর্থনে সরকার মনোনীত স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিরা নিজেদের ইচ্ছামতো নতুন ভোটার অন্তর্ভুক্তি করানোসহ দলীয় পরিচয়কে প্রাধান্য দিয়ে ভোটার তালিকাভুক্তি করানোর অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া, অপ্রাপ্তবয়স্কদের স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা থেকে জন্মনিবন্ধনে বয়স বাড়িয়ে ভোটার তালিকায়

---

[৫৭] দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কর্মপরিকল্পনা, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, সেপ্টেম্বর ২০২২, বিস্তারিত দেখুন- http://www.ecs.gov.bd/files/q8ncNeyWyntrkGMQQcunOa2cpuMProRrFQcf3Qdk.pdf, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩ জানুয়ারি ২০২৪

[৫৮] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, বিস্তারিত দেখুন- http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-957/section-30555.html, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩ জানুয়ারি ২০২৪

[৫৯] কাল থেকে ভোটার তালিকা হালনাগাদ শুরু, প্রথম আলো, ১৯ মে ২০২২, বিস্তারিত দেখুন- https://shorturl.at/FeVvK, সর্বশেষ প্রবেশ: ১০ জানুয়ারি ২০২৪

[৬০] ১ জানুয়ারির পর বয়স ১৮ হলেও ভোট দেওয়া যাবে না, বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম, ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.banglanews24.com/election-comission/news/bd/1184020.details

[৬১] দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শুরু, প্রথম আলো, ০৭ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/politics/eqcoj14x95, সর্বশেষ প্রবেশ: ১০ জানুয়ারি ২০২৪

[৬২] নতুন ভোটার দেড়গুণ, প্রতিদিনের বাংলাদেশ, ১৩ জানুয়ারি ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://protidinerbangladesh.com/national/19166/%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AD%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A7%9C%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A3, সর্বশেষ প্রবেশ: ১০ জানুয়ারি ২০২৪

[৬৩] নতুন ভোটার দেড়গুণ, প্রতিদিনের বাংলাদেশ, ১৩ জানুয়ারি ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://t.ly/k8_mj, সর্বশেষ প্রবেশ: ১০ জানুয়ারি ২০২৪

[৬৪] হালনাগাদহীন ভোটার তালিকায় ভোটের হার নিয়ে বিতর্ক, দৈনিক বাংলা, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.dainikbangla.com.bd/wholebd/30396, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩১ মার্চ ২০২৪

[৬৫] খসড়া তালিকায় ভোটার বেড়েছে ৭ লাখ, কালের কণ্ঠ, ১৭ আগস্ট ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.kalerkantho.com/print-edition/2nd-rajdhani/2023/08/17/1308957, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩১ মার্চ ২০২৪

[৬৬] ভোটার তালিকা হালনাগাদে নয়-ছয় বন্ধ করতে হবে, দৈনিক ইনকিলাব, ০৬ অক্টোবর ২০২২- https://shorturl.at/vR7NM, সর্বশেষ প্রবেশ: ১০ জানুয়ারি ২০২৪

অন্তর্ভুক্ত করারও অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে, গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে ৪০ ভাগ রোহিঙ্গার (বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত বাংলাদেশে আসা) হাতে জাতীয় পরিচয়পত্র রয়েছে[৬৭,৬৮] যা সংখ্যায় ৪ লাখের অধিক।[৬৯,৭০]

২০১৪ সাল থেকে প্রতিবছর গড়ে ২৮ লাখ ভোটার বৃদ্ধি পায়। ২০১৮ সালে নির্বাচনের পূর্বেও একই হারে ভোটার বৃদ্ধি পেলেও ২০২৩ সালে দ্বিগুণ ভোটার বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে ভোটার বৃদ্ধির পরিমাণ ৫৮ লাখ ৬৪ হাজার ৪৩০ জন। নির্বাচন কমিশনের মতে ২০২৩ সালে ভোটার বৃদ্ধির হার ৫.১৮ শতাংশ যা একাদশ এবং দ্বাদশ নির্বাচন সময়কালে প্রতি বছর ভোটার বৃদ্ধির হারের প্রায় দ্বিগুণ। ফলে, নিয়মিত ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধির যে হার তা ২০২৩ সালে দ্বিগুণ বলে প্রতিয়মান হয়।

চিত্র ৪: সর্বশেষ বারোটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনভেদে ভোটার সংখ্যা

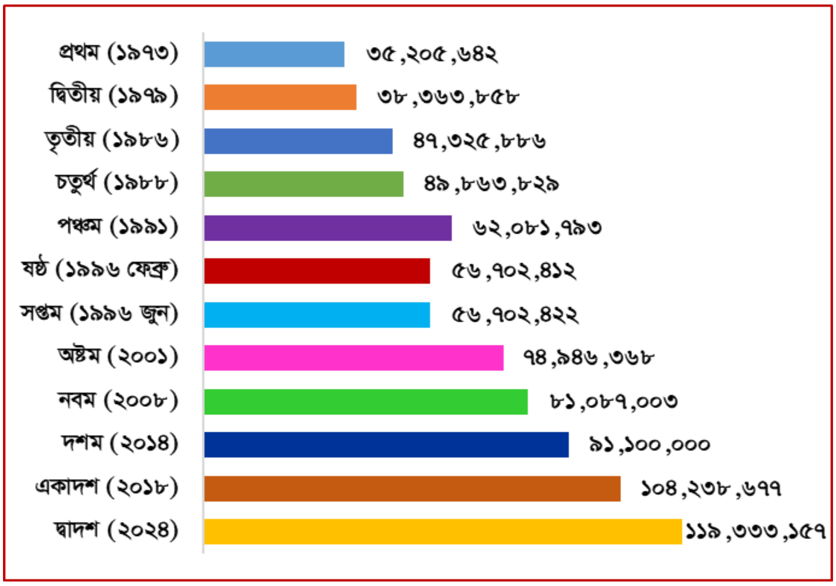

অন্যদিকে, সর্বশেষ জনশুমারি অনুসারে দেশের জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৫১ লাখ ৫৮ হাজার[৭১] হলেও জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের হিসাবে দেশের বর্তমান জনসংখ্যা ১৯ কোটির বেশি।[৭২] জনসংখ্যা নিয়ে দুইটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পরিসংখ্যানের মধ্যে প্রায় ২.৫ কোটির ব্যবধান রয়েছে। সার্বিকভাবে ডিজিটাল জন্মনিবন্ধন ও ভোটার আইডি প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমে রাজনৈতিক পক্ষপাতমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে ভোটার তালিকা প্রস্তুতের অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া, জাতীয় পরিচয় পত্র নিবন্ধন ও এসংক্রান্ত সেবা নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিতে জাতীয় সংসদে বিল আসে, যা ভোটার তালিকাসহ নির্বাচন নিয়ে সংকট বৃদ্ধি হতে পারে এই যুক্তিতে বিরোধী দলের সংসদ সদস্যরা এই বিল পাসের বিরোধিতা করেন।[৭৩]

[৬৭] সার্ভার হ্যাক করে জন্মনিবন্ধন, ৫০০ টাকা পেয়েছে রোহিঙ্গারাও, বাংলা ট্রিবিউন, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://t.ly/GJnFA, সর্বশেষ প্রবেশ: ১০ জানুয়ারি ২০২৪

[৬৮] স্মার্ট কার্ডের ভুল সংশোধন করবে ইসি, দ্যা বিজনেস স্ট্যানডার্ড, ০২ ডিসেম্বর ২০১৯, বিস্তারিত দেখুন- https://t.ly/sN7xb, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৯ ডিসেম্বর ২০২৩

[৬৯] রোহিঙ্গাদের হাতে এনআইডি ও পাসপোর্ট: দায় কার, বাংলা ট্রিবিউন, ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৯, বিস্তারিত দেখুন- https://t.ly/Cj5I5, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৯ ডিসেম্বর ২০২৩

[৭০] ৪০ ভাগ রোহিঙ্গার হাতে এনআইডি, দেশ রূপান্তর, জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://t.ly/dZ4Bm, সর্বশেষ প্রবেশ: জানুয়ারি ২০২৪

[৭১] বাংলাদেশ পরিসখ্যান ব্যুরো, জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২, বিস্তারিত দেখুন- https://shorturl.at/Bnue9, সর্বশেষ প্রবেশ: জানুয়ারি ২০২৪

[৭২] ভোগান্তির নাম জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, দেশ রূপান্তর, ৬ অক্টোবর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://shorturl.at/RYnVW, সর্বশেষ প্রবেশ: জানুয়ারি ২০২৪

[৭৩] সংসদে বিল পাস, এনআইডি যাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে, দৈনিক প্রথমআলো, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/bangladesh/ul0b7hac8i, সর্বশেষ প্রবেশ: ১০ জানুয়ারি ২০২৪

চিত্র ৫: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে লিঙ্গভেদে ভোটার (শতাংশ)

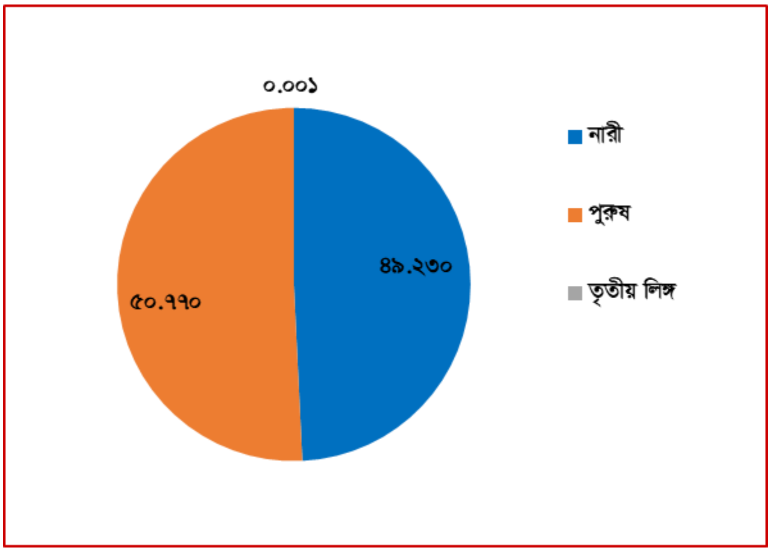

সারণি ৩: সর্বশেষ ৩টি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ও ভোট পড়ার হার

জাতীয় সংসদ নির্বাচন	মোট ভোটার (জন)	ভোট পড়ার হার (শতাংশ)
নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন (২০০৮)	৮,১০,৮৭,০০৩	৮৭.১৩
দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন (২০১৪)	৯,১১,০০,০০০	৩৯.৫৮
একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন (২০১৮)	১০,৪২,৩৮,৬৭৭	৮০.২

সর্বশেষ তালিকা অনুযায়ী সারা দেশে মোট ভোটার ১১ কোটি ৯৩ লাখ ৩৩ হাজার ১৫৭ জন। এর মধ্যে ৬ কোটি ০৫ লাখ ৯২ হাজার ১৬৯ জন পুরুষ ভোটার, ৫ কোটি ৮৭ লাখ ৪০ হাজার ১৪০ জন নারী ভোটার। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটারের সংখ্যা ৮৪৮।[৭৪]

৩.২.২. সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাস

সীমানা পুনর্নির্ধারণের অন্যতম লক্ষ্য হলো নির্বাচনী এলাকাসমূহের মধ্যে ভোটার সংখ্যায় সমতা আনা, যা সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। সীমানা নির্ধারণে অন্তর্জাতিক মানদণ্ডের মধ্যে অন্যতম হলো নিরপেক্ষতা, প্রতিনিধিত্ব, ভোটার সংখ্যার সমতা, বৈষম্যহীনতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। তবে সীমানা পুনর্নির্ধারণের বিষয়টি বিভিন্ন সময় আলোচিত এবং বিতর্কিত হয়েছে। ২০১৩ সালের পুনর্নির্ধারিত সীমানা নিয়ে পক্ষপাতদুষ্টতার অভিযোগ রয়েছে। জনসংখ্যার সমতা আনার বিপরীতে কিছু সংসদীয় এলাকায় ভোটার সংখ্যার পার্থক্য আরও বৃদ্ধি পায়। ৮৭টি নির্বাচনী এলাকায় ভোটার সংখ্যায় অসমতা বৃদ্ধি পায়, যা নিরসণে পরবর্তী কোনো জাতীয় নির্বাচনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।[৭৫] এছাড়া পূর্বের সীমানা পুনর্নির্ধারণের বিষয়ে বিবিধ অভিযোগ রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের স্বার্থরক্ষা করে আসনের সীমানা বিন্যাস, ব্যক্তিস্বার্থে ও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সীমানা পুনর্নির্ধারণ, সীমানা পুনর্নির্ধারণে পক্ষপাতদুষ্ট হস্তক্ষেপ ইত্যাদি। এছাড়া, ২০১৮ সালের সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যক্রম নিয়েও বিতর্ক আছে।[৭৬]

উল্লেখ্য, শেষ তিনটি জাতীয় নির্বাচনে মোট ১৯৮টি আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাস করা হলে নানান রাজনৈতিক বিতর্ক সৃষ্টিসহ স্থানীয় জনগণ কর্তৃক মামলা ও বিবিধ আইনি জটিলতা তৈরি হয়েছিল।[৭৭] জটিলতা নিরসণে ২০২১ সালে নির্বাচন কমিশনকে

[৭৪] দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শুরু, দৈনিক যুগান্তর, ৭ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://bitly.cx/l2w, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৬ জানুয়ারি ২০২৪

[৭৫] শহরে আরও বাড়বে সংসদীয় আসন, সমকাল, বিস্তারিত দেখুন- https://bitly.cx/yxJs, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৬ জানুয়ারি ২০২৪

[৭৬] কমিশনকেই দায়িত্ব নিতে হবে, দৈনিক প্রথমআলো, ২৯ মার্চ ২০১৮, বিস্তারিত দেখুন- https://bitly.cx/GvhyG, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৫ জানুয়ারি ২০২৪

[৭৭] প্রাগুপ্ত

সীমানা নির্ধারণে অবারিত ক্ষমতা দিয়ে জাতীয় সংসদের নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ আইন (২০২১) পাস করা হয়, যেখানে সীমানা নির্ধারণের বিষয়ে দেশের কোনো আদালত বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে প্রশ্ন তোলার সুযোগ রাখা হয়নি।[৭৮]

জনসংখ্যার ঘনত্ব বিবেচনায় শেষ তিনটি জাতীয় নির্বাচনের আগে সীমানা পুনর্বিন্যাস করলেও দ্বাদশ নির্বাচনের আগে প্রশাসনিক ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা বিবেচনায় বেশিরভাগ আসনের সীমানা অপরিবর্তিত রাখা হয়।[৭৯] আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত গাইডলাইন অনুসারে সর্বোচ্চ জনসংখ্যার আসনের সাথে সংশ্লিষ্ট আসনে গড় জনসংখ্যার কম বেশি ৫ শতাংশ পার্থক্য রেখে সীমানা নির্ধারণের মানদণ্ড থাকলেও বাংলাদেশে তা ২৬ থেকে ৮৮ শতাংশ রেখে করা হয়। কিছু আসনের সংসদ সদস্য কর্তৃক বৃহৎ জনগোষ্ঠীর (৮ লাখের অধিক) প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ, অন্যদিকে একই জেলার অন্য আসনের সংসদ সদস্য কর্তৃক (৩ লাখের) কম জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দেওয়া হয়।[৮০] জনসংখ্যার বৃহৎ ব্যবধানের কারণে প্রার্থীদের আসনভিত্তিক নির্বাচনী ব্যয়সহ অন্যান্য কার্যক্রমে জটিলতা সৃষ্টি হয়।

২০২৩ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণের খসড়া প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন।[৮১] নির্বাচন কমিশনের ৩৮টি আসনের সীমানা পরিবর্তনের প্রস্তাবে ১৮৬টি আবেদন জমা পড়ে (৬০টি বহাল, ১২৬টি আপত্তি)। তবে আসনভেদে জনসংখ্যার বৃহৎ পার্থক্য রেখে মাত্র ১০টি আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাস করা হয়।[৮২,৮৩] এই খসড়ায় সর্বশেষ আদমশুমারি অনুযায়ী ৭৫টি আসনে জনসংখ্যার বড় ব্যবধান থাকলেও তা পরিবর্তনের জন্য বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। সর্বোচ্চ জনসংখ্যার আসনের সঙ্গে সর্বনিম্ন জনসংখ্যার আসনের মধ্যে সাতগুণের বেশি ব্যবধান হলেও (৮৮ শতাংশ) জনসংখ্যার পার্থক্যকে আমলে নেওয়া হয়নি। এসব সংসদীয় আসনে সংশ্লিষ্ট জেলার গড় জনসংখ্যার চেয়ে ২৬ থেকে ৮৮ শতাংশ পার্থক্য রয়েছে। এই ৭৫টি আসনের মধ্যে ১৮টি আসনে জনসংখ্যার ব্যবধান ৫১-৮৮ শতাংশ। বাকি ৫৭টি আসনে জনসংখ্যার ব্যবধান ২৬ থেকে ৫০ শতাংশের মধ্যে। বিশেষকরে, শহরের আসনগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং গ্রামের আসনগুলোতে জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে।

অন্যদিকে, সীমানা নির্ধারণ বিষয়ক নতুন আইনে ভৌগোলিক অখণ্ডতা বজায় রাখা এবং জনশুমারির ভিত্তিতে যতদূর সম্ভব বাস্তবভিত্তিক বন্টনের কথা বলা হয়েছে।[৮৪] কিন্তু সীমানা পুনর্নির্ধারণে জনশুমারির প্রাথমিক প্রতিবেদনকে গুরুত্ব দেওয়া এবং বিবেচনা করা হয়নি।[৮৫] এছাড়া আঞ্চলিক অখণ্ডতার কথা বলা হলেও বিদ্যমান সীমানার ৩৫টি আসনে আঞ্চলিক অখন্ডতা সংক্রান্ত অসামঞ্জস্যতা থাকলেও তা নিরসনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। পূর্বের ন্যায় এসব আসনে এক বা একাধিক ইউনিয়নকে অন্য উপজেলার সাথে যুক্ত রেখেই সংসদীয় অসন ঘোষণা করা হয়েছে।[৮৬] সার্বিকভাবে, সীমানা পুনর্নির্ধারণের অন্যতম লক্ষ্য নির্বাচনী এলাকাসমূহের মধ্যে ভোটার সংখ্যায় সমতা আনার বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি। সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত মামলা ও জটিলতা পরিহার করার জন্য দ্বাদশ নির্বাচনের আগে মাত্র ১০টি আসনের সীমানা প্রশাসনিক ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার বিবেচনায়

[৭৮] পুনর্নির্ধারণ হচ্ছে প্রায় অর্ধশতাধিক সংসদীয় আসনের সীমানা, জাগো নিউজ ২৪.কম, ৩১ জানুয়ারি ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.jagonews24.com/national/news/829755, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৬ জানুয়ারি ২০২৪

[৭৯] নির্বাচনি আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ চূড়ান্ত, ১০ আসনে পরিবর্তন, বাংলা ট্রিবিউন, ০৩ জুন ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://bitly.cx/ITxU, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৫ জানুয়ারি ২০২৪

[৮০] নির্বাচনি আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ চূড়ান্ত, ১০ আসনে পরিবর্তন, বাংলা ট্রিবিউন, ০৩ জুন ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://bitly.cx/7Tdg, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৬ জানুয়ারি ২০২৪

[৮১] সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নিধারণের খসড়া প্রকাশ, বাংলা ট্রিবিউন, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://bitly.cx/HEeM, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৬ জানুয়ারি ২০২৪

[৮২] জাতীয় সংসদের পুনঃনির্ধারিত নির্বাচনী এলাকার চূড়ান্ত তালিকা-২০২৩ ,বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, গেজেট নং: ১৭.০০.০০০০.০২৫.২২.০০৪.২২(অংশ-১)-৬০২, ১ জুন ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.dpp.gov.bd/bgpress/bangla/index.php/document/get_extraordinary/48871

[৮৩] সীমানা পরিবর্তন নিয়ে বিতর্কে জড়াবে না ইসি, দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ আগষ্ট ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://bitly.cx/Oc7, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৬ জানুয়ারি ২০২৪

[৮৪] শহরে আরও বাড়বে সংসদীয় আসন!, দৈনিক সমকাল, ১১ আগস্ট ২০২২, বিস্তারিত দেখুন- https://bitly.cx/H38A, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৫ জানুয়ারি, ২০২৪

[৮৫] জনসংখ্যার বড় পার্থক্য রেখেই সীমানা, দৈনিক যুগান্তর, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://bitly.cx/QAp7, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৬ জানুয়ারি ২০২৪

[৮৬] শহরে আরও বাড়বে সংসদীয় আসন!, দৈনিক সমকাল, ১১ আগস্ট ২০২২, বিস্তারিত দেখুন- https://bitly.cx/glGS0, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৫ জানুয়ারি ২০২৪

পরিবর্তন করা হয়েছে।[৮৭] একটি স্বাধীন কমিশন গঠন করাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাসহ সীমানা নির্ধারণে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য করণীয় নির্ধারণ করা হয়নি।[৮৮]

সারণি ৪: সীমানা পুনর্বিন্যাসে বিবেচ্য বিষয়

নির্বাচন	সীমানা পুনর্বিন্যাসে বিবেচ্য বিষয়	পুনর্বিন্যাসকৃত আসন সংখ্যা
নবম (২০০৮)	জনসংখ্যার ঘনত্ব	১৩৩টি
দশম (২০১৪)	জনসংখ্যার ঘনত্ব	৪০টি
একাদশ (২০১৮)	জনসংখ্যার ঘনত্ব	২৫টি
দ্বাদশ (২০২৪)	প্রশাসনিক ও ভৌগলিক অখণ্ডতা	১০টি

৩.২.৩. নতুন দলের নিবন্ধন

২০২২ সালে মে মাসে নতুন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের জন্য আবেদন আহ্বান করে নির্বাচন কমিশন।[৮৯] নিবন্ধন পেতে ৯৩টি দল অবেদন করে। প্রাথমিক বাছাইয়ে ১৮টি আবেদন বাতিলের সুপারিশ করা হয় ও ২টি প্রত্যাহার করা হয়। ১৫ দিন সময় দিয়ে ৭৭টি দলকে বিস্তারিত নথি প্রদানের নোটিশ প্রদান করে কমিশন। এর মধ্যে ১২টি দলকে প্রাথমিকভাবে বাছাই করা হয় এবং মাঠ পর্যায়ে তথ্যের গরমিলের যুক্তিতে ১০টি দলকে নিবন্ধন দেওয়া হয়নি।[৯০] অন্যদিকে 'কিংস পার্টি[৯১] হিসেবে অভিহিত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন (বিএনএম) এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি (বিএসপি) নামে দুইটি নতুন দলকে নিবন্ধন প্রদান করে কমিশন। স্থানীয় পর্যায়ে অফিস না থাকা, মাঠ পর্যায়ে দল দুইটির তথ্য সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই না করাসহ নিবন্ধনের শর্ত পূরণ এবং যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কয়েকটি দলের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নিবন্ধন না দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে। এছাড়া, নতুন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বিষয়ে কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তৈরি হয়।[৯২]

৩.২.৪. কমিশনের প্রতি আস্থা সৃষ্টি

২০২২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করে। সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানে মোট ১৪টি চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে কমিশন। যদিও রাজনৈতিক দলগুলোর সরকার ও নির্বাচন কমিশনের প্রতি আস্থা সৃষ্টিসহ কমিশন কর্তৃক চিহ্নিত চ্যালেঞ্জগুলো উত্তরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। অন্যদিকে, কমিশন নির্বাচন সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধনসহ বিবিধ বিতর্কিত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ফলে কমিশনের প্রতি রাজনৈতিক দলগুলোর অনাস্থা বৃদ্ধি পায় যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

আরপিও সংশোধনের মাধ্যমে কমিশনের নিজের ক্ষমতা খর্ব করা

আইনের ধারা স্পষ্টিকরণের যুক্তিতে স্বপ্রণোদিত হয়ে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আরপিও সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়। আরপিও সংশোধনের ফলে কমিশনের ক্ষমতা খর্ব হলেও নির্বাচন কমিশন সরকারের সিদ্ধান্তের পক্ষে অবস্থান নেয়। আরপিও-এর ৯১ (ক) ধারা সংশোধন ('নির্বাচন' শব্দের স্থানে 'ভোট গ্রহণ' স্থাপন) করে ৯১ (কক) নামে নতুন উপধারা (পুরো আসনের ভোটের ফলাফল

---

[৮৭] ১০টি সংসদীয় আসনের সীমানায় পরিবর্তন, দৈনিক প্রথমআলো, ৩ জুন ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/politics/z7qit8gopd, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৫ জানুয়ারি ২০২৪

[৮৮] সীমানা পুনর্নির্ধারণে জটিলতা হতে পারে, দৈনিক প্রথমআলো, ২৩ অক্টোবর ২০১৭, বিস্তারিত দেখুন- https://bitly.cx/dx6jW, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৫ জানুয়ারি ২০২৪

[৮৯] নির্বাচন কমিশন ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- http://www.ecs.gov.bd/files/YJaspeYoF7qkP664CPDwUgUW7wKsmDJnMEO08Rfy.pdf, সর্বশেষ প্রবেশ: ১২ মার্চ ২০২৪

[৯০] নিবন্ধন পেতে ইসির প্রাথমিক বাছাইয়ে নতুন ১২ দল, দ্যা ডেইলি স্টার, ১১ এপ্রিল ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/politics/news-469416, সর্বশেষ প্রবেশ: ১০ ডিসেম্বর ২০২৩

[৯১] সরকারের ছত্রছায়ায় গড়ে ওঠা দলকে কিংস পার্টি হিসেবে অভিহিত করেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও রাজনীতিবিদ

[৯২] নিবন্ধন ব্যবস্থা কি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, বিবিসি, ১৮ জুলাই ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.bbc.com/bengali/articles/cjrln4rvj91o সর্বশেষ প্রবেশ: ০৭ জানুয়ারি ২০২৪

স্থগিত বা বাতিল করার বিষয় বাদ দিয়ে উপধারা অনুমোদন) সংযোজন করা হয়। এই সংশোধনীর ফলে কমিশনের একটি নির্দিষ্ট সংসদীয় আসনের পূর্ণাঙ্গ ফলাফল বাতিল করার ক্ষমতা হারায় এবং অনিয়মের অভিযোগে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ (পোলিং) বাতিল করার ক্ষমতা থাকে।[৯৩,৯৪]

ঋণখেলাপি ও বিলখেলাপিদের জন্য সুযোগ বৃদ্ধি করা

ঋণখেলাপি ও বিলখেলাপিদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের শর্তসমূহ শিথিল করাসহ তাদের জন্য সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়।[৯৫] বিশেষ করে, মনোনয়নপত্র জমার আগের দিন পর্যন্ত ব্যাংকঋণ ও বিভিন্ন পরিষেবার বিল পরিশোধের অনুলিপি জমা দেওয়ার সুযোগ রাখার মাধ্যমে ঋণখেলাপি ও বিলখেলাপিদের নির্বাচনে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা হয়। অন্যদিকে, ঋণখেলাপি প্রার্থীদের ভোটে দাঁড়ানোর জন্য আগে দশ থেকে ত্রিশ শতাংশ নগদ অর্থ জমা দিয়ে খেলাপি ঋণ পুনঃ তফসিল করার শর্ত শিথিল করা হয়। বকেয়া ঋণের আড়াই থেকে সর্বোচ্চ ছয় শতাংশ জমা দিয়ে খেলাপি ঋণ নিয়মিত করার সুযোগ প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২-এর ১২ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে কোনো ঋণখেলাপি ব্যক্তি জাতীয় সংসদ সদস্য হওয়ার যোগ্য নয়। ফলে খেলাপি হলে কেউ প্রার্থীও হতে পারে না।[৯৬]

কমিশনকে প্রদত্ত সংবিধানিক ক্ষমতা ব্যবহার না করা

সংবিধানে ১২৬ অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশনকে প্রদত্ত ক্ষমতার সার্বিক উদ্দেশ্য একটি অবাধ, স্বচ্ছ, সকলের জন্য নিরপেক্ষ, সম প্রতিযোগিতামূলক, অংশগ্রহণমূলক এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনের আয়োজন করা। এক্ষেত্রে, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো যেসকল কারণে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেনা বলে বিভিন্ন সময় জানিয়েছে সেসকল কারণ নিয়ে সরকারের সাথে নির্বাচন কমিশনের আলোচনা ও সুপারিশ প্রদান এবং নির্বাহী বিভাগগুলোর সহায়তা গ্রহণসহ সংবিধানের ১২৬ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ কমিশন গ্রহণ করেনি। বিশেষকরে, নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক ও সুষ্ঠু করতে সংবিধানে প্রদত্ত ১২৬ নং অনুচ্ছেদের ক্ষমতা বা ম্যান্ডেট রাজনৈতিক সঙ্কট সমাধানে ব্যবহার করেনি কমিশন।

তফসিল ঘোষণার পূর্বে নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে ব্যর্থতা

তফসিল ঘোষণার আগে নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ ও লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরির দায়িত্ব সরকারের পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনেরও। কিন্তু নির্বাচনের আগে বিরোধী দলের সম্ভাব্য পোলিং এজেন্টসহ নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার চলমান থাকলেও সরকারকে তা বন্ধের জন্য নির্বাচন কমিশন অনুরোধ করেনি। রাজনৈতিক হয়রানি মামলা ও সাজা প্রদান বন্ধে সরকারের কাছে বা সরকারের নির্বাহী বিভাগের কাছে সাহায্যে প্রত্যাশাও করেনি। এই বিষয়গুলো নিয়ে সরকারের সাথে কমিশন আলোচনা করেনি এবং সংলাপের এজেন্ডায় আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে রাখেনি।

"সম্ভাব্য পোলিং এজেন্টদের তালিকা নির্বাচন কমিশনকে দেওয়ার পর যদি তাদের গ্রেফতার করা হয়, তাহলে বুঝবো সেটি বিশেষ উদ্দেশ্যে করা হয়েছে ....পোলিং এজেন্টদের গ্রেফতার করলে ছয় মাস আগে করুন, না হলে নির্বাচনের পরে করুন।"
- বিরোধী দলের রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতার প্রসঙ্গে প্রধান নির্বাচন কমিশনার, ৪ অক্টোবর ২০২৩

উল্লেখ্য, 'নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হইবে'[৯৭] বলে সংবিধানে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে একটি নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে যা ব্যবহার করার সুযোগ নির্বাচন কমিশনের রয়েছে। এছাড়া, নির্বাচন কমিশন নির্বাচন আয়োজনে যে চ্যালেঞ্জগুলো নিজেরাই চিহ্নিত করেছে তার মধ্যে অন্যতম হলো কমিশনের প্রতি রাজনৈতিক দলগুলোর আস্থা ফিরিয়ে আনা। কিন্তু, কর্মপরিকল্পনা অনুসারে কমিশনের প্রতি আস্থা ফিরাতে নির্বাচন বর্জনকারী নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের নেতাদের বিরুদ্ধে নতুন-

---

[৯৩] নির্বাচন কমিশন কি নিজের পায়ে কুড়াল মারল, প্রথম আলো, ১১ জুন ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/opinion/column/xikihxi3zx, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৫ ডিসেম্বর ২০২৩

[৯৪] ইসির ক্ষমতা খর্ব করার প্রয়োজন পড়লো কেন, প্রথম আলো, ৭ জুন ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/opinion/editorial/3qdh9yjonz, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৫ ডিসেম্বর ২০২৩

[৯৫] যেসব কারণে আগের চেয়ে সহজ হয়েছে ঋণখেলাপিদের নির্বাচন করা, প্রথম আলো, ২৫ নভেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/business/bank/xv9fdu9sut, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৫ ডিসেম্বর ২০২৩

[৯৬] যেসব কারণে আগের চেয়ে সহজ হয়েছে ঋণখেলাপিদের নির্বাচন করা, প্রথম আলো, ২৫ নভেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/business/bank/xv9fdu9sut, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩১ মার্চ ২০২৪

[৯৭] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, বিস্তারিত দেখুন- http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-957/part-details-422.html

পুরাতন হয়রানি ও রাজনৈতিক মামলায়, গ্রেফতার এবং সাজা প্রদান বন্ধে নির্বাহী বিভাগের কাছে সহায়তার আবেদন বা সরকারের কাছে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো প্রস্তাব নির্বাচন কমিশন করেনি। সে বিষয়ে কমিশনের নিজস্ব ক্ষমতা ব্যবহার করে পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোর আস্থা অর্জনের চেষ্টায় নির্বাচন কমিশনের ঘাটিতি পরিলক্ষিত হয়।[৯৮]

এছাড়া, প্রধান বিরোধী রাজনৈতকি দল বিএনপির' তালাবদ্ধ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে সংলাপের আমন্ত্রণপত্র পাঠায় নির্বাচন কমিশন।[৯৯] বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে নতুন ও পুরাতন রাজনৈতিক মামলায় গ্রেফতারসহ রিমান্ড জামিন নামঞ্জুর ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে নির্বাচন কমিশন।

কমিশনের কর্মকর্তাদের বিতর্কিত, স্ব-বিরোধী এবং ক্ষমতাসীন দলের অনুরূপ বক্তব্য প্রদান

নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তরা বিবিধ সময়ে ভোটের গ্রহণযোগ্যতা, মাপকাঠি, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সম্পর্কে গণমাধ্যমে বক্তব্য প্রদান করেছেন যা দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বক্তব্য হলো-

"এক শতাংশ ভোট পড়লেও নির্বাচন আইনগতভাবে বৈধ"

২০২৩ সালের ৬ এপ্রিল সিইসি বলেন, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো অংশ না নিলে নির্বাচনের আইনগত ভিত্তি (লিগ্যালিটি) নিয়ে কোনো সংকট হবে না, তবে বৈধতা (লেজিটিমেসি) শূন্যের কোঠায় পৌঁছে যাবে। ২০২৩ সালের ৪ অক্টোবর সিইসি বলেন 'আমাদের দেশে যদি এক শতাংশ ভোট পড়ে, ৯৯ শতাংশ ভোট না পড়ে, তাহলে লিগ্যালি নির্বাচন সঠিক'।[১০০] তিনি আরও বলেন 'লেজিটিমেসি একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যেখানে পারসেপশন তৈরি হয়'। অন্যদিকে, ২০২৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর একজন কমিশনার বলেন, নির্বাচনে কত শতাংশ ভোট কাস্ট হলে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য বলা যায় আইনে সেটি কোথাও উল্লেখ নেই। আরপিওতে নির্বাচনে জয় পেতে ন্যূনতম ভোটার উপস্থিতির হার নিয়ে কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা নেই।[১০১] অর্থাৎ ভোট প্রদানের হার ১ শতাংশ হলেও সে নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠেনা।[১০২] কমিশন থেকে এমন বক্তব্য প্রদানের উদ্দেশ্য পরিষ্কার না হওয়ায় বিশেষজ্ঞরা সন্দেহ প্রকাশ করেন। [১০৩]

উল্লেখ্য, সংসদ নির্বাচনের আইন অনুসারে কোনো প্রার্থী একটি আসনের নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের আটভাগের এক ভাগের কম ভোট পেলে তার জামানত বাজেয়াপ্তের বিধান রয়েছে। কিন্তু একটি আসনে মোট কত শতাংশ ভোট পড়লে ভোট বৈধ এবং একজন প্রার্থী কত শতাংশ ভোট পেলে বিজয়ী ঘোষণা করা যাবে সে বিষয়ে আইনে সুনির্দিষ্ট কিছু উল্লেখ নেই। একইসাথে, ন্যূনতম কত ভোট পেয়ে একজন প্রার্থী একটি এলাকার জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন এবং নির্বাচনকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এবং অংশগ্রহণমূলক বলা সম্ভব হবে সে বিষয়ের কোনো উল্লেখ নেই। সার্বিকভাবে, নির্বাচন কমিশন আইনের দুর্বলতার মধ্যেই এক শতাংশ ভোট পড়ার বিষয়টি উল্লেখ করছেন বলে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ জানান।[১০৪] এসকল বিষয়ে আইন পরিবর্তনের প্রস্তাব কমিশনের পক্ষ থেকে করা হয়নি এবং নির্বাচনকে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নির্বাচন কমিশন গ্রহণ করেনি।

"ভোটারের অংশগ্রহণই অংশগ্রহণমূলক"

২০২৩ সালের ২৩ নভেম্বর একজন ইসি বলেন, নির্বাচনের জন্য সুন্দর পরিবেশ তৈরির জন্য কমিশন কাজ করছে। কিন্তু ভোট কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি বাড়ানোর বিষয়ে বলেন, ভোটার বাড়ানো নির্বাচন কমিশনের কাজ নয়। অন্যদিকে, ২০২৩ সালের ২৪

---

[৯৮] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৩

[৯৯] রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ইসির সংলাপের সফলতা নিয়ে সংশয়, ডেইলি স্টার, ৩ নভেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-529441, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩১ মার্চ ২০২৪

[১০০] এক শতাংশ ভোট পড়লেই নির্বাচন আইনগতভাবে বৈধ, মানবজমিন, ৫ অক্টোবর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://mzamin.com/news.php?news=77041, সর্বশেষ প্রবেশ: ২১ জানুয়ারি ২০২৪

[১০১] কত শতাংশ ভোটে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে আইনে এমন কিছু বলা নেই: ইসি আনিছুর, দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2023/12/24/1348549, সর্বশেষ প্রবেশ: ২১ জানুয়ারি ২০২৪

[১০২] বাংলাদেশের নির্বাচনে ভোটারদের অধিকার কী আর কতটুকু? বিবিসি বাংলা, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.bbc.com/bengali/articles/cg6wrepnrdro, সর্বশেষ প্রবেশ: ২১ জানুয়ারি ২০২৪

[১০৩] অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে আরেকটা একতরফা নির্বাচন হতে যাচ্ছেম মানবজমিন, ২৫ নভেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://mzamin.com/news.php?news=85210, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩১ মার্চ ২০২৪

[১০৪] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৩

নভেম্বর একজন ইসি বলেন, 'ভোটারের অংশগ্রহণই অংশগ্রহণমূলক। ভোটার এলেই সেটা অংশগ্রহণমূলক হবে'।[১০৫] তিনি আরও বলেন, 'নির্বাচনে কে এল, না এল সেটা কিন্তু আমাদের দেখার বিষয় নয়।' 'সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা আছে, সংবিধান অনুযায়ী করছি'। কমিশনের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান না করে ভোটারের অংশগ্রহণকে অংশগ্রহণমূলক হিসেবে উপস্থাপন এবং এর যথার্থতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ।[১০৬]

"নির্বাচনের পরিবেশ নেই, সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠান করা"

২০২৩ সালের ২৫ আক্টোবর একজন ইসি বলেন নির্বাচনের পরিবেশ নেই, এমন কিছু দৃশ্যমান নয়। অন্যদিকে, ২৬ অক্টোবর ২০২৩, সিইসি বলেন নির্বাচনের প্রত্যাশিত অনুকুল পরিবেশ এখনও তৈরি হয়নি।[১০৭] একইসময়, কমিশনের একটি কর্মশালার ধারণাপত্রে উল্লেখ করা হয়, কমিশন গণতন্ত্র নিয়ে কাজ কাজ করে না, নির্বাচন নিয়ে কাজ করে বলে উল্লেখ করা হয়।

এছাড়া, নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এমন আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বক্তব্য হলো-

- "২০১৪ এবং ২০১৮ সালের নির্বাচনের বিতর্কের চাপ কমিশনের ওপর পড়ছে"[১০৮]
- "সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকারের সব ধরনের সহায়তা পাচ্ছেন"[১০৯]
- প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো অংশ না নিলে নির্বাচনের আইনগত ভিত্তি (লিগ্যালিটি) নিয়ে কোনো সংকট হবে না, তবে বৈধতা (লেজিটিমেসি) শূন্যের কোঠায় পৌঁছে যাবে[১১০] ইত্যাদি।

নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় বক্তব্যগুলোকে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা অপ্রয়োজনীয়, অনেকক্ষেত্রে সরকারের সহায়ক[১১১], কমিশনের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া এবং একই সাথে কমিশনের পক্ষ থেকে সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের যে প্রতিশ্রুতি তার সাথে অসামঞ্জস্য, স্ববিরোধী বলে উল্লেখ করেছেন।[১১২, ১১৩, ১১৪]

নির্বাচনের তিন সপ্তাহ আগেই ক্ষমতাসীন দলের নির্বাচন প্রস্তুতি এবং নির্বাচন কমিশনের নিষ্ক্রিয়তা

আচরণবিধি ভেঙ্গে নির্বাচনের তিন সপ্তাহ আগেই ক্ষমতাসীন দলের নির্বাচন প্রস্তুতি ও প্রচারণা, আগ্রহী প্রার্থীদের মিছিল, শোডাউন ও সভা-সমাবেশ করা, সম্ভব্য প্রার্থীদের পোস্টার-ব্যানার টানানো হলেও নির্বাচন কমিশন তা বন্ধে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ

[১০৫] জনগণ যদি ভোট দেয়, সেটাই অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন: ইসি আনিছুর রহমান, দৈনিক প্রথম আলো, ২৪ নভেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/tcpix2qkeb, সর্বশেষ প্রবেশ: ২১ জানুয়ারি ২০২৪
[১০৬] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৩
[১০৭] ইসি বলছে নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ নেই, বিবিসি বাংলা, ২০ অক্টোবর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.bbc.com/bengali/articles/c14v882wezro, সর্বশেষ প্রবেশ: ২১ জানুয়ারি ২০২৪
[১০৮] ২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচন নিয়ে বিতর্কের চাপ আমাদের ওপর পড়েছে: সিইসি, দৈনিক প্রথম আলো, ০১ অক্টোবর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/bangladesh/qg5kndpr1k, সর্বশেষ প্রবেশ: ২১ জানুয়ারি ২০২৪
[১০৯] সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে ইসি এবং সরকার বদ্ধপরিকর, দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.dailyjanakantha.com/opinion/news/707087, সর্বশেষ প্রবেশ: ২১ জানুয়ারি ২০২৪
[১১০] প্রধান দলগুলো অংশ না নিলে নির্বাচনের বৈধতা শূন্যের কোঠায় পৌঁছাবে, বাংলা ডেইলি স্টার, ০৬ এপ্রিল ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/election/news-467871, সর্বশেষ প্রবেশ: ২১ জানুয়ারি ২০২৪
[১১১] নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা কী প্রমাণ করছে, প্রথম আলো, ৮ নভেম্বও ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/opinion/column/a2jge3irq1, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩১ মার্চ ২০২৪
[১১২] 'বিরোধী দল খোঁজরা' নির্বাচন হচ্ছে: সাখাওয়াত হোসেন, প্রথম আলো, ২০ ডিসেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/bangladesh/uopan51a2i, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩১ মার্চ ২০২৪
[১১৩] নির্বাচন কমিশনের বক্তব্যে অনেক প্রশ্ন, সন্দেহ, প্রথম আলো, ৪ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/politics/wuybmpggba, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩১ মার্চ ২০২৪
[১১৪] ইসির অসামঞ্জস্য বক্তব্য নিয়ে নানা সংশয়, যুগান্তর, ২১ অক্টোবর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://bitly.cx/k4wpM, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩১ মার্চ ২০২৪

করেনি। "আচরণবিধি লঙ্ঘনের ঘটনা যারা ঘটাচ্ছে তারা চূড়ান্ত প্রার্থী নয়" বলে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ক্ষেত্রবিশেষে দায় এড়ানো হয়েছে।[১১৫]

৩.২.৫. সংলাপে প্রাপ্ত সুপারিশ বাস্তবায়ন

সুনির্দিষ্ট এজেন্ডা ছাড়া রাজনৈতিক দলের সাথে সংলাপ আয়োজন

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে সুনির্দিষ্ট এজেন্ডা ছাড়াই নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে ৪ নভেম্বর ২০২৩ সংলাপের আয়োজন করেছে নির্বাচন কমিশন। বিএনপিসহ ১৮টি রাজনৈতিক দল এই সংলাপ বর্জন করে।[১১৬] সংলাপ বর্জনকারী রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কমিশনের পদক্ষেপে উল্লেখযোগ্য ঘাটতি ছিল। কমিশনের পক্ষ থেকে নির্বাচনকলীন সরকার, নির্বাচনকালে মন্ত্রণালয়গুলোকে কমিশনের অধীনে আনা, বিরোধী দলের নেতাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক হয়রানি মামলা বন্ধ, ভোট কক্ষে সিসি ক্যামেরা স্থাপন ইত্যাদি বিষয় সংবলিত এজেন্ডা নির্ধারণ করে নির্বাচন বর্জনকারী রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। তবে নির্দিষ্ট এজেন্ডাসহ রাজনৈতিক দলের সাথে কার্যকর সংলাপ আয়োজনে কমিশনের পদক্ষেপ সম্পর্কে ২০০৮ এবং ২০১৮ সালে কিছু উদাহরণ রয়েছে যা কার্যকর হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে।[১১৭,১১৮]

অংশীজনের সাথে আলোচনা এবং আলোচনার ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতি

নির্বাচনে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর অংশগ্রহণ নিশ্চিতে আইন ও প্রয়োজনে সাংবিধানিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কমিশনের পক্ষ থেকে ক্ষমতাসীন দলসহ রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনা করা এবং এ বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ ও ভূমিকা নির্বাচন কমিশন গ্রহণ করেনি।[১১৯] আরপিও-সংশ্লিষ্ট ১৭টি ধারা কমিশন স্বপ্রণোদিত হয়ে সংশোধনের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠালেও[১২০] রাজনৈতিক দল এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে সংলাপে প্রাপ্ত রাজনৈতিক এবং সংবিধান বিষয়ক সুপারিশগুলো সেই প্রস্তাবে যুক্ত করেনি। সংবিধানের ১২৬ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠানে কমিশনকে সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের সহায়তা প্রদানের নির্দেশনা থাকলেও প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক এবং সাংবিধানিক সংস্কারে কমিশন সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো প্রস্তাব বা সুপারিশ দেয়নি।[১২১]

আলোচনার প্রাপ্ত সুপারিশ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে ঘাটতি

নির্বাচন কমিশন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ১৪টি চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে এবং মোকাবেলায় তাদের কর্মপরিকল্পনায় ১৯টি উপায় উল্লেখ করে। ভোটের দিন সহিংসতা, ভোট কেন্দ্র দখল, ব্যালট ছিনতাই, রাতে ব্যালট বাক্স ভর্তি করে রাখাসহ ভোটের গোপন কক্ষে ভোটার ছাড়াও এক বা একাধিক ব্যক্তির অবস্থান বন্ধে কমিশনের অন্যতম সিদ্ধান্ত ছিল প্রতিটি কক্ষে সিসি ক্যামেরা স্থাপন। দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে সোয়া দুই লাখের অধিক কক্ষসহ অন্যান্য স্থান মিলিয়ে মোট তিন লাখ ক্যামেরা এবং তা

---

[১১৫] নির্বাচনী আচরণবিধি নিয়ে ইসির ব্যাখ্যায় বিভ্রান্তি, প্রথম আলো, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/politics/6o00n9zup6, সর্বশেষ প্রবেশ: ১ জানুয়ারি ২০২৪

[১১৬] ইসি'র সংলাপে যায়নি ১৮টি দল, মানবজমিন, ৫ নভেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://mzamin.com/news.php?news=81993, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩১ মার্চ ২০২৪

[১১৭] নির্বাচনের ২০১৪ ও ২০১৮ মডেল, ভোটাধিকার এবং সংলাপ, প্রথম আলো, ১৩ জুলাই ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/opinion/column/bvdgw6q64a, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩১ মার্চ ২০২৪

[১১৮] ২০০৮ সালের সংসদ নির্বাচন: পর্দার ভেতরে-বাইরে যা ঘটেছিল, বিবিসি, ২৯ ডিসেম্বর ২০২০, বিস্তারিত দেখুন- https://www.bbc.com/bengali/news-55472425, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩১ মার্চ ২০২৪

[১১৯] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, ১০ ডিসেম্বর ২০২৩

[১২০] ইসি কেন সরকারের পক্ষে সাফাই গাইছে, প্রথম আলো, ১৮ জুন ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/opinion/column/ih8nhkjlrv, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৩

[১২১] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, ১০ ডিসেম্বর ২০২৩

পর্যবেক্ষণে পর্যাপ্ত জনবল প্রয়োজন ছিল যা আয়োজন করা সম্ভব নয় বলে কমিশন জানায়।[১২২] অন্যদিকে, ৮ হাজার ৭ শত কোটি টাকার অধিক ব্যয়ে ২ লাখ ইভিএম ক্রয়ের বিষয়টি কমিশন বিবেচনায় রাখে, যদিও সেই সিদ্ধান্তটি পরবর্তীতে বাতিল করা হয়।[১২৩]

অন্যদিকে, ভোটকক্ষে ক্যামেরা স্থাপনের সুফলের কথা নির্বাচন কমিশন স্বীকার করলেও ক্যামেরা স্থাপনের সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ২০২২ সালের ১২ আক্টোবর গাইবান্ধা-৫ সংসদীয় আসনের উপনির্বাচনে প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে সিসিটিভি বসায় নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনের দিন প্রতিটি কেন্দ্রেই অনিয়ম প্রকাশ পায় এবং মাঝপথে নির্বাচন বন্ধ করে দেয় কমিশন। এরপর কমিশনকে নির্বাচনে আরও বেশি সিসি ক্যামেরা ব্যবহারের পরামর্শ প্রদান করেন সংশ্লিষ্ট অংশীজন। বিশেষকরে, ঝুঁকিপূর্ণ, গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল কেন্দ্রগুলোতে সিসি ক্যামেরা স্থাপনের পরামর্শ আসে কমিশনের কাছে।[১২৪] সিসি ক্যামেরা স্থাপনের ফলে গোপনীয়তা লঙ্ঘন হচ্ছে বলে গাইবান্ধা-৫ এর নির্বাচন বন্ধে কমিশনের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে ক্ষমতাসীন দলের সংসদ সদস্য ও নেতা-কর্মীরা, এবং এমন আলোচনার মাঝেই সিসি ক্যামেরা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে নির্বাচন কমিশন।[১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮] সার্বিকভাবে, সরকারি দলের সংসদ সদস্যদের চাপে ভোটকক্ষে সিসি ক্যামেরা স্থাপনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া, আর্থিক সঙ্কটের মধ্যেই বিশাল বাজেটের ইভিএম ক্রয় ও জাতীয় নির্বাচনে ইভিএম-এর ব্যবহারকে কেন্দ্র করে কমিশনের বিতর্কিত এবং বিপরীতমুখী অবস্থান লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে, বিশিষ্ট নাগরিকদের সাথে সংলাপে আসা বাস্তবায়নযোগ্য পরামর্শ ও সুপারিশগুলো কমিশন আমলে নেয়নি।[১২৯]

৩.২.৬. নির্বাচন পর্যবেক্ষক নিবন্ধন

নিবন্ধন কার্যক্রমে স্বচ্ছতার ঘাটতি

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য পর্যবেক্ষক নিবন্ধন কার্যক্রমে স্বচ্ছতার ঘাটতি প্ররিলক্ষিত হয়। নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য ৯৬টি দেশি প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়।[১৩০] সময় এবং জনবলের ঘাটতির কারণে অধিকাংশ পর্যবেক্ষকের অভিজ্ঞতা যাচাই-বাছাই করা হয়নি বলে কমিশন জানায়। পর্যবেক্ষক হিসেবে অভিজ্ঞতা না থাকা এবং দলীয় রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতিষ্ঠান পর্যবেক্ষক হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়।[১৩১] এছাড়া, বিদেশি পর্যবেক্ষকদের যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।[১৩২, ১৩৩] আসল-নকল দেখার দায়িত্ব পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বলে কমিশন বক্তব্য প্রদান করে।[১৩৪]

---

[১২২] সিসি ক্যামেরা বসানোর পরিকল্পনা থেকে সরে আসছে ইসি, দৈনিক প্রথম আলো, ১৫ আগস্ট ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/bangladesh/tuhf1ggz2i, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৫ ডিসেম্বর ২০২৩

[১২৩] ২ লাখ ইভিএম কেনার সিদ্ধান্ত স্থগিত, বাংলা ডেইলি স্টার, ১৫ আগস্ট ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/election/news-443091, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৩

[১২৪] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, ১০ ডিসেম্বর ২০২৩

[১২৫] সিসি ক্যামেরা বসানোর পরিকল্পনা থেকে সরে আসছে ইসি, দৈনিক প্রথম আলো, ১৫ আগস্ট ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/bangladesh/tuhf1ggz2i, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৫ ডিসেম্বর ২০২৩

[১২৬] ভোটকেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা দুষ্কৃতকারীদের শত্রু, ভালোদের মিত্র: আহসান হাবিব, দৈনিক প্রথম আলো, ২৪ অক্টোবর, ২০২২, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/bangladesh/suy0sxosvt, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৫ ডিসেম্বর ২০২৩

[১২৭] ইভিএম নয়, সব বুথে দরকার সিসি ক্যামেরা, দৈনিক প্রথম আলো, ২০ অক্টোবর, ২০২২, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/opinion/column/oog1qfx4yv, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৫ ডিসেম্বর ২০২৩

[১২৮] ভোটকেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা থেকে ইসি সরতে চায় কেন?, দৈনিক প্রথম আলো, ২৩ ডিসেম্বর ২০২২, বিস্তারিত দেখুন- https://www.newsbangla24.com/news/216872/Why-does-the-EC-want-to-move-from-the-CC-camera-to-the-polling-station?, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৫ ডিসেম্বর ২০২৩

[১২৯] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, ১০ ডিসেম্বর ২০২৩

[১৩০] বাংলাদেশ নির্বাচনঃ দেশীয় পর্যবেক্ষক ২০ হাজার ৭৭৩ জন, ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা, ০৭ জানুয়ারি ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.voabangla.com/a/7429381.html, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৬ জানুয়ারি ২০২৪

[১৩১] নির্বাচন পর্যবেক্ষণ: আগ্রহী বহু সংস্থার সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন, বিডি নিউজ, ২৯ আগস্ট ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/ltgo6hunok, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৩

[১৩২] দুটি নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থা সমাচার, ৭ জানুয়ারি ২০১৯, বিস্তারিত দেখুন- https://bangla.thedailystar.net/node/104122, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৩

[১৩৩] নির্বাচন পর্যবেক্ষণে সবাই কি উপযুক্ত? যুগান্তর, ১১ আগস্ট ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://rb.gy/lr4d0v, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৩

[১৩৪] যুগান্তর, 'বিদেশি পর্যবেক্ষক আসল না নকল দেখবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়: ইসি আলমগীর', দৈনিক যুগান্তর, ২ আগস্ট ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://bitly.cx/0pfu,সর্বশেষ প্রবেশ: ২১ জানুয়ারি ২০২৪

উল্লেখ্য, কমিশন ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে ৬৭টি এবং নভেম্বর মাসে আরও ২৯টি দেশি প্রতিষ্ঠানকে পর্যবেক্ষকের নিবন্ধন প্রদান করে।[১৩৫] বিতর্কিত ইলেকশন মনিটরিং ফোরামসহ (ইএমএফ) দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষকের নামে সরকারদলীয় রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানকে তালিকাভুক্ত করে কমিশন।[১৩৬,১৩৭] এদের মধ্যে কিছু প্রতিষ্ঠান পর্যবেক্ষক নয় এবং ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত। এছাড়া, ইএমএফ-এর নিয়ন্ত্রণাধীন তিনটি প্রতিষ্ঠান পর্যবেক্ষক তালিকাভুক্ত হয়।[১৩৮, ১৩৯, ১৪০] অন্যদিকে, নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের অফিস না থাকা, মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষক প্রতিষ্ঠানের ঠিকানায় পত্রিকা অফিস থাকা, পর্যবেক্ষক প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালকের পার্টির দলীয় পদে থাকা, প্রতিষ্ঠানের কর্মী না থাকাসহ বিবিধ তথ্য গণমাধ্যমে প্রকাশ পায়।[১৪১]

৩.৩. বিদেশি পর্যবেক্ষকের উপস্থিতি নিশ্চিত

নির্বাচনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে এবং নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এমন প্রশ্ন ওঠা বন্ধে জাতীয় নির্বাচনগুলোতে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে অধিক সংখ্যক বিদেশি পর্যবেক্ষকের উপস্থিতির তাগিদ রয়েছে। এছাড়া, কমিশন নির্বাচনকে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য, সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য করতে যে ১৪টি চ্যালেঞ্জ উল্লেখ্য করেছে তার মধ্যে অন্যতম হলো নিরপেক্ষ দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষক নিয়োজিতকরণ এবং তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা। তবে নির্বাচন কমিশন তা কার্যকারভাবে করতে ব্যর্থ হয়েছে। দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে মাত্র ৯টি দেশ আনুষ্ঠানিকভাবে পর্যবেক্ষক পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[১৪২] নির্বাচনের প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণে অস্পষ্টতাসহ প্রাক-নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দলের সুপারিশে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন পূর্ণাঙ্গ পর্যবেক্ষণ মিশন না পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এছাড়া, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও কানাডাসহ কয়েকটি দেশ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে পর্যবেক্ষক না পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[১৪৩] উল্লেখ্য, বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকের উপস্থিতি পূর্বের জাতীয় নির্বাচনের তুলনায় ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে এবং দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে দেশি এবং আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকের সংখ্যা পূর্বের জাতীয় নির্বাচনের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে (সারণি ৫)।

সারণি ৫: জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পর্যবেক্ষকের উপস্থিতি

জাতীয় সংসদ নির্বাচন	দেশি পর্যবেক্ষক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	মোট পর্যবেক্ষক সংখ্যা (জন)	আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক (জন)
২০০১ (অষ্টম)	৬৯	২,১৮,০০০	২২৫
২০০৮ (নবম)	১৩৮	১,৫৯,১১৩	৫৯৩
২০১৪ (দশম)*	-	-	-
২০১৮ (একাদশ)	৮১	২৫,৯০০	১৬৯
২০২৪ (দ্বাদশ)	৯৬	২০,৭৭৩	১৩০

* তথ্য পাওয়া যায়নি

[১৩৫] ভোট পর্যবেক্ষণে দেশি সংস্থার আবেদন ২৫ নভেম্বরের মধ্যে, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ২৮ মার্চ ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/1zw1avoq1o, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩১ জানুয়ারি ২০২৪
[১৩৬] নিবন্ধিত স্থানীয় পর্যবেক্ষক সমূহের তালিকা, বাংলাদেশে নির্বাচন কমিশন, ৬ ডিসেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- http://www.ecs.gov.bd/files/P3GO8rRo945jqsrECC8Uu6s9s6kunZe8LEhvbPAB.pdf, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৬ জানুয়ারি ২০২৪
[১৩৭] নিবন্ধিত স্থানীয় পর্যবেক্ষক সমূহের তালিকা, বাংলাদেশে নির্বাচন কমিশন, ৮ আগস্ট ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- http://www.ecs.gov.bd/files/vFWc10hIJyMNElYZTEeq8Tj5IUs32ZE22Z1OPIB9.pdf, , সর্বশেষ প্রবেশ: ১৬ জানুয়ারি ২০২৪
[১৩৮] বিস্তারিত দেখুন- https://perma.cc/VPB2-465W, সর্বশেষ প্রবেশ: ১ জানুয়ারি ২০২৪
[১৩৯] দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, বিস্তারিত দেখুন- https://www.tbsnews.net/bangladesh/politics/ec-picks-29-more-local-orgs-register-election-, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৩
[১৪০] বিস্তারিত দেখুন- https://perma.cc/M2L3-77T2, সর্বশেষ প্রবেশ: ১ জানুয়ারি ২০২৪
[১৪১] যশোরে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানই 'ভুঁইফোড়', প্রথম আলো, ৫ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/2nvytkw05d, সর্বশেষ প্রবেশ: ৫ জানুয়ারি ২০২৪
[১৪২] নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করেছে ৯ দেশ: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, দৈনিক বাংলা, ২১ ডিসেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.dainikbangla.com.bd/national/36557, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৬ জানুয়ারি ২০২৪
[১৪৩] নির্বাচন পর্যবেক্ষণে ইইউর পূর্ণাঙ্গ দল না আসার কারণ বাজেট স্বল্পতা: ইসি সচিব, দ্যা ডেইলি স্টার বাংলা, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/election/news-516471, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৬ জানুয়ারি ২০২৪

৩.৪. রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা

নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ক্ষমতাসীন দল, প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল, নতুন রাজনৈতিক দল ও দলের নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনেরা ভূমিকা পালন করে। দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য অন্যান্য কয়েকটি অংশীজনের ভূমিকা নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

ক্ষমতাসীন দল ও প্রশাসনের ভূমিকা

ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক বিরোধী রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতা তৈরিসহ তাদের নির্বাচন থেকে দূরে রাখার কৌশল গ্রহণ করা হয়।[১৪৪] নির্বাচন-পূর্ব সময়ে সভা-সমাবেশ আয়োজনে বিবিধ শর্ত প্রদান, বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার ও রাজনৈতিক হয়রানি মামলা প্রদানসহ বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের দ্রুততার সাথে বিচার ও সাজা প্রদানে রাতে বিচারকার্য পরিচালনা করা হয়।[১৪৫] ২০০৯ সাল থেকে জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ১ লাখ ৩৮ হাজার ৭১টি মামলায় ৪০ লাখ জনকে আসামি করা হয়।[১৪৬,১৪৭] বিএনপি'র অভিযোগ অনুযায়ী জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ১১ হাজার মামলায় ৯৮ হাজার ৯৫৩ জনকে আসামি করা হয় এবং ২৭ হাজার নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়।[১৪৮] তফসিল ঘোষণার আগে বিরোধী দলের সক্রিয় ও নির্বাচনে সম্ভাব্য প্রার্থীসহ শীর্ষস্থানীয় নেতাদের নামে নতুন এবং পুরাতন মামলায় গ্রেফতার ও সাজা প্রদান এবং এসকল কাজে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে।[১৪৯] চাপ প্রয়োগ করে বিরোধী দলগুলোকে নির্বাচনে আনার কৌশল এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের শর্তে নেতাদের কারাগার থেকে মুক্তির প্রস্তাব প্রদান করা হয়।[১৫০]

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা

বিরোধী নেতাদের নতুন দল গঠনের প্রস্তাব,[১৫১] নতুন নিবন্ধিত দলে যোগদানে আর্থিক ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার প্রলোভনসহ ক্ষেত্রবিশেষে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক ভয়ভীতি প্রদর্শন ও গ্রেফতার করার অভিযোগ রয়েছে।[১৫২] নতুন নিবন্ধিত দলে যোগদানে অস্বীকৃতি জানানো নেতাদের চরিত্র হনন হয় এমন অডিও প্রকাশ করার অভিযোগ রয়েছে।[১৫৩] ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের সাথে দল দুটির নেতারা সাক্ষাৎ করেন এবং নির্বাচন নিয়ে সরকারের সহায়তায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। দল দুইটির নিজস্ব নেতা-কর্মীর স্বল্পতা ও অন্য রাজনৈতিক দলের নেতাদের এই দুইটি দল থেকে মনোনয়ন গ্রহণসহ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা হয়।[১৫৪]

---

[১৪৪] এটাকি বিএনপিকে নির্বাচন থেকে দূরে রাখার 'কৌশল', প্রথম আলো, ৯ অক্টোবর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/opinion/column/zv7ox3q9qr, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩১ মার্চ ২০২৪

[১৪৫] নির্বাচনের আগে বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের বিচারে রাতেও চলছে আদালত, ডেইলি স্টার, ২৩ অক্টোবর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news-525846, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩১ মার্চ ২০২৪

[১৪৬] নতুন ৬৮ মামলা, গ্রেফতার ৬৪২, প্রথম আলো, ৩১ অক্টোবর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/bangladesh/22vnsuto3f, সর্বশেষ প্রবেশ: ০১ ডিসেম্বর ২০২৩

[১৪৭] কারো ৪৫০, কারো ৩০০, বিএনপি নেতাদের কার বিরুদ্ধে কত মামলা, প্রথম আলো, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/bangladesh/lplq3zbrqs, সর্বশেষ প্রবেশ: ০১ ডিসেম্বর ২০২৩

[১৪৮] বছরজুড়ে রাজপথে থাকা বিএনপি গ্রেফতার-সাজায় কোণঠাসা, ইত্তেফাক, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://bitly.cx/xNOt, সর্বশেষ প্রবেশ: ০২ জানুয়ারি ২০২৪

[১৪৯] গায়েবি, পুরোনো 'নাশকাতা' আর নতুন মামলায় গ্রেপ্তার বিএনপি নেতারা, হচ্ছে সাজা, প্রথম আলো, ১২ আক্টোরব ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/politics/ny08ola67p, সর্বশেষ প্রবেশ: ১২ ডিসেম্বর ২০২৩

[১৫০] নির্বাচনে আনতে বিএনপি নেতাদের মুক্তি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, টেলিভিশন চ্যানেলকে কৃষিমন্ত্রী, প্রথম আলো, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/bangladesh/qko5e2koea, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৫ ডিসেম্বর ২০২৩

[১৫১] 'আমি কি দল ভেঙ্গেছি', বিএনএম ও সাকিব আল হাসানকে নিয়ে যা বললেন মেজর হাফিজ, প্রথম আলো, ১৯ মার্চ ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/politics/mn4o5jwx2v, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩১ মার্চ ২০২৪

[১৫২] 'কিংস পর্টিতে' যোগ দিতে নেতাদের চাপ-ভয় দেওয়া হচ্ছে: রিজভী, ডেইলি স্টার, ২২ নভেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/politics/news-535156, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৫ ডিসেম্বর ২০২৩

[১৫৩] বিএনপির সাবেক এমপির অডিও রেকর্ড ভাইরাল, নেতা কর্মীদের ক্ষোভ, যুগান্তর, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://bitly.cx/YwUTc, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৩

[১৫৪] নতুন দুই দলে মনোনয়নের 'দরজা' সবার জন্য খোলা, প্রথম আলো, ২১ নভেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/politics/2je6s81kg7, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৫ ডিসেম্বর ২০২৩

নতুন রাজনৈতিক দল এবং নিবন্ধন প্রত্যাশী দলগুলোর ভূমিকা

নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক দেখাতে নতুন দল গঠন এবং বিরোধী দলের সাবেক নেতাদের নেতৃত্বে নতুন দল তৈরিসহ কিছু ছোট দলকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করানোর অভিযোগ রয়েছে। এসব কার্যক্রমে ক্ষমতাসীন দলের সাথে নির্বাচন কমিশনের যোগসাজসের অভিযোগ রয়েছে।[১৫৫,১৫৬] সরকারের সহায়তায় নির্বাচন বর্জনকারী বিরোধী দলগুলোর নেতা-কর্মীদের নিয়ে নতুন দুইটি দল ('কিংস পার্টি') গঠনের অভিযোগ করে প্রধান বিরোধী দল।[১৫৭,১৫৮] তফসিল ঘোষণার পর এ ধরনের দলের ছোট পরিসরের প্রধান কার্যালয় হঠাৎ করে রাজধানীর অভিজাত এলাকার বিলাসবহুল ভবনে বড় পরিসরে স্থানান্তর, স্থানীয় পর্যায়ের অস্থায়ী কার্যালয়ের ব্যয়ভার ও কার্যক্রম পরিচালনা এবং ভাড়াসহ খরচ বহনের বিষয়ে অস্পষ্টতা ও প্রশ্ন তৈরি হয়।[১৫৯,১৬০] নিবন্ধন প্রত্যাশী ১০টি রাজনৈতিক দল সংবাদ সম্মেলন করে অভিযোগ করে, সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন ওই দুটি দলকে নিবন্ধন দিয়েছে এবং সরকার বিরোধী আন্দোলন থাকা দলগুলোকে নিবন্ধন দেয়নি। অন্যদিকে, ইসি নিবন্ধনের জন্য যেসব শর্ত আরোপ করেছে, নতুন দলের পক্ষে তা পূরণ করা সম্ভব নয় বলে গণমাধ্যমে প্রকাশ পায়।[১৬১]

ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মী ও প্রার্থীদের ভূমিকা

ক্ষমতাসীন দল- আওয়ামী লীগ তার দলীয় গঠনতন্ত্র লঙ্ঘন করে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ দেখানোর নিজ দলীয় নেতা-কর্মীদের স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার সুযোগ প্রদান করে। ফলে দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে অন্তঃকোন্দল ও বিবাদ বৃদ্ধি পায়।[১৬২] উল্লেখ্য, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০ সংসদীয় আসনের বিপরীতে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন চেয়ে আবেদন করেছিল ৩ হাজার ৩৬২ জন নেতা। দলীয় মনোনয়ন না পাওয়া নেতাদের একটি বড় অংশ নিজেদের স্বতন্ত্র প্রার্থী ঘোষণা করেন। ফলে স্বতন্ত্র প্রার্থী নিয়ে মনোনয়ন পাওয়া প্রার্থীদের মধ্যে অস্বস্থি দেখা দেয় যা পরবর্তীতে বিশৃঙ্খলা এবং দলীয় কোন্দলে রূপ নেয়।[১৬৩,১৬৪] এবিষয়ে আওয়ামী লীগের নেতারা বিবিধ অভিযোগও করেন।[১৬৫] উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা-সংক্রান্ত ৪৭ নম্বর ধারার ঠ উপধারায় বলা হয়েছে, 'জাতীয় এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচনে কেহ দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রার্থী হইলে দল হইতে সরাসরি বহিষ্কার হইবেন এবং যাহারা দলীয় প্রার্থীর বিরোধিতা করিবেন, তাহারা তদন্তসাপেক্ষে মূল দল বা সহযোগী সংগঠন হইতে বহিষ্কৃত হইবেন'।

---

[১৫৫] বিএনএমে যোগ দিলেন বিএনপির সাবেক ৪ সংসদ সদস্য, প্রথম আলো, ২০ নভেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/bangladesh/5fr194vnx9, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৫ ডিসেম্বর ২০২৩

[১৫৬] বিএনপির সাবেক নেতাদের দলগুলোকে কি বিকল্প হিসেবে ভাবছে আওয়ামী লীগ? বিবিসি, ২২ নভেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.bbc.com/bengali/articles/c729qe29n93o, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৫ ডিসেম্বর ২০২৩

[১৫৭] নিবন্ধন পেতে যাওয়া বিএনএমের পেছনে বিএনপির সাবেক নেতারা, প্রথম আলো, ১৭ জুলাই ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/politics/qgb49423xl, সর্বশেষ প্রবেশ, ২০ ডিসেম্বর ২০২৩

[১৫৮] 'ভুঁইফোড়' সেই দুই দল বিএনএম ও বিএসপিকে নিবন্ধন দিল ইসি, প্রথম আলো, ১০ আগস্ট ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/politics/de7tkjncdx, সর্বশেষ প্রবেশ, ২০ ডিসেম্বর ২০২৩

[১৫৯] রাজধানীর 'ছোট কক্ষ' থেকে গুলশানের 'আলিশান' কার্যালয়ে বিএনএম, প্রথম আলো, ২৪ নভেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/politics/d1gnnuv37k, সর্বশেষ প্রবেশ, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৩

[১৬০] 'ভুঁইফোড়' দুই দলের নিবন্ধন কি সরকারের পরামর্শে, প্রথম আলো, ১৮ জুলাই ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/politics/eg38l4tb6d, সর্বশেষ প্রবেশ, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৩

[১৬১] ইসির ভূমিকা আরও প্রশ্নবিদ্ধ, প্রথম আলো, ১৯ জুলাই ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/opinion/editorial/8vb8avedjd, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩১ জানুয়ারি ২০২৪

[১৬২] থামেনি আ. লীগে দ্বন্দ্ব সংঘাত, কালের কণ্ঠ, ৭ এপ্রিল ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://www.kalerkantho.com/print-edition/first-page/2024/04/07/1378142, সর্বশেষ প্রবেশ, ৭ এপ্রিল ২০২৪

[১৬৩] স্বতন্ত্র প্রার্থীরা কি আওয়ামী লীগে কোন্দল বাড়াবেন, বিবিসি, ২৮ নভেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.bbc.com/bengali/articles/cqlpggl397qo, সর্বশেষ প্রবেশ, ৩১ মার্চ ২০২৪

[১৬৪] নির্বাচন নিয়ে নৌকা ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর বিরোধ অওয়ামী লীগে কি প্রভাব রাখবে, বিবিসি, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.bbc.com/bengali/articles/cv2dvl5gz3lo, সর্বশেষ প্রবেশ, ৩১ মার্চ ২০২৪

[১৬৫] গঠনতন্ত্রে বহিষ্কারের কথা থাকলেও স্বতন্ত্রদের কাছে টানছে দল, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://bitly.cx/kZEF, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩১ জানুয়ারি ২০২৪

প্রভাবশালী দেশ ও দেশের কূটনীতিকদের ভূমিকা

২৪ মে ২০২৩ তারিখে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের স্বার্থে নতুন ভিসা নীতির ঘোষণা করে। এই নীতির আওতায় কোনো বাংলাদেশী ব্যক্তি দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন প্রক্রিয়া ব্যহত করার জন্য দায়ী হলে বা চেষ্টা করলে বলে প্রতিয়মান হলে যুক্তরাষ্ট্র তাকে ভিসা প্রদানে বিধিনিষেধ আরোপ করবে।[১৬৬] এছাড়া, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রসহ প্রভাবশালী দেশসমূহ বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন শান্তিপূর্ণ এবং অংশগ্রহণমূলক দেখার প্রত্যাশা করে এবং নির্বাচন কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে কূটনীতিকরা এ বিষয়ে আলোচনা অব্যাহত রাখেন।[১৬৭] তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে বিএনপিসহ বিরোধী দলগুলো সরকার পতন এবং নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের আন্দোলন অব্যাহত রাখে। এই প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রসহ প্রভাবশালী দেশগুলো কর্তৃক সকল দলকে শর্তহীন সংলাপে বসার পরামর্শ দেয়। যুক্তরাষ্ট্র প্রধান তিনটি রাজনৈতিক দলকে সংলাপের আহবান জানিয়ে চিঠিও প্রদান করে।[১৬৮]

সরকার বিরোধী দলগুলোর ভূমিকা

৭ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখের মধ্যে নির্বাচন আয়োজনের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা প্রতিপালনে নির্বাচনের সকল প্রস্তুতি নির্বাচন কমিশন সম্পন্ন করে।[১৬৯] অন্যদিকে, বিএনপিসহ সমমনা দলগুলো নির্বাচন বর্জনসহ তফসিল-পরবর্তী বিবিধ কর্মসূচির প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তফসিল ঘোষণা না করার দাবিও জানায় প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো।[১৭০] পরবর্তীতে বিএনপিসহ নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলো ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে না যাওয়া, ভোট প্রদান থেকে বিরত থাকা, কর ও ইউটিলিটি বিল প্রদান না করা এবং হরতাল-অবরোধ কর্মসূচি প্রদানসহ সরকার পতন না হওয়া পর্যন্ত 'অসহযোগ আন্দোলনের' ডাক দেয়।[১৭১]

৩.৫. নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা

নির্বাচন কমিশন ২০২৩ সালের ১৫ নভেম্বর তফসিল ঘোষণা করে। মনোনয়ন দাখিলের শেষ সময় ছিল ৩০ নভেম্বর ২০২৩।[১৭২] এই সময়ের মধ্যে মোট ২ হাজার ৭১৬ জন মনোনয়ন দাখিল করে। মনোনয়ন যাচাই-বাছাই সম্পন্ন হয় ১-৪ ডিসেম্বর ২০২৩। যাচই-বাছাইয়ের পর মোট ৭৩১টি মনোনয়নপত্র বাতিল করে নির্বাচন কমিশন। বৈধ মনোনয়নপত্র (চূড়ান্ত প্রার্থী) ছিল ১ হাজার ৯৭৯ জন, যার মধ্যে ২২ শতাংশের অধিক স্বতন্ত্র (৪৪৬ জন)। নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী ছিল ১ হাজার ৫৩৩ জন।[১৭৩] ১৮ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে প্রার্থীদের প্রতীক বরাদ্দ করা হয় এবং প্রচারণার জন্য অনুমোদিত সময় ছিল ১৮ ডিসেম্বর ২০২৩ থেকে ৫ জানুয়ারি ২০২৪। ৭ জানুয়ারি ২০২৪ জাতীয় নির্বাচনের দিন ধার্য করা হয়।

সারণি ৬: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিভিন্ন ধাপ

ক্রম	দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিভিন্ন ধাপ	সময়সীমা	সংখ্যা
১	নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা	১৫ নভেম্বর ২০২৩	-
২	মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ সময়	৩০ নভেম্বর ২০২৩	২,৭১৬ জন
৩	যাচাই-বাছাই	১-৪ ডিসেম্বর ২০২৩	-

[১৬৬] বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বচনে কেউ বাধা দিলো তার মার্কিন ভিসা মিলবে না, বিবিসি, ২৫ মে ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.bbc.com/bengali/articles/cv2k0lkzk3lo, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩১ মার্চ ২০২৪
[১৬৭] অংশগ্রহণমূল নির্বাচন দেখতে চায় পুরো বিশ্ব, দেশ রূপান্তর, ৩০ নভেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://bitly.cx/R7cQ1, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩১ মার্চ ২০২৪
[১৬৮] তফসিল ঘোষণার পরই প্রত্যাখ্যান করে রাস্তায় নামবে বিএনপি, কালের কণ্ঠ, ১৫ নভেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.kalerkantho.com/online/Politics/2023/11/14/1336349, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩১ মার্চ ২০২৪
[১৬৯] পরিস্থিতি অনুকূলে থাকুক আর না থাকুক, নির্ধারিত সময়েই নির্বাচন: সিইসি, ডেইলি স্টার, ৩১ অক্টোবর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/election/news-528496, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩১ মার্চ ২০২৪
[১৭০] প্রাগুক্ত
[১৭১] অসহযোগ আন্দোলনের ডাক বিএনপির, ভোট বর্জন ও কর-খাজনা না দেওয়ার আহবান, বিবিসি, ২০ ডিসেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.bbc.com/bengali/articles/cll7zmpveqqo, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩১ মার্চ ২০২৪
[১৭২] জাতীয় নির্বাচনে ভোটগ্রহণ ৭ জানুয়ারি, মনোনয়ন জমা ৩০ নভেম্বর, বাংলা ডেইলি স্টার, ১৫ নভেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন: https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/election/news-533076, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৭ নভেম্বর ২০২৩
[১৭৩] দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন: কোন দলের কত প্রার্থী, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ৩ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন: https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/o576qphtwh, সর্বশেষ প্রবেশ: ৫ জানুয়ারি ২০২৪

ক্রম	দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিভিন্ন ধাপ	সময়সীমা	সংখ্যা
৪	মনোনয়নপত্র বাতিল	”	৭৩১ জন
৫	মনোনয়নপত্র বাতিলের বিরুদ্ধে আপিল	৬-১৫ ডিসেম্বর ২০২৩	৫৬১ জন
৬	আদালতের রায়ে প্রার্থীতা ফেরত	”	৭৬ জন
৭	প্রার্থীতা প্রত্যাহার	১৭ ডিসেম্বর ২০২৩	৪৫৭ জন
৮	বৈধ মনোনয়নপত্র	”	১,৯৭৯ জন
৯	প্রতীক বরাদ্দ	১৮ ডিসেম্বর ২০২৩	-
১০	প্রচারণার জন্য অনুমোদিত সময়	১৮ ডিসেম্বর ২০২৩ - ৫ জানুয়ারি ২০২৪	১৮ দিন
১১	নির্বাচনের দিন	৭ জানুয়ারি ২০২৪	১৮৯৫ জন[১৭৪]

৩.৬. মনোনয়নের জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ ও মনোনয়ন চূড়ান্তকরণ

আবেদন গ্রহণ ও প্রার্থীর হলফনামার তথ্য যাচাই-বাছাই

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী নিবন্ধিত দল ছিল মোট ২৮টি এবং চূড়ান্তভাবে বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৮৯৫। তবে নির্বাচন কমিশন প্রকাশিত তথ্য মতে মোট ৩০টি দল নির্বাচনে অংশগ্রহণের কথা বলা হলেও দলগুলোর নাম জানানো হয়নি।[১৭৫] আদালতের আদেশে প্রার্থীতা ফেরত পাওয়ার পর দলীয় প্রার্থী হয় ১ হাজার ৫৩৪ জন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী হয় ৪৩৬ জন, যার একটি বড় অংশ ছিল আওয়ামী লীগের।[১৭৬] সবচেয়ে বেশি প্রার্থী ছিল আওয়ামী লীগের ২৬৬ জন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ প্রার্থী ছিল জাতীয় পার্টির ২৬৫ জন এবং তৃতীয় সর্বোচ্চ প্রার্থী প্রদান করে তৃণমূল বিএনপির ১৩৫ জন। এছাড়া, ন্যাশনাল পিপলস পার্টি ১২২ জন, বাংলাদেশ কংগ্রেস ৯৬ জন, বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি ৭৯, জাসদ (মশাল) ৬৩ এবং বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট ৬৩ জন প্রার্থী প্রদান করে।[১৭৭]

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের হলফনামায় প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি ব্যবসায়ী (৫৭ শতাংশ) এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কোটিপতি (১৬৪ জন) প্রার্থী অংশগ্রহণ করে। হলফনামায় প্রদত্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় ১৫ বছরের ব্যবধানে অনেক প্রার্থীর অস্থাবর সম্পদ অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে। কোটিপতি প্রার্থীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। শতকোটি টাকার মালিক এমন প্রার্থী ১৮ জন। প্রার্থীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের নামে বৈধসীমার (৩৩ একর) বেশি (সর্বোচ্চ ৮১৩ একর) ভূমির মালিকানা রয়েছে, ২৭ শতাংশ প্রার্থীর ঋণ বা দায় রয়েছে, এবং ১৭০ জন প্রার্থীর নামে মামলা রয়েছে।[১৭৮] আইন অনুযায়ী হলফনামায় ভুল বা মিথ্যা তথ্য দিলে প্রার্থিতা বাতিল হওয়ার কথা থাকলেও মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর স্বল্প সময়ের অজুহাতে নির্বাচন কমিশন প্রার্থীদের হলফনামায় প্রদত্ত তথ্য সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই করেনি। প্রার্থীদের হলফনামায় প্রদত্ত আয়-ব্যয়, সম্পদ, ঋণ এবং দায় বিবরণীসহ অন্যান্য তথ্যের সঠিকতা ও পর্যাপ্ততা এবং আয় এবং সম্পদ কতোটা বৈধ উপায়ে অর্জিত তা যাচাইয়ের সুযোগ থাকলেও তা করা হয়নি।[১৭৯,১৮০]

---

[১৭৪] দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন: কোন দলের কত প্রার্থী, বিডিনিউজ টুয়েন্টিফোর ডটকম, ৩ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/o576qphtwh, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩১ মার্চ ২০২৪

[১৭৫] শেষ পর্যন্ত কয়টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে এলো, বিবিসি বাংলা, বিস্তারিত দেখুন- https://www.bbc.com/bengali/articles/cekpm5lkgpko, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩১ মার্চ ২০২৪

[১৭৬] দলীয় প্রার্থীর চেয়ে স্বতন্ত্র বেশি আওয়ামী লীগের, দৈনিক প্রথম আলো, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/politics/nfosqy7ukk, সর্বশেষ প্রবেশ: ২১ জানুয়ারি ২০২৪

[১৭৭] দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন: কোন দলের কত প্রার্থী, বডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ৩ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/o576qphtwh, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩১ মার্চ ২০২৪

[১৭৮] নির্বাচনী হলফনামার তথ্যচিত্র জনগণকে কী বার্তা দিচ্ছে? টিআইবি, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://ti-bangladesh.org/images/2023/report/kyc/Holofnama-presentation-Know-Your-Candidate_updated.pdf, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৬ জানুয়ারি ২০২৪

[১৭৯] হলফনামায় সম্পদ বৃদ্ধি, খতিয়ে দেখার দায়িত্ব কাদের, বিবিসি বাংলা, ৬ ডিসেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.bbc.com/bengali/articles/cjmpdgm4yjno, সর্বশেষ প্রবেশ: ১ জানুয়ারি ২০২৪

প্রার্থী মনোনয়ন

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সাবেক সরকারি কর্মকর্তা, যেমন চিকিৎসক, সেনা ও পুলিশ কর্মকর্তা, প্রশাসনের কর্মকর্তা, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি[১৮১] এবং তাদের পরিবারের প্রায় ১৫০ জন সদস্য আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন প্রাপ্তির আবেদন করে।[১৮২] এর মধ্যে ৪০ জনকে দলীয় মনোনয়ন প্রদান করে। এছাড়া, তারকা ক্রিকেটার, অভিনেতা ও শিল্পীদের মনোনয়ন দেওয়া হয়।[১৮৩] কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সব প্রার্থীর মনোনয়ন চূড়ান্ত করা হয় যেখানে তৃণমূলের সুপারিশের ভিত্তিতে মনোনয়ন দেওয়ার প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়নি।[১৮৪] অতীতে দলীয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত না হলেও পারিবারিক, সরকারি চাকরি এবং তারকাখ্যাতির সূত্রে মনোনয়ন নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।[১৮৫,১৮৬]

বিএনপিসহ ১৫টি নিবন্ধিত দলের অনুপস্থিতি ও তাদের নির্বাচন বর্জনের প্রেক্ষাপটে নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি বৃদ্ধি, নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এবং উৎসবমুখর দেখাতে ক্ষমতাসীন দল বিবিধ কৌশল গ্রহণ করে।[১৮৭] সংসদের প্রধান বিরোধী দল জাতীয় পার্টি এবং জোটভুক্ত কয়েকটি দলের সাথে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ আসন ভাগাভাগি ও সমঝোতা করে।[১৮৮]

চিত্র ৬: সাবেক সরকারি কর্মকর্তা-তারকা-শিল্পীদের দলীয় মনোনয়ন প্রাপ্তি (জন)

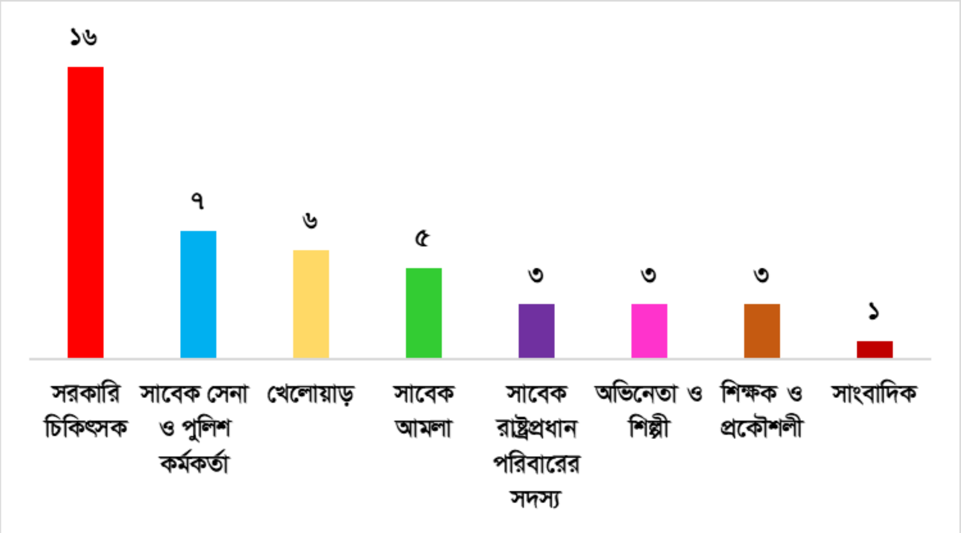

---

[১৮০] নির্বাচনী হলফনামার তথ্যচিত্র জনগণকে কী বার্তা দিচ্ছে? টিআইবি, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://ti-bangladesh.org/images/2023/report/kyc/Holofnama-presentation-Know-Your-Candidate_updated.pdf, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৬ জানুয়ারি ২০২৪

[১৮১] ভোটের মাঠে সাবেক রাষ্ট্রপতির সন্তানেরা, আলোচনায় 'ভাই-বোনের লড়াই', প্রথম আলো, ০৩ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/2qts9hvf17, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩ জানুয়ারি ২০২৪

[১৮২] সাবেক আমলা-পুলিশ, তারকা আওয়ামী লীগের মনোনয়ন দৌড়ে, প্রথম আলো, ২২ নভেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/politics/gnv61f5mf1, সর্বশেষ প্রবেশ: ১ জানুয়ারি ২০২৪

[১৮৩] নৌকায় উঠতে তারকাদের দৌড়ঝাপ, নিউজ বাংলা ২৪, ২২ নভেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.newsbangla24.com/news/235895/Stars-rush-to-board-the-boat, সর্বশেষ প্রবেশ: ১ জানুয়ারি ২০২৪

[১৮৪] মাঠ পর্যায়ে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার

[১৮৫] টিকিট পাচ্ছেন দেড় দশকের প্রভাবশালী সাবেক আমলা সেনা ও পুলিশ কর্মকর্তা, বণিক বার্তা, ২৬ নভেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://bonikbarta.net/home/news_description/362611/,সর্বশেষ প্রবেশ: ১ জানুয়ারি ২০২৪

[১৮৬] প্রতিটি আসনে গড়ে ১১ প্রার্থী, কীভাবে আওয়ামী লীগ তালিকা চূড়ান্ত করছে?, বিবিসি বাংলা, ২৪ নভেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.bbc.com/bengali/articles/cgep4k9wr95o, সর্বশেষ প্রবেশ: ২ জানুয়ারি, ২০২৪

[১৮৭] নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভোটার আনার ছক বনাম সংঘাতের ভয়, বিবিসি বাংলা, ৫ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://www.bbc.com/bengali/articles/c2xy5dzrrmpo, সর্বশেষ প্রবেশ: ৯ জানুয়ারি ২০২৪

[১৮৮] ৩২ আসন ছাড়ল আওয়ামী লীগ, প্রথম আলো, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/politics/gxgt94xlef, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৫ ডিসেম্বর ২০২৩

স্বতন্ত্র এবং জোটের মধ্যে থেকে অনুগতদের বিরোধী দল হিসেবে রাখার কৌশলও অবলম্বন করে। জোটভুক্ত না হলেও কমিশনকে আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি দিয়ে জাতীয় পার্টির জন্য ২৬টিসহ মোট ৩২টি আসন থেকে আওয়ামী লীগ দলীয় প্রার্থী প্রত্যাহার করে নেয়।[১৮৯] এছাড়া, প্রতিটি আসনে আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা হয় এবং উৎসাহিত করা হয়।[১৯০] আসন ভাগাভাগি ও সমঝোতার পাশাপাশি প্রতিটি আসনে আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থী রাখাসহ দলীয় গঠনতন্ত্র ও শৃঙ্খলা ভেঙ্গে নিজ দলের মনোনয়ন-বঞ্চিতদের স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করার সুযোগ প্রদান করা হয়।[১৯১]

মনোনয়নপত্র বাতিলের কারণ

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনে ২৭১৬ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।[১৯২] মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই করে ৭৩১ জনের প্রার্থিতা বাতিল করেন রিটার্নিং কর্মকর্তারা। মনোনয়নপত্র বাতিলের পর বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১ হাজার ৯৮৫ জন। অধিকাংশ মনোনয়ন রিটার্নিং কর্মকর্তারা প্রাথমিক বাছাইয়ে শর্ত পূরণসহ না করাসহ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর আপিলের প্রেক্ষিতে বাতিল করেন। এছাড়া, বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ঋণখেলাপির দায়ে ১১৮ জনের মনোনয়ন বাতিল হয়। অন্যান্য কারণের মধ্যে অসম্পূর্ণ মনোনয়নপত্র দাখিল, হলফনামায় তথ্য গোপন, অসত্য তথ্য প্রদান, দলের কমিটি নিয়ে বিরোধ, স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এক শতাংশ ভোটারের তালিকায় ভুয়া স্বাক্ষর, দ্বৈত নাগরিকত্ব ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[১৯৩] তবে কোন কারণে কত জনের প্রার্থীতা বাতিল হয়েছে সে বিষয়ে নির্বাচন কমিশন কোনো তথ্য উন্মুক্ত করেনি।

৩.৭. উপসংহার

সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হলেও প্রার্থীদের নির্বাচনী আয়-ব্যয়, নির্বাচনের পরিবেশ তৈরিসহ প্রস্তুতিমূলক বিবিধ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সম-প্রতিযোগিতা ক্ষেত্র প্রস্তুত করে একটি অংশগ্রহণমূলক এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন আয়োজনে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে নির্বাচন কমিশন। নতুন দল নিবন্ধনের প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে না পারা, অংশগ্রহণমূলক এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি না করা, নির্বাচনে বিরোধী দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য উদ্যোগ না নেওয়া, সরকার কর্তৃক বিরোধীদের দমন বন্ধ করায় ভূমিকা গ্রহণ না করাসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নির্বাচন কমিশন নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে, এবং ক্ষেত্রবিশেষে দায়িত্ব এড়িয়ে গেছে।

নতুন দল গঠনসহ ক্ষমতাসীন দল নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এবং উৎসবমুখর দেখাতে দলীয় মনোনীত প্রার্থীর পাশাপাশি দল থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী দাঁড় করানো, আসন ভাগাভাগি ও সমঝোতাসহ নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করেছে। রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপ আয়োজন সফল না হওয়াসহ নির্বাচন-পূর্ব সময় থেকে নির্বাচনকালীন সময় পর্যন্ত বিরোধীদলীয় রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার চলমান থেকেছে এবং সংঘাতময় পরিস্থিতির মধ্যেই নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। মনোনয়নপত্র সঠিকভাবে যাচাই-বাছাইয়ে ঘাটতিও পরিলক্ষিত হয়েছে। ক্ষমতাসীন দল ও জোটের অনেক মনোনয়ন-প্রত্যাশী প্রার্থী তফসিল ঘোষণার অনেক আগে থেকেই নিজ নিজ আসনে প্রচারণা চালিয়েছেন। বড় রাজনৈতিক দলগুলো প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ার সময় তৃণমূলের মতামত গ্রহণ করেনি। অন্যদিকে, যে দলগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে তাদের প্রচারণা কার্যক্রমসহ প্রার্থীদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত এবং তাদের নেতা-কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশন ব্যর্থ হয়েছে।

---

[১৮৯] ৩২ আসন ছাড়ল আওয়ামী লীগ, প্রথম আলো, ১৮ ডিসেম্বও ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/politics/gxgt94xlef, সর্বশেষ প্রবেশ: ০২ জানুয়ারি ২০২৪

[১৯০] বিনা প্রতিদ্বান্দ্বিতা ঠেকাতে বিকল্প প্রার্থী রাখার পরামর্শ শেখ হাসিনার, প্রথম আলো, ২৭ নভেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/politics/94w43rdtgm, সর্বশেষ প্রবেশ: ০২ জানুয়ারি ২০২৪

[১৯১] ২৮ বছর পর আবার আলোচনায় স্বতন্ত্র প্রার্থীরা, দৈনিক প্রথম আলো, ০৫ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/xqqbehipom, সর্বশেষ প্রবেশ: ৯ জানুয়ারি ২০২৪

[১৯২] 'বাছাইয়ে বাতিল ৭৩১ জনের প্রার্থিতা, বৈধ ঘোষণা ১৯৮৫ জনের মনোনয়নপত্র', বিবিসি বাংলা, ৫ ডিসেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন: https://www.bbc.com/bengali/articles/c0325kwken4o, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩১ জানুয়ারি ২০২৪

[১৯৩] মনোনয়নপত্র বাতিল: ১ শতাংশ ভোটারের সমর্থন দেখাতে ব্যর্থ ৩৫০ প্রার্থী, বাংলা ডেইলি স্টার, ৬ ডিসেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন: https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/election/news-539171, সর্বশেষ প্রবেশ: ১ জানুয়ারি ২০২৪

অধ্যায় চার: নির্বাচনকালীন সময়

এ অধ্যায়ে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের নির্বাচনকালীন সময়ের কার্যক্রমের ওপর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা হয়েছে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে নির্বাচনের পরিবেশ, নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, নির্বাচনী প্রচারণা, নির্বাচন অনুষ্ঠান, এবং ভোট গণনা ও ফল প্রকাশ।

৪.১. নির্বাচনের পরিবেশ

নির্বাচনকালীন সময়ে, বিশেষকরে, তফসিল ঘোষণার পরও সারাদেশে সরকার বিরোধী দলগুলোর বিরুদ্ধে একধরণের দমনমূলক পরিবেশ বিরাজমান ছিল।[১৯৪] বিরোধী দলকে এবং বিরোধী রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের মামলা দিয়ে, গ্রেফতার করে ও বিচারের মুখোমুখি করে তাদের রাজনীতির মাঠে কোণঠাসা করে রাখা হয়। সমমনা দলগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রেখে এবং পরিকল্পিতভাবে একপক্ষীয় নির্বাচনের আয়োজন করা হয়েছে যেখানে ক্ষমতাসীন দলের বাইরে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা হয়নি। এমন পরিবেশের মধ্য নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। সারাদেশে ৪২ হাজার ২৪টি ভোটকেন্দ্র ও ২ লাখ ৬১ হাজার ৫৬৫টি ভোট কক্ষ প্রস্তুত করা হয়। এর মধ্যে ১০ হাজার ৩০০টি কেন্দ্র (২৪.৪ শতাংশ) ঝুঁকিপূর্ণ (অতি গুরুত্বপূর্ণ) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।[১৯৫] নির্বাচন ব্যবস্থাপনায় সরকারি-বেসরকারি চাকুরজীবী ও প্রশাসন থেকে জনবল নিয়োজিত করা হয়।

নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে জনবল

নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন পর্যায়ে নির্বাচনী কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করে। নির্বাচন ব্যবস্থাপনায় সরকারি-বেসরকারি চাকুরীজীবি ও প্রশাসন থেকে মোট ৯ লাখ ৯ হাজার ৫২৯ জন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বিভিন্ন বাহিনী থেকে মোট ৭ লাখ ৪৭ হাজার ৩২২ জন সদস্য নিয়োগ করা হয়।[১৯৬] তদারকি ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনার জন্য ১ হাজার ৪৫৫ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে দায়িত্ব প্রদান ও ৩০০টি 'নির্বাচনী অনুসন্ধান কমিটি' গঠন করে নির্বাচন কমিশন। [১৯৭]

সারণি ৭: নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে জনবল

নির্বাচন পরিচালনা কর্মকর্তা		
নির্বাচন কর্মকর্তা		সংখ্যা
রিটার্নিং অফিসার (৬৬ জন)		
	জেলা প্রশাসক	৬৪ জন
	বিভাগীয় কমিশনার	০২ জন
সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা (৫৯২ জন)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	৪৯৫ জন
	থানা নির্বাচন অফিসার	৫৬ জন
	উপ-পরিচালক	১৪ জন
	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক	৮ জন
	জোনাল এক্সিকিউটিভ অফিসার	১১ জন
	এক্সিকিউটিভ অফিসার	৫ জন

[১৯৪] তফসিলের পরও সারা দেশে ধরপাকড়, মানবজমিন, ১৯ নভেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://mzamin.com/news.php?news=84202, সর্বশেষ প্রবেশ: ১০ জানুয়ারি ২০২৪

[১৯৫] কত ভোটকেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ, নেওয়া হচ্ছে কী ব্যবস্থা?, বাংলা ট্রিবিউন, ০৩ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://bitly.cx/ghbHR, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩১ জানুয়ারি ২০২৪

[১৯৬] ভোটে মাঠে থাকবেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাড়ে ৭ লাখ সদস্য, দৈনিক প্রথম আলো, ২০ নভেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/politics/daqownf1x1, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৫ জানুয়ারি ২০২৪

[১৯৭] প্রাগুপ্ত

	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	২ জন
	সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন)	১ জন
প্রিসাইডিং আফিসার		৪ লাখ ৬ হাজার ৩৬৪ জন
সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার		২ লাখ ৮৭ হাজার ৭২২ জন
পোলিং আফিসার		৫ লাখ ৭৫ হাজার ৮৪৩ জন
মোট ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত)		৯ লাখ ৯ হাজার ৫২৯ জন
আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বিভিন্ন বাহিনী		৭ লাখ ৪৭ হাজার ৩২২ জন

৪.২. প্রচারণা সময় নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন

ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক ৫০ শতাংশ ভোটার উপস্থিতি নিশ্চিতে জোর প্রদান করা হয়।[১৯৮,১৯৯] এর অংশ হিসেবে নির্বাচনের দায়িত্ব পালনকারী আনসার ভিডিপি'র সদস্যসহ নির্বাচন গ্রহণ সংশ্লিষ্টদের পরিবারের সদস্যদের ভোট কেন্দ্রে যাওয়া নিশ্চিতে নির্দেশ প্রদান করা হয়।[২০০,২০১] নির্বাচনে সাধারণ ভোটারসহ প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সরকারি সেবা ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ভাতা বন্ধেরও হুমকি প্রদান করে। ক্ষমতাসীন দলের সভায় না এলে, ভোট কেন্দ্রে না গেলে এবং নির্দিষ্ট প্রতীকে ভোট না দিলে সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের ভাতা, ভাতার কার্ড এবং সুবিধাভোগীর তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া; বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সংযোগ বন্ধ করাসহ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা এবং সিটি কাউন্সিল কর্মকর্তা কর্তৃক জনগণকে বিবিধ সেবা বন্ধের হুমকি[২০২] এবং স্থানীয় চেয়ারম্যান ও মেম্বার কর্তৃক কার্ডপ্রাপ্ত সুবিধাভোগীদের চিহ্নিত করা এবং খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির সুবিধাভোগীর কার্ড জব্দ করা,[২০৩] বিরোধী দলের সমর্থকদের সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের সুবিধাভোগীর তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার হুমকি প্রদান করা হয়।[২০৪] এছাড়া, ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার এবং ভোট প্রদানের জন্য সাধারণ ভোটারদের ওপর চাপ প্রয়োগ করা হয়।[২০৫]

৪.২.১ সরকারি কর্মকর্তাদের চাকুরি বিধি এবং নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন

নির্দিষ্ট প্রার্থীদের নির্বাচনে জয়ী করতে বিবিধ বক্তব্য প্রদান

সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষমতাসীন দলের প্রতি আনুগত্য ও পক্ষপাতমূলক কার্যক্রমে অংশ নেওয়াসহ ক্ষমতাসীন দলের সমর্থনে এবং নির্দিষ্ট প্রার্থীদের নির্বাচনে জয়ী করতে বিবিধ বক্তব্য প্রদান করেছেন। গবেষণাভুক্ত এলাকায় আওয়ামী লীগের ৪৫.৫ শতাংশ এবং স্বতন্ত্র (আওয়ামী লীগ) ১৮.৯ শতাংশ প্রার্থীর প্রচারণায় প্রার্থীর পক্ষে সরকারি সুবিধাভোগী ব্যক্তি এবং কর্মকর্তারা প্রচারণাসহ বিবিধ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন (সারণি ২১)। পুলিশ কর্তৃক সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলরদের ভোটকেন্দ্রে ভোটার হাজির করানোর উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। নির্বাচনী প্রচারণায় সরকারি স্থাপনা ব্যবহার করা হয়েছে।

---

[১৯৮] ৪০-৫০ % ভোটারের অঙ্কে আওয়ামী লীগ, দেশ রূপান্তর, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://bitly.cx/9l4a, সর্বশেষ প্রবেশ: ০৯ জানুয়ারি ২০২৪

[১৯৯] ৫০ শতাংশ ভোটার উপস্থিতির লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ, ডেইলি ষ্টার, ৭ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/election/national-election-2024/news-548806, সর্বশেষ প্রবেশ: ০৯ জানুয়ারি ২০২৪

[২০০] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৩

[২০১] ভোটার কেন্দ্রে আনতে প্রার্থী কর্মী প্রশাসন গলদঘর্ম, সমকাল, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://bitly.cx/SbPL,সর্বশেষ প্রবেশ: ৩ জানুয়ারি ২০২৪

[২০২] নৌকায় ভোট দিতে হবে, নয়তো পানি-বিদ্যুৎ-গ্যাস থাকবে না, ডেইলি স্টার বাংলা, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/election/national-election-2024/news-545056 , সর্বশেষ প্রবেশ: ২১ জানুয়ারি ২০২৪

[২০৩] ভোটকেন্দ্রে না গেলে ভাতা বন্ধের হুমকি দিয়ে ক্ষমা চাইলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী, *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন: https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/d6ydcall9d, সর্বশেষ প্রবেশ: ২১ জানুয়ারি ২০২৪

[২০৪] 'বিএনপির ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে না এলে সুবিধাভোগীর তালিকা থেকে নাম কাটা যাবে', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০ ডিসেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/gmjs5b7krl, সর্বশেষ প্রবেশ: ২১ জানুয়ারি ২০২৪

[২০৫] ভাট না দিলে ভাতা বন্ধের হুমকি, *ডয়চে ভেলে*, ৬ জানুয়ারি ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://bitly.cx/L0USk, সর্বশেষ প্রবেশ: ২১ জানুয়ারি ২০২৪

বক্স ১: নির্বাচনী প্রচারণায় সরকারি কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ এবং সরকারি স্থাপনা ব্যবহার

"আমাদের আসনে ক্ষমতাসীন দলের একজন প্রার্থীর প্রচারণায় সরকারি কর্মকর্তা ভোট চাওয়াসহ প্রচারণায় অংশগ্রহণ করেছেন। সুবিধাভোগী সমাবেশে তিনি সরকারি ভাতাভোগীদের এনে তাদের একটি নির্দিষ্ট দলে ভোট দেয়ার জন্য শপথ করান। প্রচারণায় তিনি বলেন, এবার যে ভোট দিবে না তাকে চিহ্নিত করার ব্যবস্থা আছে, তারপর লিস্ট দেখে দেখে ভাতা কার্ড বাতিল করা হবে। একটি সরকারি স্কুলের মাঠে এমন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং সেই স্কুলে পরীক্ষাও চলছিল। স্কুল কর্তৃপক্ষ কিভাবে অনুমতি দিয়েছে এমন অনুষ্ঠানের জানতে চাইলে তারও কোন উত্তর পাইনি।"

- গবেষণাভুক্ত একটি আসনের জনৈক সাংবাদিক

একই ধরণের চিত্র দেশের অন্যান্য আসনেও পরিলক্ষিত হয়েছে। চাকুরি বিধি ভেঙ্গে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীদের পক্ষে প্রচারণায় অংশগ্রহণ করা, রিটার্নিং কর্মকর্তা, পোলিং কর্মকর্তা, আইন শৃঙ্খলা ও প্রশাসনের কর্মকর্তাদের প্রচারণা ও ভোট চাওয়াসহ নির্বাচনী কার্যক্রমে অংশগ্রহণের নানা অভিযোগ রয়েছে।[২০৬,২০৭]

ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থী, সাবেক আমলা ও কর্মকর্তাদের পক্ষে প্রচারণায় অংশগ্রহণ

মন্ত্রী, এমপিসহ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সাবেক আমলা ও কর্মকর্তাদের পক্ষে প্রচারণায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। নির্বাচন ও প্রচারণায় সরকারি স্থাপনা ও সম্পদ ব্যবহারসহ কয়েকজন মন্ত্রীর পক্ষে মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তাদের নির্বাচনী সংবাদ প্রেরণের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। জেলা-উপজেলা পর্যায়ে সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রচারণা, সংবাদ প্রেরণসহ বিবিধ কার্যক্রমে অংশগ্রহণেরও অভিযোগ রয়েছে।[২০৮] সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীদের পক্ষে নির্বাচনী কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ায় সরকারি চাকুরি বিধি ভঙ্গ হলেও সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও মন্ত্রণালয় কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।[২০৯] নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গের প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

সরকারি চাকুরিজীবীদের বদলির সুযোগের ঢালাও ব্যবহার

কমিশনের অনুমতি সাপেক্ষে সরকারি চাকুরিজীবীদের বদলির সুযোগের ঢালাও ব্যবহার করে জেলা প্রশাসকসহ সরকারি কর্মকর্তা বদলি করা হয়েছে এবং কমিশন কর্তৃক সহকারী উপজেলা/সহকারী থানা নির্বাচন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে।[২১০] নির্বাচনকালীন বদলি সংক্রান্ত কার্যক্রমেও অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। বিশেষকরে, টাকার বিনিময়ে এবং তদবিরের মাধ্যমে ওসিদের নির্দিষ্ট থানায় বদলি, পছন্দমতো জায়গায় বদলির জন্য তদবির, এসব কাজে রাজনৈতিক প্রভাব ব্যবহার করা রয়েছে।[২১১,২১২] তবে, নির্বাচনের একমাস আগে নির্বাচন পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বদলির বিষয়টি তাদের সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা মন্ত্রণালয়ে জানানো এবং সেই মোতাবেক পরিকল্পনা করা হয়নি। বদলিকৃত কর্মকর্তা কর্তৃক নতুন স্থানে দায়িত্ব বুঝে নেওয়া, ঝুঁকিপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ ভোটকেন্দ্র চিহ্নিত করা, ওসিদের স্থানীয়ভাবে পরিচিত হওয়া, তাদের কর্ম এলাকা এবং রাস্তাঘাট সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণা তৈরিসহ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় বিবিধ চ্যালেঞ্জ থাকলেও বদলির সময় এই বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়নি।[২১৩] অন্যদিকে, প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দলের নির্বাচনে অনুপস্থিতি এবং নির্বাচনে আসা দলগুলোর নিজেদের মধ্যে আসন

---

[২০৬] মাঠ পর্যায়ে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার এবং পর্যবেক্ষণ, ২২ ডিসেম্বর ২০২৩

[২০৭] দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, সরকারি কর্মকর্তারাও প্রার্থীর পক্ষে প্রচারে, *আজকের নিউজ*, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://bitly.cx/rEm, সর্বশেষ প্রবেশ: ২১ জানুয়ারি ২০২৪

[২০৮] বিধি ভেঙ্গে প্রার্থীদের পক্ষে সরকারি চাকরিজীবীরা, কালের কণ্ঠ, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.kalerkantho.com/online/national/2023/12/29/1350062, সর্বশেষ প্রবেশ: ২ জানুয়ারি ২০২৪

[২০৯] প্রাগুপ্ত

[২১০] সব ইএনও এবং ওসিকে বদলির সিদ্ধান্ত, কালের কণ্ঠ, ২ ডিসেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.kalerkantho.com/print-edition/first-page/2023/12/02/1341678, সর্বশেষ প্রবেশ: ২ জানুয়ারি ২০২৪

[২১১] মাঠ পর্যায়ে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৩

[২১২] ব্যাপক রদবদল- মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনে, দৈনিক জনকণ্ঠ, ৪ ডিসেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.dailyjanakantha.com/national/news/706170, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৬ জানুয়ারি ২০২৪

[২১৩] ইউএনও-ওসিদের বদলির নির্দেশনায় মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের 'অসন্তোষ', ডেইলি স্টার, ৩ ডিসেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/election/news-538211, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৪ ডিসেম্বর ২০২৩

ভাগাভাগি ও সমঝোতার প্রেক্ষাপটে এমন গণবদলি নির্বাচনকে নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু এবং সম-প্রতিযোগিতাপূর্ণ করতে বাস্তবে প্রভাব ফেলবেনা বলে সংশ্লিষ্ট তথ্যদাতারা জানান।[২১৪, ২১৫]

মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী, এমপি এবং দলীয় মনোনীত এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী কর্তৃক আচরণবিধির লঙ্ঘন

একাদশ জাতীয় সংসদের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং এমপি যাঁরা দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের জন্য দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন তাঁরাসহ দলীয় মনোনয়ন প্রাপ্ত এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বিবিধ আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন। তফসিল ঘোষণার আগেই নির্বাচনী প্রচারণা, শোডাউন করে মনোনয়ন জমা, নাগরিক সংবর্ধনায় অংশগ্রহণ, জনসংযোগ এবং পথসভায় মাইক ব্যবহার করে ভোট চেয়েছেন।[২১৬]

> ***বক্স ২: তফসিল ঘোষণার আগেই প্রার্থীদের প্রচারণা***
>
> *"আমি সারা বছরই শুনেছি আমাদের এমপি (সাংসদ) বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তার দলকে ভোট দেওয়ার জন্য বলেছেন। তফসিল ঘোষণার আগেই দেয়ালে রঙিন পোস্টার এবং বাজারে বেশ কয়েকটি তোরণ দেখেছি। মরটসাইকেল নিয়ে মিছিল হয়েছে কয়েকবার বাজারে, মিছিল শেষে খাবারের প্যাকেট দিয়েছে সবাইকে। আমাদের বাজারে ৩টি নির্বাচনী অফিস (ক্যাম্প) ছিলো, এখানে সারা দিন মাইকিং চলতো।"*
>
> *- গবেষণাভুক্ত একটি আসনের জনৈক ব্যবসায়ী*

আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে পদাসীন সংসদ সদস্যরা অধিক আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন। ৭ জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে নির্বাচনী অনুসন্ধান কমিটি ৭৪৬টি কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করে।[২১৭] এর মধ্যে ৯১ জন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী, ৫২ জন বর্তমান সাংসদ, মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী এবং ১৫৩ জন স্বতন্ত্রসহ অন্যান্য প্রার্থী।[২১৮] প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এসকল নির্বাচনী অপরাধ আমলে নিয়ে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচারের মাধ্যমে ৬১টি মামলা নিষ্পত্তি ও বিভিন্ন ধরনের দণ্ড প্রদান করে।[২১৯]

চিত্র ৭: নির্বাচনী অনুসন্ধান কমিটি কর্তৃক আচরণবিধি ভঙ্গকারী প্রার্থীদের নোটিশ প্রদান (অঞ্চল-ভিত্তিক সংখ্যা)

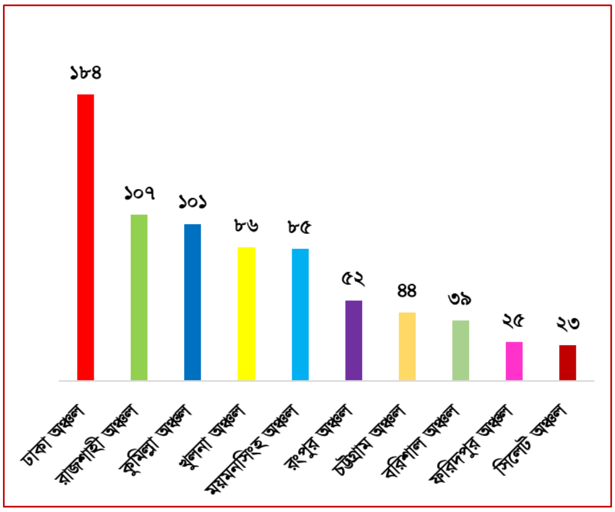

---

[২১৪] মাঠ পর্যায়ে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৩

[২১৫] বিএনপি ছাড়া নির্বাচন সেভাবে অংশগ্রহণমূলক করাটা কঠিন, ভয়েস অফ আমেরিকা, ০৪ জানুয়ারী, ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://www.voabangla.com/amp/7426024.html#amp_tf=From%20%251%24s&aoh=17116567357461&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩১ জানুয়ারি ২০২৪

[২১৬] মাঠ পর্যায়ে নির্বাচনকালীন সময় তথ্য সংগ্রহকারী কতৃক সরেজমিন পর্যবেক্ষণ

[২১৭] প্রার্থী-সমর্থকদের ইসির ৭৪৬ শোকজ, *ঢাকা পোস্ট*, ৬ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://www.dhakapost.com/national/250598, ২১ জানুয়ারি ২০২৪

[২১৮] আচরণবিধি বেশি ভাঙছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা', দৈনিক প্রথম আলো, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/politics/vnhuj2mdx4, সর্বশেষ প্রবেশ: ২১ জানুয়ারি ২০২৪

[২১৯] দেশজুড়ে ভোটের মাঠে ৬১ মামল', নিউজ বাংলা ২৪, ৮ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://www.newsbangla24.com/news/238520/61-cases-in-the-polling-field-across-the-country,সর্বশেষ প্রবেশ: ২১ জানুয়ারি ২০২৪

আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীর (আওয়ামী লীগ) মধ্যে সহিংসতা

আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীর (আওয়ামী লীগ) মধ্যে নির্বাচনকেন্দ্রিক সহিংসতা হয়েছে। স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মীকে কুপিয়ে হত্যা,[২২০] কর্মী ও সমর্থকের বাড়িতে হামলা, গুলি ও আগুন দেওয়া, গাড়িবহরে হামলা, ক্যাম্পে হামলা, প্রচারে বাধা প্রদান, পোষ্টার ছেঁড়া, যানবাহন ভাঙচুর করা হয়েছে।[২২১] নির্বাচনী প্রচারণাকালে মোট তিন জনের মৃত্যু হয়েছে।[২২২]

আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক স্থানীয় প্রশাসনকে ব্যবহার

নারীসহ স্বতন্ত্র প্রার্থী ও প্রার্থীর কর্মীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে গুলি ও হামলা করা হয়।[২২৩] সারা দেশে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীরা বিবিধভাবে অনেক বল প্রয়োগ করে। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক স্থানীয় প্রশাসনকে ব্যবহার, প্রশাসনসহ পুলিশের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট প্রার্থীর পক্ষে কাজ করা, স্বতন্ত্রসহ অন্যান্য প্রার্থী ও তার কর্মী-সমর্থকদের অভিযোগ আমলে না নেওয়া এবং থানায় মামলা গ্রহণ না করা অন্যতম।[২২৪,২২৫]

নির্বাচনী অনুসন্ধান কমিটি'র কার্যকরতা

মাঠ পর্যায়ে নির্বাচন-পূর্ব আচরণেবিধি লঙ্ঘনের বিষয় তদন্তের জন্য জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের সমন্বয়ে নির্বাচন কমিশন ৩০০টি 'নির্বাচনী অনুসন্ধান কমিটি' গঠন করে। এই অনুসন্ধান কমিটি নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম অনুসন্ধান করে প্রতিবেদন তৈরি করে সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কাছে সুপারিশ আকারে প্রতিবেদনটি পাঠান। সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা এই অনুসন্ধান প্রতিবেদন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিবের কাছে পাঠান। তবে এই 'নির্বাচনী অনুসন্ধান কমিটি'র আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিষয় তদন্ত করার এখতিয়ার নেই, শুধু সুপারিশ করতে পারার এখতিয়ার আছে।[২২৬, ২২৭] তারা শুধু কমিশনকে শুধু সুপারিশ করতে পারেন।[২২৮]

৪.৩. অর্থ ও পেশী শক্তি নিয়ন্ত্রণ

সাংবাদিকসহ প্রতিপক্ষ প্রার্থীদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।[২২৯,২৩০] ক্ষমতাসীন দলের এমপি এবং প্রার্থীর বিরুদ্ধে গবেষণাভূক্ত আসনে অর্থের বিনিময়ে ভোটক্রয়সহ অবৈধ অর্থ লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে।[২৩১] একই রকম চিত্র দেশের অন্যান্য

[২২০] নৌকার পক্ষে না থাকায় ঈগল প্রতীকের কর্মীকে কুপিয়ে হত্যা: স্বতন্ত্র প্রার্থী তাহমিনা বেগম, দৈনিক প্রথম আলো, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/sjgz9pzr3l, সর্বশেষ প্রবেশ: ২২ জানুয়ারি ২০২৪

[২২১] আট স্থানে নির্বাচনী সংঘাতে আহত ৬৩, চার ক্যাম্পে আগুন, *দৈনিক প্রথম আলো*, ৩ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/kdwh5hdnny, সর্বশেষ প্রবেশ: ২২ জানুয়ারি ২০২৪

[222] সংঘাত, মৃত্যুতে শেষ হলো প্রচার, ৫ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/politics/uwieeyyw5b, সর্বশেষ প্রবেশ: ৬ জানুয়ারি ২০২৪

[২২৩] শ্রীপুরে স্বতন্ত্র প্রার্থীর প্রচারণায় বাধা, মারধর, দুই নারীসহ আহত ৩, *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০ ডিসেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/bangladesh/1ktyw942sf, সর্বশেষ প্রবেশ: ৬ জানুয়ারি ২০২৪

[২২৪] স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ওপর হামলা ও চাপ বাড়ছে, ডিডাব্লিউ, ৩ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://bitly.cx/dv1Nd, সর্বশেষ প্রবেশ: ৭ জানুয়ারি ২০২৪

[২২৫] স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মীদের ওপর হামলা বেশি, *দৈনিক প্রথম আলো*, ২২ ডিসেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/7egkq2lt9f, সর্বশেষ প্রবেশ: ৭ জানুয়ারি ২০২৪

[২২৬] নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটি গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি, সময়নিউজ.টিভি, ২৫ নভেম্বর, ২০২৩ বিস্তারিত দেখুন- https://www.somoynews.tv/news/2023-11-25/FzsCC62z, সর্বশেষ প্রবেশ: ৭ জানুয়ারি ২০২৪

[২২৭] ৩০০ আসনে নির্বাচনি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি, বাংলাট্রিবিউন, ২৫ নভেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://bitly.cx/2LN, সর্বশেষ প্রবেশ: ৭ জানুয়ারি ২০২৪

[২২৮] নির্বাচন কমিশন, ২৩ নভেম্বর ২০২৩, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে 'নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম' প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণকল্পে গঠিত নির্বাচনি অনুসন্ধান কমিটিসমূহের কর্মকর্তাদের জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা, বিস্তারিত দেখুন- http://www.ecs.gov.bd/files/CKkL5p3y3JhgHUGyUeZIYhSMaIxorI3f3UV141Jq.pdf, সর্বশেষ প্রবেশ: ৭ জানুয়ারি ২০২৪

[২২৯] সাংবাদিককে 'দেখে নেওয়ার' হুমকি দিলেন সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেন, প্রথম আলো, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/t7vx0evk6k, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৫ ডিসেম্বর ২০২৩

[২৩০] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার এবং পর্যবেক্ষণ, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৩; ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

[২৩১] মাঠ পর্যায়ে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার এবং পর্যবেক্ষণ, ৬ জানুয়ারি ২০২৪; ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

অসনগুলোতেও পরিলক্ষিত হয়।[২৩২] নির্বাচনের পর নির্বাচিত প্রার্থীরা নিজেরা এমন অর্থ খরচসহ[২৩৩] বিবিধ আনিয়মের বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তব্য প্রদান করেছেন।[২৩৪]

বক্স ৩: নির্বাচনে অনিয়ম এবং প্রার্থীর ভোট বর্জন

নির্বাচন কমিশন সরকারের আজ্ঞাবহ, নির্বাচন কমিশনের কাছে আমি অভিযোগ জানালে তারা কোন অ্যাকশন নিবে না বলে নিশ্চিত ছিলাম তবুও আমি অভিযোগ করেছি। আমার এলাকায় নির্বাচনের দিন ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীরা ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে যেতে বাধা প্রদান করেছে, ভয়ভীতি দেখিয়েছে, জোর করে নৌকায় সিল মারতে বাধ্য করছে। এছাড়া, আমার উপস্থিতি সত্ত্বেও কয়েকটি কেন্দ্রে জাল ভোট পড়েছে। নির্বাচন কমিশনের কন্ট্রোল রুমে মৌখিক ভাবে অভিযোগ জানানোর পর তাঁরা আমাকে আশ্বস্ত করেছিলেন অ্যাকশন নিবেন বলেও কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। তারপর আমি ১২টায় ভোট বর্জন করেছি। আমি ভোট বর্জন করে মামলা করতে পারতাম, আমার কাছে মামলা করার মত যথেষ্ট প্রমাণ ছিলো কিন্তু কমিশন এত তাড়াহুড়ো করে গেজেট প্রকাশ করে (জানুয়ারি ০৯, ২০২৪) আমি মামলার জন্য প্রস্তুতি নেয়ার সময় পাইনি। হয়রানির ভয়ে গেজেট প্রকাশের পর মামলা করা হয়নি।

-গবেষণাভুক্ত একটি আসনে জনৈক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী

প্রতিযোগীতার সমান ক্ষেত্র না থাকাসহ[২৩৫] প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অর্থের জোরের কাছে টিকতে না পারায় প্রার্থীরা নির্বাচন থেকে সরেও দাঁড়ান।[২৩৬] একই ধরণের অভিযোগে দেশের অন্যান্য স্থানে জোট ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান।[২৩৭] এছাড়া, অবৈধ অর্থ ও পেশী শক্তি নিয়ন্ত্রণ এবং সহিংসতা বন্ধে নির্লিপ্ততাসহ অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে সীমিত অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে বলে তথ্যদাতারা জানান।[২৩৮]

৪.৪. নির্বাচনী প্রচারণায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে তথ্য প্রযুক্তির নানাবিধ ব্যবহার হয়েছে। মোবাইলে এসএমএস প্রদানের মাধ্যমে সরকারের বিবিধ উন্নয়নমূলক কাজের প্রচারণা, প্রার্থীদের ডিজিটাল ক্যাম্পেইনসহ ফেসবুক ও সামাজিক মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রদান করা হয়েছে। কিছু আসনের প্রার্থী ফেসবুকে প্রচারণামূলক বিজ্ঞাপন প্রদান করেছে।[২৩৯] প্রচারণার সময় শেষ হলেও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে নির্বাচনী প্রচারণা অব্যাহত রাখা হয়েছে বলে তথ্য দাতারা জানান।[২৪০,২৪১] নির্বাচনে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) এর ব্যবহার এবং ডিপ ফেইকের মাধ্যমে ভোটারদের বিভ্রান্ত করার তথ্যও প্রকাশ হয়েছে।[২৪২] উল্লেখ্য, আরপিওতে ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা এবং এ সংক্রান্ত ব্যয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো বিধি

---

[২৩২] স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে টাকা বিতরণের অভিযোগ আ. লীগ নেতার বিরুদ্ধে, কালের কণ্ঠ, ৫ জানুয়ারি, ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2024/01/05/1352126, সর্বশেষ প্রবেশ: ০৫ জানুয়ারি ২০২৪

[২৩৩] ১ কোটি ২৬ লাখ টাকা খরচ হয়েছে, এটা তুলবো, এটুক অন্যায় করবোই, ডেইলি স্টার, ২৮ মার্চ ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-570711, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ এপ্রিল ২০২৪

[২৩৪] ৭ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের প্রার্থী রুহুলকে জেতাতে আমরা অনেক অপকর্ম করেছি, প্রথম আলো, ৩০ এপ্রিল ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/politics/i4rwuvwxd7, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ মে ২০২৪

[২৩৫] মাঠ পর্যায়ে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার এবং পর্যবেক্ষণ, ৩ জানুয়ারি ২০২৩

[২৩৬] মাঠ পর্যায়ে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার এবং পর্যবেক্ষণ, ৬ জানুয়ারি ২০২৪; ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

[২৩৭] নির্বাচন থেকে একে একে সরছেন জাতীয় পার্টির প্রার্থীরা, প্রথম আলো, ৪ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/politics/ynqyykon4e, সর্বশেষ প্রবেশ: ৫ জানুয়ারি ২০২৪

[২৩৮] মাঠ পর্যায়ে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার এবং পর্যবেক্ষণ

[২৩৯] ফেজবুকে বিজ্ঞাপন দিয়ে ভোটের প্রচারে প্রার্থীরা, প্রথম আলো, ৬ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/bangladesh/303pmz4qxn, সর্বশেষ প্রবেশ: ৭ জানুয়ারি ২০২৪

[২৪০] মাঠ পর্যায়ে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার এবং পর্যবেক্ষণ, ৬ জানুয়ারি ২০২৪

[২৪১] মাঠের প্রচার শেষে এবার ফেসবুকে সরব প্রার্থী ও কর্মী সমর্থকেরা, প্রথম আলো, ৫ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/qbrrfpucmw, সর্বশেষ প্রবেশ: ৭ জানুয়ারি ২০২৪

[২৪২] Deepfakes for $24 a month: how AI is disrupting Bangladesh's election, ফিন্যান্সিয়াল টাইমস, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.ft.com/content/bd1bc5b4-f540-48f8-9cda-75c19e5ac69c?fbclid=IwAR2VKxArKBVP5Cf-xHsrWR9DgRpXrXS4X3i2fP0nzsB_2OaT2w8eNTZkQqg, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৬ ডিসেম্বর ২০২৪

নিষেধ নেই। ফলে নির্বাচনকালীন প্রচারণা সময় শেষ হলেও প্রার্থীরা এই মাধ্যমে প্রচারণা অব্যাহত রেখেছেন। এছাড়া, নির্বাচনী প্রচারণায় লেমিনেটেড প্লাস্টিক পোস্টার ব্যবহার করা হয়েছে।[২৪৩] কমিশন কর্তৃক এমন পোস্টার ব্যবহার না করার বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করলেও তা অমান্য করা হয়েছে।[২৪৪]

৪.৫. নির্বাচনকালীন সময়ে গণমাধ্যমে প্রচারণা ও নির্বাচনী আচরণবিধি

ক্ষমতাসীন দলের নির্বাচন সম্পর্কিত খরব প্রচারে বাংলাদেশ টেলিভিশনের (বিটিভি) একচেটিয়া ব্যবহার

৫ ডিসেম্বর ২০২৩ - ৫ জানুয়ারী ২০২৪ পর্যন্ত বিটিভি'র রাত ৮ টার খবরে নির্বাচন সম্পর্কিত সংবাদে মোট সময় ব্যয়িত হয়েছে ৪৯৩ মিনিট ২৭ সেকেন্ড এবং এ বাবদ প্রাক্কলিত মোট আর্থিক মূল্য ৪ কোটি ৪২ লাখ ১৫ হাজার ৫০০ টাকা।

সারণি ৮: নির্বাচনকালীন সময়ে বিটিভি'র রাত ৮ টার খবরে নির্বাচন সম্পর্কিত প্রচারণা সংক্রান্ত তথ্য

	পর্যায়				প্রাক্কলিত*
	প্রচারণার অনুমোদিত সময়ের পূর্বে (৫-১৭ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)	প্রচারণার অনুমোদিত সময়কালে (১৮ ডিসেম্বর ২০২৩ - ৫ জানুয়ারী ২০২৪)	মোট ব্যয়িত সময়	প্রাক্কলিত* মোট আর্থিক মূল্য (টাকা)	মোট আর্থিক মূল্য (শতাংশ)
	(১)	(২)	(১+২)		
প্রধানমন্ত্রী	১৭ মিনিট ৫৫ সেকেন্ড	৮৯ মিনিট ২৫ সেকেন্ড	১০৭ মিনিট ২০ সেকেন্ড	৯৬,৬০,০০০	২১.৮
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী	৫০ মিনিট ১৬ সেকেন্ড	৬৫ মিনিট ৩৫ সেকেন্ড	১১৫ মিনিট ৫১ সেকেন্ড	১,০৪,২৬,৫০০	২৩.৬
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী	৪৩ মিনিট ১৪ সেকেন্ড	৬৩ মিনিট ৫৬ সেকেন্ড	১০৭ মিনিট ১০ সেকেন্ড	৯৬,৪৫,০০০	২১.৮
নির্বাচন কমিশন	৯ মিনিট ৪৮ সেকেন্ড	৩৩ মিনিট ৫১ সেকেন্ড	৪৩ মিনিট ৩৯ সেকেন্ড	৩৯,২৮,৫০০	৮.৯
নির্বাচনী প্রচারণা (অন্যান্য) **	৪ মিনিট ৩৫ সেকেন্ড	৯৫ মিনিট ২০ সেকেন্ড	৯৯ মিনিট ৫৫ সেকেন্ড	৮৯,৯২,৫০০	২০.৩
অন্যান্য দল সম্পর্কিত সংবাদ	১ মিনিট	১৬ মিনিট ২২ সেকেন্ড	১৭ মিনিট ২২ সেকেন্ড	১৫,৬৩,০০০	৩.৫
মোট	**১২২ মিনিট ২৭ সেকেন্ড**	**৩৭১ মিনিট বা ৬ ঘণ্টা ১১ মিনিট**	**৪৯৩ মিনিট ২৭ সেকেন্ড**	**৪,৪২,১৫,৫০০**	**১০০.০**

*বিটিভি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচার বিজ্ঞাপন মূল্যহার অনুযায়ী, 'পিক টাইম' সংবাদের মাঝে প্রচারিত 'স্পট বিজ্ঞাপন' ক্যাটাগরির প্রতি ১০ সেকেন্ডের মূল্যহারের ভিত্তিতে এই প্রাক্কলন করা হয়েছে।[২৪৫]
* * নির্বাচনী প্রচারণা সম্পর্কিত ফুটেজ ও অন্যান্য তথ্য প্রচারে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর প্রাধান্য পেয়েছে।

বিটিভি'কে একচেটিয়া ব্যবহার করে ক্ষমতাসীন দলের প্রচার-প্রচারণা ও সভা-সমাবেশের খবর প্রচার করা হয়েছে। প্রাক্কলিত মোট আর্থিক মূল্যের ১৩.৬ শতাংশ পরিবহন ও সেতু মন্ত্রীর, ২১.৮ শতাংশ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর এবং ২১.৮ শতাংশ প্রধানমন্ত্রীর

---

[২৪৩] তথ্য সংগ্রহকরী কর্তৃক সময়ে মাঠ পর্যায়ে নির্বাচনী প্রচারণাকালীন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ

[২৪৪] পরিবেশ, নির্বাচনী আচরণবিধি লজ্ঘন করে লেমিনেটেড পোস্টারে সয়লাব করে ফেলা হয়েছে রাজধানী, দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.tbsnews.net/bangla/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6/news-details-189110, সর্বশেষ প্রবেশ: ০২ জানুয়ারি ২০২৪

[২৪৫] বিটিভি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচার বিজ্ঞাপন মূল্যহার, বিস্তারিত দেখুন- https://btv.portal.gov.bd/sites/default/files/files/btv.portal.gov.bd/policies/fd0ba39e_eb29_4e55_8478_035076fdf01e/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0%20%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%20%E0%A6%A4%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%20(1).pdf, সর্বশেষ প্রবেশ: ১২ জানুয়ারি ২০২৪

নির্বাচন সম্পর্কিত খবর প্রচারে ব্যয় করা হয়েছে। অনদিকে, নির্বাচনে অনুমোদিত প্রচারণার সময়সীমার মধ্যে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম সংক্রান্ত খবর ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছে। এছাড়া, নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা এবং কমিশনের সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন করার সক্ষমতা সংক্রান্ত খবর প্রচার ছিল উল্লেখযোগ্য।

৪.৬. বেসরকারি সংবাদ মাধ্যমগুলোর ক্ষমতাসীন দলের সহায়ক অবস্থান গ্রহণ

বেসরকারি সংবাদ মাধ্যমগুলোতে হরতাল-অবরোধ-অগ্নিকাণ্ড ও নির্বাচন বর্জনের খবরসহ প্রধান বিরোধী দল (বিএনপি) গণতন্ত্রের জন্য হুমকি এই বিষয়ক সরকারদলীয় নেতাদের বক্তব্য অধিক প্রচার করা হয়েছে। সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রচার এবং নির্বাচনে নৌকা ও আওয়ামী লীগ দলীয় স্বতন্ত্র প্রার্থীর প্রচারণার আধিক্য ছিল। বেসরকারি সংবাদ মাধ্যমগুলোর খবরে প্রতিযোগিতাপূর্ণ, অংশগ্রহণমূলক এবং উৎসবমুখর নির্বাচনী পরিবেশের চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। তারকাখ্যাতি সম্পন্ন প্রার্থীদের প্রচারণা সংক্রান্ত সংবাদের বহুল প্রচার হয়েছে। এছাড়া, নির্বাচন কমিশনের অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন করার সক্ষমতা সংক্রান্ত খবরও প্রচার করা হয়েছে।

৪.৭. নির্বাচন অনুষ্ঠান

নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ এবং ভোট বর্জন

নির্বাচনে নানাবিধ অনিয়মের অভিযোগে ১৩টি আসনে ৪২ জন প্রার্থী ভোট বর্জন করেন। এর মধ্যে ৫টি আসনে জাতীয় পার্টি এবং ৫টি আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী ভোট বর্জন করেন।[২৪৬] নির্বাচনের আগের দিন রাতে ১৪ জেলায় ২১টি কেন্দ্রে অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটে।[২৪৭] নির্বাচনের দিন ৬টি জেলায় সহিংসতা হয় এবং ১ জন নিহত হয়। ৯টি আসনের ২১টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়।[২৪৮] অন্যদিকে ময়মনসিংহ-৩ আসনের একটি কেন্দ্রে অনিয়মের কারণে ফলাফল স্থগিত করা হয় এবং উক্ত কেন্দ্রে পরবর্তীতে পুনরায় ভোট গৃহীত হয়। আওয়ামী লীগের ৪ জন, আওয়ামী লীগ দলীয় স্বতন্ত্র ১৫ জন, নৌকা প্রতীকে ভোট করা শরিক দলের ২ জন এবং জাতীয় পার্টির (জাপা) ২৫ জন প্রার্থী নির্বাচনে কারচুপি ও অনিয়মের অভিযোগ করেন।[২৪৯,২৫০]

প্রতিপক্ষ প্রার্থীর এজেন্টদের হুমকি প্রদান, হুমকি দিয়ে কেন্দ্রে প্রবেশ থেকে বিরত রাখা এবং প্রতিপক্ষ প্রার্থীদের পোলিং এজেন্টকে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে না দেওয়ার তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। সারাদেশে অধিকাংশ কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী ছাড়া অন্য দলের প্রার্থীদের পোলিং এজেন্ট ছিল না যা প্রধান নির্বাচন কমিশনারও গণমাধ্যমে জানান।[২৫১] এছাড়া, স্বল্প ভোটার আগমন এবং ডামি লাইন তৈরি, বিভিন্ন আসনে অন্য প্রার্থীর এজেন্ট বের করে দেওয়া, ভোটের আগেই ব্যালটে সিল মারা, ভোট চলাকালে প্রকাশ্য সিল মারাসহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগ ও তার জোট এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও।[২৫২] এছাড়া, প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক জাল ভোট প্রদানের সুযোগ করে দেওয়া, প্রার্থীর সমর্থকদের কেন্দ্রে ঢুকো যাওয়া, ভোট কেন্দ্রে

---

[২৪৬] ২০ জেলায় ৪২ প্রার্থীর ভোট বর্জনের ঘোষণা, নিউজ বাংলা ২৪.কম, ৭ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://www.newsbangla24.com/news/238491/29-candidates-across-the-country-boycotted-the-vote, সর্বশেষ প্রবেশ: ১১ জানুয়ারি ২০২৪

[২৪৭] ভোটের আগে ১৪ জেলায় ২১ কেন্দ্রে আগুন, প্রথম আলো, ৭ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/bangladesh/paxw530gth, সর্বশেষ প্রবেশ: ১১ জানুয়ারি ২০২৪

[২৪৮] সহিংসতা ও অনিয়ম, ৯ আসনে ২১ কেন্দ্রে ভোট স্থগিত, দৈনিক ইনকিলাব, ৭ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://dailyinqilab.com/national/news/629897, সর্বশেষ প্রবেশ: ০৮ জানুয়ারি ২০২৪

[২৪৯] নির্বাচনে হেরে 'বিব্রত ও প্রতারিত' বোধ করছেন আওয়ামী লীগের সঙ্গীরা, বিবিসি, ১২ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://www.bbc.com/bengali/articles/c3gyyn0xpp0o, সর্বশেষ প্রবেশ: ১২ জানুয়ারি ২০২৪

[২৫০] 'ভোট কারচুপি'র কথা বলছেন নৌকার পরাজিত প্রার্থীরাও, প্রথম আলো, ১৩ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/politics/m6i24orse3, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৩ জানুয়ারি ২০২৪

[২৫১] নৌকা ছাড়া কারও পোলিং এজেন্ট দেখতে পাইনি, প্রথম আলো, ৭ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/politics/he0f7qpyzm, সর্বশেষ প্রবেশ: ০৭ জানুয়ারি ২০২৪

[২৫২] নানা অনিয়মের অভিযোগে সারা দেশে অন্তত ৩৪ প্রার্থীর ভোট বর্জন, প্রতিদিনের বাংলাদেশ, ৭ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://bitly.cx/QD6r, সর্বশেষ প্রবেশ: ০৭ জানুয়ারি ২০২৪

ককটেল ফুটানো, ব্যালট পেপার ছিনতাই, ভুয়া এজেন্ট প্রদান, ভোট কেন্দ্রে আগুন দেওয়া, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক স্বতন্ত্র প্রার্থীর পোলিং এজেন্টকে ভয় দেখানো, এজেন্টদের হয়রানি করাসহ বিবিধ অনিয়ম ঘটে[২৫৩]।

তথ্য প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বিষয়ক গবেষণার জন্য টিআইবি, ওনি, ডিজিটাল রাইট এবং এমল্যাব যৌথভাবে অনলাইন গণমাধ্যমের নেটওয়ার্ক যাচাই ও প্রবেশগম্যতা পরিমাপ করে।[২৫৪] ৭ই জানুয়ারি ২০২৪ বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ চলাকালীন সময় মানবজমিন, সমকাল, যমুনা টিভি এবং ভয়েস অফ আমেরিকা (বাংলা) ওয়েবসাইটের তথ্য প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়। নিচের চিত্রে বাংলাদেশের ১০ ডিসেম্বর ২০২৩ থেকে ১০ জানুয়ারি ২০২৪ সময়ে মধ্যে চারটি পত্রিকার অনলাইন কাভারেজের চিত্রে তার প্রতিফলন দেখা যায়।

চিত্র ৮: নির্বাচনের পূর্বে এবং নির্বাচনের দিন তথ্য প্রবাহের চিত্র

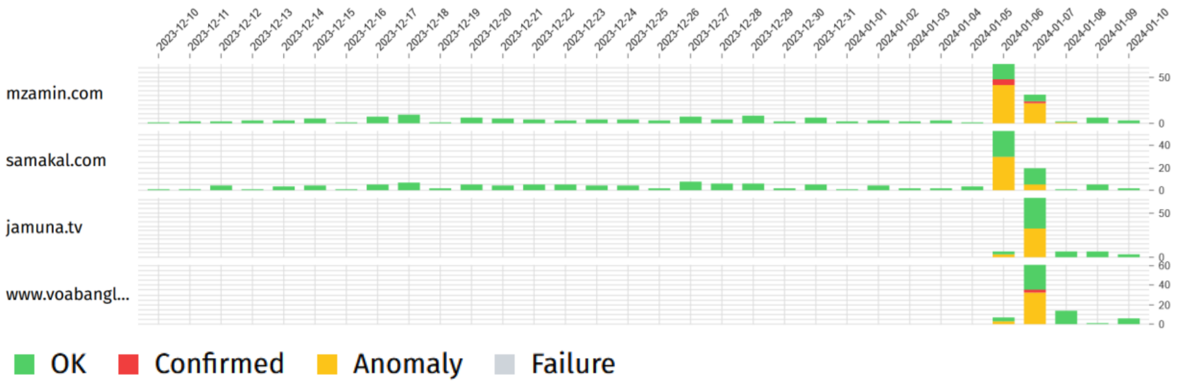

নেটওয়ার্ক পরিমাপে ২০২৪ সালের ৬ এবং ৭ জানুয়ারি ৪টি পত্রিকার অনলাইন প্রবেশগম্যতায় অসঙ্গতি (Anomaly) এবং কিছু ক্ষেত্রে নিশ্চিত ব্লক (Confirmed) করার চিত্র পাওয়া যায় (চিত্র ৮)। পত্রিকাগুলোর অনলাইন প্রবেশগম্যতায় নির্বাচনের আগের দিন এবং নির্বাচনের দিন অসঙ্গতি পাওয়া গেলেও ৬ জানুয়ারি ব্যতীত নির্বাচনের পূর্বের অন্য কোনো দিন নেটওয়ার্কে এবং অনলাইন প্রবেশগম্যতায় কোনো অসঙ্গতি ছিল না যা তথ্য প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির বিষয়কে নিশ্চিত করে।

ভোট পড়ার ঘোষিত হার নিয়ে বিতর্ক

বিএনপি নির্বাচনের দিন হরতালের ডাক দেয় এবং নির্বাচন প্রতিহত করাসহ ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে না যাওয়া আহ্বান জানায়। একজন প্রার্থীর মৃত্যুতে একটি আসনে নির্বাচন স্থগিত করায় মোট ২৯৯টি আসনে ভোট গ্রহণ করা হয়। ভোটের দিন বিকাল তিনটা পর্যন্ত ২৬.৩৭ শতাংশ ভোট পড়ার কথা জানানো হয় নির্বাচন কমিশন থেকে[২৫৫]। পরবর্তী এক ঘন্টায় আরও ১৫.৪৩ শতাংশ ভোটসহ মোট ৪১.৮ শতাংশ ভোট পড়ার ঘোষণায়[২৫৬] ভোট প্রদানের ঘোষিত হার নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়।[২৫৭] প্রিজাইডিং অফিসারসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা নির্বাচনে ভোট পড়ার হার সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। সংশ্লিষ্ট তথ্যদাতাদের মতে বাস্তবে ৫

---

[২৫৩] ১০ দিনে ভোটকেন্দ্রিক ৩৪৫ সংঘাতের ঘটনা, ৭ জনের মৃত্যু, প্রথম আলো, ২১ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/bangladesh/o3cxgcrkkr, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ মে ২০২৪

[২৫৪] Bangladesh blocked news media websites amid 2024 general elections, বিস্তারিত দেখুন- https://explorer.ooni.org/findings/11686385001, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ মে ২০২৪

[২৫৫] সারা দেশে তিনটা পর্যন্ত ভোট পড়েছে গড়ে ২৬.৩৭ শতাংশ, প্রথম আলো, ০৭ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন https://www.prothomalo.com/bangladesh/69bpv1gukjP, সর্বশেষ প্রবেশ: ৯ জানুয়ারি ২০২৪

[২৫৬] নির্বাচনে ভোট পড়েছে ৪১.৮ শতাংশ, ডেইলি স্টার, ৭ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/election/national-election-2024/news-549451, সর্বশেষ প্রবেশ: ১১ জানুয়ারি ২০২৪

[২৫৭] ভোটের হার নিয়ে সন্দেহ, প্রশ্ন, প্রথম আলো, ৯ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন, https://www.prothomalo.com/politics/b4lo5z3oxq, সর্বশেষ প্রবেশ: ১১ জানুয়ারি ২০২৪

থেকে ১০ বা সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ ভোট পড়া এবং প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় ভোট পড়ার হার প্রকাশ করার পর হঠাৎ করে কমিশন থেকে ৪০ শতাংশের বেশি ভোট পড়ার ঘোষণায় বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছে।[২৫৮]

নির্বাচনের ফলাফল

নির্বাচন কমিশন ৯ জানুয়ারি ২০২৪ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ২৯৮টি আসনে বিজয়ীর ফল গেজেট আকারে প্রকাশ করে।[২৫৯] নওগাঁ-২ আসনের বৈধ প্রার্থী মারা যাওয়ায় সেই আসনে নির্বাচন বাতিল এবং ময়মনসিংহ-৩ আসনে ভোটের দিন অনিয়মের অভিযোগে ভোট গ্রহণ ও ফলাফল স্থগিত করে নির্বাচন কমিশন। পরে দুইটি আসনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী জয়ী হয়। সার্বিকভাবে, দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২২৪টি, স্বতন্ত্র ৬২টি, জাতীয় পার্টি ১১টি, কল্যাণ পার্টি ১টি, ওয়ার্কার্স পার্টি ১টি, এবং জাসদ ১টি আসনে জয়ী হয়। সর্বশেষ তালিকা অনুযায়ী সারা দেশে মোট ভোটার ১১ কোটি ৯৩ লাখ ৩৩ হাজার ১৫৭ জন। নির্বাচন কমিশনের প্রতিবেদন অনুসারে ২৯৮টি আসনে মোট ৪ কোটি ৯৯ লাখ ৬৫ হাজার ৪৬৭টি ভোট পড়ে। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ ৬৫ শতাংশ, স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ২৪ শতাংশ এবং জাতীয় পার্টি ৩ শতাংশ ভোট পায়।[২৬০]

নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ না হওয়া

দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনকে ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী দিয়ে নির্বাচন করাসহ সার্বিকভাবে, প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এবং অংশগ্রহণমূলক করার চেষ্টা করা হয়। গণমাধ্যমে ২৪১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না হওয়াসহ সার্বিকভাবে নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ না হওয়ার তথ্য প্রকাশিত হয়।[২৬১] ভোট পড়ার তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় ২৯৯টি আসনে বিজয়ী প্রার্থীর সাথে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ভোট ব্যবধানের গড় ৮২ হাজার ৫৯৩। ২৪১টি আসনে বিজয়ী প্রার্থীর সাথে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ভোট ব্যবধানের গড় ১ লাখ ৩১৪। এক্ষেত্রে ন্যূনতম ভোট ব্যবধান ১৯ হাজার ৬৬, সর্বোচ্চ ব্যবধান ২ লাখ ৯৩ হাজার ৭৮০। এছাড়া ২৪১টি আসনে ভোট পড়ার সংখ্যার সাথে বিজয়ী প্রার্থী ও তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ভোট ব্যবধানের তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ভোট ব্যবধানের সংখ্যা প্রদানকৃত ভোটের ৫৭ শতাংশ।

নির্বাচনের দিন দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষক কর্তৃক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ

নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রীয়ভাবে ৪০টি পর্যবেক্ষক সংস্থার ৫১৭ জন এবং স্থানীয়ভাবে ৮৪টি পর্যবেক্ষণ সংস্থার ২০ হাজার ২৫৬ জনকে ভোট পর্যবেক্ষণের অনুমতি প্রদান করে। কিছু প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে পর্যবেক্ষক নিয়োগের নামে অর্থ গ্রহণের অভিযোগ ওঠে।[২৬২] অন্যদিকে, নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য গণমাধ্যমকর্মীসহ মোট ২২৭ জন বিদেশি পর্যবেক্ষক অবেদন করে যার মধ্যে থেকে ১২৭ জনকে অনুমতি প্রদান করে সরকার। এর মধ্যে ১১টি দেশের ৮০ জন নির্বাচন পর্যবেক্ষক, ৩০ জন সাংবাদিক এবং বাকিরা কূটনীতিকসহ বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি মিশনের কর্মকর্তা। রাষ্ট্রীয়, প্রাতিষ্ঠানিক এবং ব্যক্তিগত এই তিন শ্রেণিতে বিদেশি পর্যবেক্ষকরা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেন। রাশিয়া, চীন, জাপান, ভারত, নাইজেরিয়া, গাম্বিয়া, লেবানন, জর্ডান, প্যালেস্টাইন, মরিশাস পর্যবেক্ষক পাঠায়। সংস্থা হিসেবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ন্যাশনাল ডেমক্রেটিক ইনস্টিটিউট, ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট, কমনওয়েলথ, ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা, আবর পার্লামেন্ট এবং অফ্রিকান

---

[২৫৮] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, ৭ জানুয়ারি ২০২৩; ১৯-২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

[২৫৯] দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন: ২৯৮ আসনে বিজয়ীদের গেজেট প্রকাশ: বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ৯ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/4pn6z4u4a2, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৫ জানুয়ারি ২০২৪

[২৬০] আওয়ামী লীগ ৬৪ শতাংশ, স্বতন্ত্র পেয়েছে ২৪ শতাংশ ভোট, বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম, ৮ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://www.banglanews24.com/election-comission/news/bd/1259932.details, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৫ জানুয়ারি ২০২৪

[২৬১] নির্বাচনে ২৪১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই হয়নি, প্রথম আলো, ১০ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন https://www.prothomalo.com/politics/7ywjrv72xr, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৩ জানুয়ারি ২০২৪

[২৬২] এবারের নির্বাচনে দেশি পর্যবেক্ষক শেষ পর্যন্ত কত, প্রথম আলো, ৬ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/politics/6d3agukgmw, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩১ মার্চ ২০২৪

ইলেক্টোরাল অ্যালায়েন্স নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে।[২৬৩] তবে নিরপত্তা এবং দুরত্বের কথা বলে বিদেশি পর্যবেক্ষকদের ইচ্ছামাফিক যেকোনো কেন্দ্র পর্যবেক্ষণের সুযোগ সীমিত রাখা হয়।[২৬৪]

অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচন সম্পর্কে পর্যবেক্ষকদের প্রতিক্রিয়া

জাপান, রাশিয়া, চীন ও ভারতসহ কয়েকটি দেশের পর্যবেক্ষকদের মতে, নির্বাচন ব্যবস্থা স্বচ্ছ ও সুশৃঙ্খল হয়েছে।[২৬৫,২৬৬] অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশ এবং জাতিসংঘ ও কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যমে নির্বাচনের প্রক্রিয়া নিয়ে সমালোচনা করে।[২৬৭] নির্বাচন নিয়ে সার্বিকভাবে প্রভাবশালী দেশ ও সংস্থা প্রতিক্রিয়াসহ বিবৃতি প্রকাশ করে।

- বড় সব রাজনৈতিক দল নির্বাচনে না আসায় হতাশা প্রকাশ করে ৭ জানুয়ারির নির্বাচনে হওয়া অনিয়মগুলোর পূর্ণাঙ্গ তদন্তের আহবান জানায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন। গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ ও রাজনৈতিক দলগুলো কোনো ধরনের ভয়ভীতি ও বাধা ছাড়াই যেন তাদের কাজ চালিয়ে যেতে পারে সেই পরিবেশ নিশ্চিতের প্রতি গুরুত্বারোপ করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন।[২৬৮]

- যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টেমন্ট তাদের এক বিবৃতিতে জানায়, যুক্তরাষ্ট্র লক্ষ্য করেছে ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সর্বোচ্চ সংখ্যক আসনে জয়ী হয়েছে। বিরোধী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীর গ্রেফতার এবং নির্বাচনের দিনে বিভিন্ন স্থানে বিবিধ অনিয়মের খবরে যুক্তরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন। দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠ ও অবাধ হয়নি উল্লেখ করে অন্য পর্যবেক্ষকদের মতামতের সাথে যুক্তরাষ্ট্র একমত পোষণ করে।[২৬৯]

- যুক্তরাজ্যে তাদের বিবৃতিতে উল্লেখ করে, গণতান্ত্রিক নির্বাচন নির্ভর করে বিশ্বাসযোগ্য, মুক্ত ও সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার ওপর। মানবাধিকার, আইনের শাসন ও যথাযথ প্রক্রিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অপরিহার্য হলেও নির্বাচনের সময় এসব মানদণ্ড মেনে চলা হয়নি। নির্বাচনের প্রচারণার সময় সহিংসতা ও ভীতি প্রদর্শনমূলক কর্মকাণ্ডের নিন্দা এবং নির্বাচনে সব দল অংশ না নেয়ায় বাংলাদেশের মানুষের ভোট প্রদানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিকল্প ছিল না বলে উল্লেখ করে যুক্তরাজ্য।[২৭০]

- জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক প্রধান বিবৃতিতে বাংলাদেশে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সহিংসতা, বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেফতার এবং আটকাবস্থায় মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্রে'র জন্য সরকারকে 'গতিপথ পরিবর্তন করার' আহবান জানান। [২৭১]

- ওআইসি, রাশিয়া ও গাম্বিয়ার পর্যবেক্ষরা বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। পর্যবেক্ষকরা বলেন 'নির্বাচনী পরিবেশ দেখে আমরা সন্তুষ্ট এবং আমরা ভালো নির্বাচনী প্রক্রিয়া দেখেছি'।[২৭২] নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানায় চীন, রাশিয়া ও ভারত।[২৭৩]

---

[২৬৩] নির্বাচন পর্যবেক্ষণে আসছেন ১১ দেশের ৮০ প্রতিনিধি, বডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ২ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://banglanews24.com/election-comission/news/bd/1255354.details, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩১ মার্চ ২০২৪

[২৬৪] বিদেশি পর্যবেক্ষকেরা যে কোন কেন্দ্রে যেতে পারবেন না, বিবিসি, ৬ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://www.bbc.com/bengali/articles/c802gwx3dl6o, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩১ মার্চ ২০২৪

[২৬৫] নির্বাচন স্বচ্ছ ও উৎসবমুখর হয়েছে: ৯ দেশের পর্যবেক্ষক, দেশ রূপান্তর, ০৮ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://bitly.cx/2TGn, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ মার্চ ২০২৪

[২৬৬] কিছু অনিয়মের অভিযোগ ছাড়া বাংলাদেশের নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হয়েছে, জাপান, ডেইলি স্টার, ১০ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-550171, সর্বশেষ প্রবেশ: ১০ জানুয়ারি ২০২৪

[২৬৭] বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও জাতিসংঘ মানবাধিকার সংস্থা যা বলছে, বিবিসি, ৯ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://www.bbc.com/bengali/articles/cd1j5e2y19do, সর্বশেষ প্রবেশ: ০৯ জানুয়ারি ২০২৪

[২৬৮] দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন নিয়ে যা বললো ইউরোপীয় ইউনিয়ন, বিবিসি বাংলা, ১০ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://www.bbc.com/bengali/articles/cyx42k9p4vjo, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩১ জানুয়ারি ২০২৪

[২৬৯] বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং জাতিসংঘ মানবাধিকার সংস্থা যা বলছে, বিবিসি বাংলা, ৯ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://www.bbc.com/bengali/articles/cd1j5e2y19do, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩১ জানুয়ারি ২০২৪

[২৭০] প্রাগুপ্ত

[২৭১] প্রাগুপ্ত

[২৭২] নির্বাচন নিয়ে সন্তুষ্ট ওআইসি, রাশিয়া, ফিলিস্তিন ও গাম্বিয়ার পর্যবেক্ষকরা, ডেইলি স্টার, ৭ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/election/national-election-2024/news-549226, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩১ জানুয়ারি ২০২৪

৪.৮. নির্বাচন-পরবর্তী নিরাপত্তা

নির্বাচন পরবর্তী সংঘাত এবং সহিংসতা

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর নির্বাচন কেন্দ্রিক দেশের ৪১টি জেলায় সংঘাত ও সহিংসতার ঘটনা ঘটে। এসব ঘটনায় ৭ জন নিহত ও ৬৯৬ জন আহত হন। মোট ৩৪৫টি সংঘাতের ঘটনা ঘটে।[২৭৪] এ ছাড়া প্রতিপক্ষের বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরসহ চার শতাধিক বাড়িঘর ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে।[২৭৫,২৭৬] ভোট দিতে না যাওয়া, প্রতিপক্ষের হয়ে নির্বাচনে প্রচারণা চালানো, প্রতিপক্ষকে ভোট প্রদানসহ বিবিধ কারণে নেতা-কর্মী ও সাধারণ ভোটারের বড়িঘরে হামলা হয়েছে।[২৭৭,২৭৮,২৭৯] এছাড়া, নির্বাচনের পর হিন্দু ও বৌদ্ধ এবং বেদেসহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা করা হয়েছে।[২৮০,২৮১] এসব ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তা এবং ক্ষেত্রবিশেষে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করার অভিযোগ রয়েছে।[২৮২]

নির্বাচনী অভিযোগের তদন্ত এবং নির্বাচনী মামলা নিষ্পত্তি

দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে বিবিধ অভিযোগের প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন মোট ৭৪৬টি কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করে। এর মধ্যে ৪৯৯টি অভিযোগ প্রার্থীদের পক্ষ থেকে করা হয়েছে এবং ২৪৭টি অভিযোগ বিভিন্ন গণমাধ্যম ও তথ্যসূত্র থেকে সংগ্রহ করেছে নির্বাচন কমিশন। নোটিশ পাওয়াদের মধ্যে ১৫০ জনের অধিক আওয়ামী লীগের প্রার্থী, যার মধ্যে ৮০ জন একাদশ জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্য। তবে, নির্বাচন শেষ হয়ে পাঁচ মাস অতিবাহিত হলেও সেই অভিযোগের তদন্ত এবং অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়নি। ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, প্রার্থীদের বিরুদ্ধে ৩১১টি অভিযোগ নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে। এর মধ্যে ১২৩টি অভিযোগের নথি নির্বাচন কমিশনে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন পর্যায়ে রয়েছে। নির্বাচন শেষ হওয়ার কারণে এসব অভিযোগ নিষ্পত্তির বিষয়ে নির্বাচন কমিশন গরুত্ব প্রদান করছেনা বলে তথ্য প্রকাশ হয়েছে।[২৮৩]

৪.৯. নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ অনুসারে নির্বাচনের ফলাফল গেজেট আকারে প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকল প্রার্থীর নির্বাচন কমিশনে নির্বাচনী ব্যয় বিবরণীর সত্যায়িত কপি দাখিল করা বাধ্যতামূলক।[২৮৪] নির্দিষ্ট সময়ের মধ্য ব্যয় বিবরণীর

---

[২৭৩] শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছে চীন, ভারত আর রাশিয়া, বিবিসি, ৭ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://www.bbc.com/bengali/live/news-67901324, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩১ জানুয়ারি ২০২৪

[২৭৪] ১০ দিনে ভোটকেন্দ্রিক ৩৪৫ সংঘাতের ঘটনা, ৭ জনের মৃত্যু, প্রথম আলো, ২১ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/bangladesh/o3cxgcrkkr, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩১ জানুয়ারি ২০২৪

[২৭৫] এইচআরএসএসের প্রতিবেদন, নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতায় নিহত ৭, আহত ৬৯৬, প্রথম আলো, ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন: https://www.prothomalo.com/bangladesh/m32cw8vafs , সর্বশেষ প্রবেশ: ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

[২৭৬] খুলনায় নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতা: হামলাকারী ও ভুক্তভোগী সবাই আওয়ামী লীগের, প্রথম আলো, ১১ জানুয়ারি, ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন: https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/5tvm7l5f08 , সর্বশেষ প্রবেশ: ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

[২৭৭] মাঠ পর্যায়ে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার

[২৭৮] কুষ্টিয়ায় পুরুষশূন্য অর্ধশতাধিক পরিবার, আতঙ্কে নারী-শিশুরা, ঢাকা পোস্ট, ২৭ ফেব্রুারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://www.dhakapost.com/country/262253, সর্বশেষ প্রবেশ: ৮ এপ্রিল, ২০২৪

[২৭৯] নৌকা বনাম স্বতন্ত্র, সহিংসতা থামাতে কী করবে আওয়ামী লীগ?, বিবিসি বাংলা, ১৫ই জানুয়ারি, ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://www.bbc.com/bengali/articles/c25ylg5lxvwo, সর্বশেষ প্রবেশ: ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

[২৮০] হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ- নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতা বন্ধের দাবি, কালের কণ্ঠ, ১১ই জানুয়ারি, ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://www.kalerkantho.com/online/national/2024/01/11/1353897 , সর্বশেষ প্রবেশ: ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

[২৮১] নির্বাচন পরবর্তী হামলা-হুমকির পাল্টাপাল্টি অভিযোগ, বাড়িছাড়া কেউ কেউ, প্রথম আলো, ১৪ জানুয়ারি, ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/m4wn2ut2xj , সর্বশেষ প্রবেশ: ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

[২৮২] বেদেপল্লিতে হামলার পাঁচদিনেও মামলা নেয়নি পুলিশ, আতঙ্কে ক্ষতিগ্রস্তরা, প্রথম আলো, ১২ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/p4mahbx8wk, সর্বশেষ প্রবেশ: ০৮ এপ্রিল, ২০২৪

[২৮৩] একমাসে নিষ্পত্তি হয়নি তিন শতাধিক অভিযোগ, সমকাল, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://bitly.cx/baoF, সর্বশেষ প্রবেশ: ২১ মে ২০২৪

[২৮৪] ১৩৮ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২, ধারা ৪৪গ।

সত্যায়িত কপি দিতে ব্যর্থ হলে আইনগত ব্যবস্থা যেমন দুই থেকে সাত বছরের কারাদণ্ড বা আর্থিক জরিমানার বিধান রয়েছে।[২৮৫] অন্যদিকে, নির্বাচনের ফলাফল গেজেট আকারে প্রকাশের ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচন সংশ্লিষ্ট ব্যয় বিবরণী নির্বাচন কমিশনে দাখিল করার বিধান রয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যয় বিবরণী নির্বাচন কমিশনে দাখিলে ব্যর্থ দলগুলোর নিবন্ধন বাতিলসহ আর্থিক জরিমানার বিধান রয়েছে।[২৮৬,২৮৭]

দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর নির্বাচন কমিশন ব্যয় বিবরণী জমা প্রদানে একটি প্রজ্ঞাপন জারি এবং ব্যয় বিরবণী দাখিলের নির্দেশ প্রদান করে।[২৮৮] উল্লেখ্য, প্রার্থীদের ব্যয় বিবরণী জমা প্রদানের শেষ সময় ছিল ৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২৪ এবং দলগুলোর ব্যয় বিবরণী জমা প্রদানের শেষ সময় ছিল ৭ এপ্রিল ২০২৪। নির্ধারিত সময়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ২৮টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে ১৯টি দল ব্যয় বিবরণী জমা প্রদান করে। বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-বাংলাদেশ ন্যাপ, বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন, গণফোরাম, গণফ্রন্ট, জাকের পার্টি, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি, বাংলাদেশ কল্যান পার্টি বিবরণী জমা দেয়নি।[২৮৯]

অন্যদিকে, ১৮ মে ২০২৪ পর্যন্ত গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুসারে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ১ হাজার ৯৭৯ জন প্রার্থীর মধ্যে নির্বাচন কমিশনে নির্বাচনী ব্যয় বিবরণী জমা দিয়েছেন ১ হাজার ৭৪৮ জন। বাঁকিরা নির্ধারিত সময়ের চার মাস পার হলেও ব্যয়ের বিবরণী জমা দেয়নি। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনও তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।[২৯০] অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণী কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেনি এবং টিআইবি'র পক্ষ থেকে তথ্য চেয়ে অবেদন করলেও তথ্য প্রদান করেনি। ফলে নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণীর তথ্য সংক্রান্ত কোনো বিশ্লেষণ এই গবেষণায় প্রদান করা সম্ভব হয়নি।

৪.১০. নির্বাচনের ব্যয়

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশন ১ হাজার ৪৪৫ কোটি টাকার বাজেট নির্ধারণ করে। এ হিসাবে প্রতি আসনের জন্য সম্ভাব্য ব্যয় ৪ কোটি ৮১ লাখ টাকা প্রাক্কলন করা হয়। ১ হাজার ৪৪৫ কোটি টাকার মধ্যে নির্বাচন পরিচালনা প্রশিক্ষণের ব্যয় প্রায় ১০১ কোটি টাকা। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যয় ৮৬৭ কোটি টাকার অধিক। উল্লেখ্য, নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনের ২০০৮ সালে ২০০ কোটি, ২০১৪ সালে ৩০০ কোটি, ২০১৮ সালে ৭০০ কোটি টাকার বাজেট ছিল। উল্লেখ্য, মোট বাজেট ১ হাজার ৪৪৫ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হলেও পরবর্তীতে ব্যয় বেড়ে ২ হাজার ২৭৬ কোটি টাকা হয়।[২৯১] সার্বিকভাবে, একাদশ জাতীয় নির্বাচনের তুলনায় দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে তিনগুণ খরচ বৃদ্ধি পায়[২৯২] যা সবচেয়ে ব্যয়বহুল নির্বাচন বলে প্রতীয়মান।[২৯৩] পূর্বের জাতীয় নির্বাচনে বিভিন্ন বিভাগ থেকে আসা নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের একদিনের জন্য সম্মানী/ভাতা দেওয়া হলেও দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে ভোট গ্রহণ কর্মকর্তাদের দুই দিনের, ম্যাজিস্ট্রেট ও সম-ক্ষমতাসম্পন্ন কর্মকর্তাদের পাঁচ দিনের এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের জন্য ১৩ দিনের সম্মানী/ভাতা রাখা হয়।[২৯৪] আইনশৃঙ্খলা

---

[২৮৫] নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ৩ ডিসেম্বর ২০২৩ , পরিপত্র নং: ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০২০.২৩-৭৬২

[২৮৬] নির্বাচন কমিশন, ২৬ নভেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- http://www.ecs.gov.bd/files/M5zQcWe5dZBVUP49gnKSVu6kGSCJ3iqPjl24j09y.pdf, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৫ মার্চ,২০২৪

[২৮৭] ভোটের ব্যয়ের হিসাব দিতে ২৮ দলকে ইসির তাগিদ, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডট কম, ২১ মার্চ ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://bangla.bdnews24.com/politics/j7qyj4azym সর্বশেষ প্রবেশ: ২৫ মার্চ ,২০২৪

[২৮৮] নির্বাচন কমিশন ২১ মার্চ ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://bitly.cx/1tr2e, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৫ মার্চ ,২০২৪

[২৮৯] নির্বাচনি ব্যয়ের হিসাব, আইনের তোয়াক্কা করে না কেউ, খবরের কাগজ, ১৮ মে ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://www.khaborerkagoj.com/special-report/813891, সর্বশেষ প্রবেশ: ২১ মে ২০২৪

[২৯০] নির্বাচনি ব্যয়ের হিসাব, আইনের তোয়াক্কা করে না কেউ, খবরের কাগজ, ১৮ মে ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://www.khaborerkagoj.com/special-report/813891, সর্বশেষ প্রবেশ: ২১ মে ২০২৪

[২৯১] দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যয় বেড়ে ২২৭৬ কোটি টাকা, শেয়ার বিজ নিউজ , ৭ জানুয়ারি ২০২৪ , বিস্তারিত দেখুন- https://bitly.cx/Yv2, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৫ জানুয়ারি ২০২৪

[২৯২] দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে খরচ বেড়েছে তিনগুণ, এখন, ৬ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://ekhon.tv/article/65992df2456a42b1c76488d5, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩১ মার্চ ২০২৪

[২৯৩] জাতীয় নির্বাচনে ব্যয় বেড়েছে ১২৯ শতাংশ, কালের কণ্ঠ, ২৩ নভেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.kalerkantho.com/print-edition/news/2023/11/23/1338762, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩১ মার্চ ২০২৪

[২৯৪] দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন: হাজার কোটি টাকা চায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, বডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ১৩ নভেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/wejehcarqf, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩১ মার্চ ২০২৪

বাহিনীর সদস্যদের মোট বাজেটের অর্ধেকের বেশি (৫৪ শতাংশ) খরচ করা হলেও এর সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি। নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের সম্মানী/ভাতার বৈষম্য নিয়ে বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাদের মধ্যে অসন্তুষ্টি রয়েছে।[২৯৫]

৪.১১. উপসংহার

ক্ষমতাসীন দল তাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে নির্বাচনকে প্রভাবিত করেছেন। সংসদ না ভেঙ্গে নির্বাচন করায় সরকারে থাকার প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা আদায় করেছেন প্রার্থীরা। আওয়ামী লীগ একদিকে নির্বাচনের প্রায় একবছর আগে থেকেই প্রচারণা শুরু করে অন্যদিকে বিএনপিসহ সরকার বিরোধী নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা ও গ্রেফতারের মাধ্যমে নির্বাচন প্রক্রিয়া থেকে তাদের দূরে রাখার কৌশল গ্রহণ করে। দায়িত্বাসীন মন্ত্রী এমপিসহ অধিকাংশ প্রার্থী নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করেন। প্রচারণার জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আসন প্রতি নির্ধারিত ব্যয়সীমার চেয়ে অধিক ব্যয় করাসহ অধিকাংশ প্রার্থীদের আইন মেনে চলার ক্ষেত্রে ব্যত্যয় দৃশ্যমান হয়। নির্বাচন কমিশনের বিতর্কিত, স্ব-বিরোধী এবং ক্ষমতাসীন দলের সহায়ক বক্তব্য প্রদান ও কার্যক্রমে কমিশনের প্রতি বিরোধী দল ও প্রার্থীদের আস্থাহীনতা তৈরি হয়েছে, অন্যদিকে সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক চাকুরিবিধি লঙ্ঘন করে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীর পক্ষে বক্তব্য প্রদান, প্রচারণা ও ভোট চাওয়াসহ বিবিধ পক্ষপাতমূলক কর্মকাণ্ড করেছে, কিন্তু কমিশন তা বন্ধে ব্যর্থ হয়েছে। ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে আনতে ভয়ভীতি প্রদর্শন ও চাপ প্রয়োগ করার বিষয়ে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে পারেনি। নির্বাচনের দিন তথ্য প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ নির্বাচনের স্বচ্ছতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। পর্যবেক্ষক ও সংবাদ-মাধ্যমের জন্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ মোবাইল ও ইন্টারনেটের গতি হ্রাস করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের বিজয়ের পর ক্ষমতামীন দল ও জোটের পরাজিত প্রার্থী ও নিজ দলের স্বতন্ত্র প্রার্থীরা নির্বাচনে কারচুপি ও জালিয়াতির অভিযোগ তোলেন। এছাড়া, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদ-মাধ্যম, দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক অংশীদারের পক্ষ থেকে নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ তদন্তের দাবি জানান। সর্বিকভাবে, দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনটি ক্ষমতাসীন দলের নিয়ন্ত্রণে একটি নিয়ন্ত্রিত নির্বাচন হয়েছে যেখানে বিবিধ অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে এবং নির্বাচন কমিশন তা বন্ধে স্বদিচ্ছা দেখায় নি এবং কার্যকর পদক্ষেপও গ্রহণ করেনি।

[২৯৫] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, ১৪ এবং ১৫ জানুয়ারি ২০২৪

অধ্যায় পাঁচ: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫০টি আসনের চিত্র

৫.১. গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনে প্রার্থীদের দলভিত্তিক পরিচিতি

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫০টি আসনে মোট ৩৩০ জন প্রার্থী ছিলেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্বতন্ত্র, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি এবং স্বতন্ত্র (আওয়ামী লীগ) প্রার্থী। নিচের সারণিতে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনে দলভিত্তিক অংশগ্রহণকারী প্রার্থীর সংখ্যা উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৯: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনে অংশগ্রহণকারী দলভিত্তিক প্রার্থীর মোট সংখ্যা

দল	সংখ্যা
স্বতন্ত্র	৪৫
আওয়ামী লীগ	৪৪
জাতীয় পার্টি	৪২
স্বতন্ত্র (আওয়ামী লীগ)	৩৭
তৃণমূল বিএনপি	২৭
ন্যাশনাল পিপলস পার্টি	২০
বংলাদেশ সুপ্রীম পার্টি (বিএসপি)	১১
বাংলাদেশ ন্যাশলালিস্ট ফ্রন্ট (বিএনএফ)	৮
ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ	৭
বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন	৬
বাংলাদেশ ইসলামিক ফ্রন্ট	৬
জাতীয় পার্টি - জেপি	৩
অন্যান্য দল*	৭৪
মোট	**৩৩০**

* অন্যান্য দলগুলোর মধ্যে রয়েছে- বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি, ইসলামী ঐক্যজোট, বাংলাদেশ কংগ্রেস, বাংলাদেশ ওয়াকার্স পার্টি, সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট, কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ, গণফোরাম, গণফ্রন্ট, জাকের পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন (বিএনএম), বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-বাংলাদেশ ন্যাপ, বিকল্প ধারা বাংলাদেশ।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫০টি আসনে অংশগ্রহণকারী সকল প্রার্থীর থেকে প্রতি আসনের তিনজন প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী নির্বাচন করে মোট ১৪৯ জন প্রার্থীর ওপর নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন ও ব্যয় পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। একটি আসনে মাত্র দুইজন প্রার্থী নির্বাচন করেছেন ফলে সংখ্যাটি ১৪৯। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের মধ্যে আওয়ামী লীগের ৪৪, স্বতন্ত্র (আওয়ামী লীগ) ৩৭, জাতীয় পার্টির ৩৩, তৃণমূল বিএনপি ১২, স্বতন্ত্র ৮, এবং অন্যান্য দলের ১৫ জন।

চিত্র ৯: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনে দলভিত্তিক প্রার্থীর হার

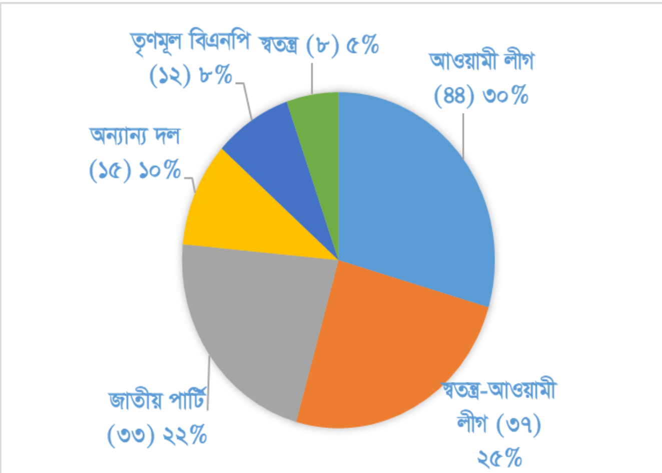

৫.২ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের ব্যক্তিগত তথ্য

দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীরা বিবিধ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে এসেছেন। নিম্নে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ১৪৯ জন প্রার্থীর আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা হলো।

প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশা

প্রার্থীদের মধ্যে স্নাতকোত্তর উর্ধ্ব ৫ শতাংশ, স্নাতকোত্তর ৫৪ শতাংশ, স্নাতক ৪৯ শতাংশ, উচ্চ মাধ্যমিক ১৪ শতাংশ, স্বশিক্ষিত ১১ শতাংশ, মাধ্যমিক ১০ শতাংশ, নিম্ন মাধ্যমিক ৩ শতাংশ পাশ। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে ৬৫ শতাংশ ব্যবসায়ী। এছাড়া, আইনজীবী ১২ শতাংশ, চাকুরিজীবি ৪ শতাংশ, রাজনীতিবিদ ও কৃষিজীবী ৩ শতাংশ এবং অন্যান্য পেশা-সংশ্লিষ্ট ১৬ শতাংশ প্রার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।

প্রার্থীদের মাসিক আয়-ব্যয়ের তথ্য

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের গড় মাসিক আয় ৯ লাখ ৬৫ হাজার ১৪৩ টাকা। প্রার্থীদের মধ্যে সর্বনিম্ন আয় ৮ হাজার ৩৩৩ টাকা ও সর্বোচ্চ আয় ২ কোটি ১১ লাখ ১৫ হাজার ৯৭ টাকা। আধিকাংশ প্রার্থীর আয়ের একাধিক উৎস রয়েছে। তবে প্রার্থীরা শেয়ার, ব্যাংক এবং ডিপোজিট থেকে গড়ে সর্বোচ্চ আয় করেন। ব্যবসা থেকে প্রার্থীরা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আয় করেন (সারণি ১০)। উল্লেখ্য, স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মাসিক গড় আয় দলীয় প্রার্থীদের চেয়ে বেশি যার পরিমাণ ২৮ লাখ ৭৪ হাজার ৯৩৪ টাকা। দলীয় বিবেচনায় তৃণমূল বিএনপির প্রার্থীদের মাসিক গড় আয় সবচেয়ে কম যার পরিমাণ ৪১ হাজার ৯৫৪ টাকা (সারণি ১১)। উল্লেখ্য, যেসব প্রার্থী একাদশ জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্য হিসেবে বিবিধ ভাতা গ্রহণ করেন (যেমন, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, পেনশন, সেমিনার হতে সম্মানী, লিমিটেড কোম্পানি হতে আয়) তাদের কেউ হলফনামায় এসকল ভাতা সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করেন নি। অন্যদিকে, হলফনামায় উল্লিখিত মোট আয়-ব্যয়ের তথ্য ও খাতভিত্তিক আয়-ব্যয়ের পরিমাণ সমান হওয়ার কথা থাকলেও প্রার্থীদের হলফনামায় প্রদত্ত হিসাব অনুসারে উভয় তথ্যের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

সারণি ১০: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের মাসিক আয় ও আয়ের উৎস

আয়ের উৎস*	প্রার্থীর সংখ্যা	গড় আয় (টাকা)
চাকরি	৪৪	**১,৭২,৮৯৮**
ব্যবসা/শিল্প-কারখানা	৯১	**৪,৪৪,০৯৭**
পেশাজীবী (উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক ইত্যাদি)	২৮	**৬৩,১২৪**
কৃষি	৫৩	**৪৩,৯০১**
শেয়ার/ব্যাংক ও ডিপোজিট থেকে মুনাফা	৫১	**৫,৩৭,৩০৪**
বাড়ি (বাড়ি, এপার্টমেন্ট, দোকান ও অন্যান্য) ভাড়া থেকে আয়	৪৬	**২,৫১,৭৭৩**
অন্যান্য**	৫৪	**৪,০৯,২১৬**

* একজন প্রার্থীর একাধিক আয়ের উৎস রয়েছে

** অন্যান্যের মধ্যে রয়েছে মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, পেনশন, সেমিনার হতে সম্মানী, লিমিটেড কোম্পানি থেকে আয়

সারণি ১১: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের দলভিত্তিক মাসিক আয় (টাকায়)

	আওয়ামী লীগ (৪৪ জন)	স্বতন্ত্র (আওয়ামী লীগ) (৩৭ জন)	জাতীয় পার্টি (৩৩ জন)	তৃণমূল বিএনপি (১২ জন)	অন্যান্য দল (১৫ জন)	স্বতন্ত্র (৮ জন)
গড় আয়	১৪,২৩,৪১২	১২,০৭,৭০০	৩,৪২,৩৫৭	৪১,৯৫৪	১,১২,৭১১	**২৮,৭৪,৯৩৪**
সর্বনিম্ন আয়	৩৩,৩৩৩	৩০,৮৩৩	৮,৩৩৩	২০,৯৮০	১৭,৫০০	**৪১,৬৬৬**
সর্বোচ্চ আয়	**১,৪২,৯৬,৫৮৫**	**১,৫৯,৮০,৯৮৩**	**৪৫,৭৬,৭৯০**	**৬৭,৬৬৫**	**৬,২৩,৫২৩**	**২,১১,১৫,০৯৭**

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের গড় মাসিক ব্যয় ৩ লাখ ৫৪ হাজার ৭৭২ টাকা। প্রার্থীদের মধ্যে সর্বনিম্ন ব্যয় ৮ হাজার ৩৩৩ টাকা ও সর্বোচ্চ ব্যয় ৬২ লাখ ৭০ হাজার ৪৪১ টাকা। স্বতন্ত্র (আওয়ামী লীগ) প্রার্থীদের মাসিক গড় ব্যয় সবচেয়ে বেশি যা ৬ লাখ ৫৭ হাজার ৮০৩ টাকা। অন্যদিকে, তৃণমূল বিএনপির প্রার্থীদের মাসিক গড় ব্যয় সবচেয়ে কম যার পরিমাণ ২৯ হাজার ২৯৭ টাকা (সারণি ১২)। উল্লেখ্য, গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের ১১ জন হলফনামায় তাদের ব্যয়ের তথ্য উল্লেখ করেন নি।

সারণি ১২: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের দলভিত্তিক মাসিক ব্যয়

	আওয়ামী লীগ (৪২ জন)	স্বতন্ত্র (আওয়ামী লীগ) (৩৬ জন)	জাতীয় পার্টি (৩৩ জন)	তৃণমূল বিএনপি (৯ জন)	অন্যান্য দল (১১ জন)	স্বতন্ত্র (৭ জন)
গড় ব্যয়	৪,৩৩,৬৫৭	৬,৫৭,৮০৩	১,১০,৫৬৯	২৯,২৯৭	৩২,৩৫৩	**১,৯০,০৭৩**
সর্বনিম্ন ব্যয়	২৫,০০০	২০,৮৩৩	৮,৩৩৩	১৭,০৮৩	১১,৬৬৬	**১৬,৬৬৬**
সর্বোচ্চ ব্যয়	**২৬,৬৬,৫৩৭**	**৬২,৭০,৪৪১**	**১৪,৩৬,৪২৪**	**৫২,০০০**	**৭৮,২১৬**	**৪,৫০,৯০৮**

প্রার্থীদের সম্পদের তথ্য

প্রার্থীদের হলফনামায় প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী তাদের সম্পদের গড় পরিমাণ ১০ কোটি ৯০ লাখ ৮৪ হাজার ১৮৭ টাকা - এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৯ কোটি ১৬ লাখ ৯৫ হাজার ৯৮৬ টাকা এবং সর্বনিম্ন ১৪ হাজার ৫২৭ টাকা। সম্পদের ধরনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রয়েছে নগদ টাকা, আসবাবপত্র ও ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী, অকৃষি জমি ও যানবাহন। পরিমাণের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি রয়েছে বন্ড, ঋণপত্র, শেয়ার, বিনিয়োগ, অকৃষি জমি ও অর্জনকালীন আর্থিক মূল্য, নগদ টাকা ও অন্যান্য (সারণি ১৩)।

সারণি ১৩: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের সম্পদের গড় পরিমাণ

সম্পদের বিবরণ	প্রার্থীর সংখ্যা	সম্পদের গড় পরিমাণ (টাকা)
অকৃষি জমির পরিমাণ ও অর্জনকালীন আর্থিক মূল্য	৮৭	১,৬৫,৮১,৪৭৩
আসবাব পত্র ও ইলেকট্রনিক্স	১২৮	৭,৫৫,৫১১
কৃষি জমির পরিমাণ ও অর্জনকালীন আর্থিক মূল্য	৭৪	১,৩৬,০২,৫৮২
চা বাগান, রাবার বাগান, মৎস্য খামার ইত্যাদির মূল্য, সংখ্যা ও অর্জনকালীন আর্থিক মূল্য	১৫	২৭,৪০,০৬৭
দালান সংখ্যা (আবাসিক/বাণিজ্যিক), অবস্থান ও অর্জনকালীন আর্থিক মূল্য	৬৫	২,২৭,৫৪,১৩৪
নগদ টাকা (হাতে আর ব্যাংকে)	১৩৮	১,৮৭,৭২,০৯৫
বন্ড, ঋণপত্র, শেয়ার, বিনিয়োগ	৫৭	৯,১৬,৯৫,৯৮৬
বাড়ি/এপার্টমেন্ট সংখ্যা ও অর্জনকালীন আর্থিক মূল্য	৬৮	১,১২,০৯,৯৭০
বৈদেশিক মুদ্রা	৩	১৪,৫২৭
যানবাহন	৭৯	৮৪,৩২,৪২৩
স্বর্ণ ও অন্যান্য অলংকারাদি	৮১	৯,৪২,৬১৫
অন্যান্য	৫৫	৪,০১,৯৯,৬২৩

হলফনামায় প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী নির্বাচিত আসনগুলোতে আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের গড়ে ২৩ কোটি ৭০ লাখ ৯ হাজার ৬১২ টাকার সম্পদ রয়েছে, এবং অন্যান্য দলের প্রার্থীদের গড়ে সবচেয়ে কম টাকার সম্পদ রয়েছে যা পরিমাণে ২ কোটি ৮ লাখ ৪৩ হাজার ৮৯২ টাকা (সারণি ১৪)। উল্লেখ্য, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের হলফনামায় তথ্য অনুসারে ২০ শতাংশ প্রার্থীর ১০ থেকে ৫০ কোটি টাকার সম্পদ রয়েছে। অন্যদিকে, ৫৫.৫৯ শতাংশ প্রার্থীর সম্পদের পরিমাণ ১ থেকে ১০ কোটি টাকার

মধ্যে।[২৯৬] তুলনামূলকভাবে, গবেষণার জন্য নির্বাচিত আসনে আওয়ামী লীগ এবং স্বতন্ত্র (আওয়ামী লীগ) প্রার্থীদের গড় সম্পদের পরিমাণ দ্বাদশ নির্বাচনের অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ প্রার্থীদের চেয়ে অধিক।

সারণি ১৪: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের সম্পদের গড় মূল্য (দলভিত্তিক)

রাজনৈতিক দল	প্রার্থীর সংখ্যা	সম্পদের গড় মূল্য (টাকা)
আওয়ামী লীগ	৪৪	২৩,৭০,০৯,৬১২
স্বতন্ত্র (আওয়ামী লীগ)	৩৩	৭,৩৪,৫৯,৬১৪
জাতীয় পার্টি	৩২	৫,৯৬,১৮,০৪৫
তৃণমূল বিএনপি	১২	২,৬৪,৮৯,৯২১
অন্যান্য দল	১৫	২,০৮,৪৩,৮৯২
স্বতন্ত্র	৭	২,৯৭,৩৩,৩৭৭

প্রার্থীদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার তথ্য

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় ১৮.৭৯ শতাংশ প্রার্থীর ২৬ থেকে ৩৫ বছরের রাজনীতির অভিজ্ঞতা রয়েছে। এসব প্রার্থী গড়ে ৩০ বছর রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন (সর্বনিম্ন ১ এবং সর্বোচ্চ ৫৭ বছর) (সারণি ১৫)।

সারণি ১৫: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের রাজনীতির অভিজ্ঞতা

অভিজ্ঞতা (বছর)	প্রার্থীর সংখ্যা*	শতকরা হার
০	২৪	১৬.১০
১-৫	৯	৬.০৪
৬-১৫	১৫	১০.০৬
১৬-২৫	২৭	১৮.১২
২৬-৩৫	২৮	১৮.৭৯
৩৬-৪৫	২৫	১৬.৭৭
৪৫>	২১	১৪.০৯
মোট	**১৪৯**	**১০০**

প্রার্থীদের অতীতে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের তথ্য

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের মধ্যে ৫৫.০৩ শতাংশ প্রার্থী দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে প্রথমবার সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন যাদের অধিকাংশ দলীয় মনোনয়ন পাননি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে, সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে ৪৪.৯৭ শতাংশ প্রার্থীর। দুই থেকে চারবার সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন এমন প্রার্থী ২২.১৫ শতাংশ (সারণি ১৬)। পাঁচ বা তার অধিক বার জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন এমন প্রার্থী ৬.৭১ শতাংশ। এর মধ্যে আওয়ামী লীগের একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ ৮ বার জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন।

সারণি ১৬: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের অতীতে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা

জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ	প্রার্থীর সংখ্যা	শতকরা হার
দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে প্রথমবার অংশগ্রহণ করেছেন	৮২	৫৫.০৩
অতীতে একবার অংশগ্রহণ করেছেন	২৪	১৬.১১
অতীতে দুই থেকে চার বার অংশগ্রহণ করেছেন	৩৩	২২.১৫
অতীতে পাঁচ বা তার অধিক বার অংশগ্রহণ করেছেন	১০	৬.৭১
মোট	**১৪৯**	**১০০.০০**

[২৯৬] টিআইবি, ২০১৯, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা, বিস্তারিত দেখুন- https://www.ti-bangladesh.org/articles/nis-and-sdg-tracking/5750, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৫ এপ্রিল ২০২৪

প্রার্থীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা সংক্রান্ত তথ্য

প্রার্থীদের হলফনামায় প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের মধ্যে মোট ৩৩ শতাংশের অধিক (৫০ জন) প্রার্থীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় ফৌজদারি মামলা হয়েছে। এসব মোট মামলার পরিমাণ ১৭৭টি। এর মধ্যে ৬ শতাংশ (৯ জন) প্রার্থীর বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা চলমান রয়েছে এবং মামলার মোট পরিমাণ ২৬টি। এর মধ্যে স্বতন্ত্র (আওয়ামী লীগ) প্রার্থীদের বিরুদ্ধে মোট ১৬টি মামলা চলমান রয়েছে। জাতীয় পার্টি ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা চলমান নেই। অন্যদিকে, ২৭ শতাংশের অধিক (৪১ জন) প্রার্থীর বিরুদ্ধে অতীতে ফৌজদারি মামলা হয়েছিল। এর মধ্যে দলভিত্তিক আওয়ামী লীগের ১১.৪ শতাংশ (১৭ জন) প্রার্থীর বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ১০৯টি মামলা ছিল (সারণি ১৭)। তবে, অতীতে সব প্রার্থীর বিরুদ্ধেই কোনো না কোনো ফৌজদারি মামলা হয়েছে।

সারণি ১৭: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীর বিরুদ্ধে বর্তমানে ও অতীতে দায়েরকৃত ফৌজদারি মামলা

দল	বর্তমান ফৌজদারি মামলা		অতীতে দায়েরকৃত ফৌজদারি মামলা	
	প্রার্থীর সংখ্যা	**মামলার সংখ্যা**	**প্রার্থীর সংখ্যা**	**মামলার সংখ্যা**
আওয়ামী লীগ	২	৪	১৭	১০৯
স্বতন্ত্র (আওয়ামী লীগ)	২	১৬	৭	১৩
জাতীয় পার্টি	০	০	৬	৮
তৃণমূল বিএনপি	১	২	১	২
অন্যান্য দল	৪	৪	৫	১০
স্বতন্ত্র	০	০	৫	৯
মোট	**৯**	**২৬**	**৪১**	**১৫১**

প্রার্থীদের দায় ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৩৮ শতাংশ (৫৭ জনের) প্রার্থীর দায় ও ঋণ আছে। প্রার্থী নিজে অথবা যৌথভাবে অথবা নির্ভরশীল কর্তৃক অথবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উক্ত ঋণ গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের সবচেয়ে বেশি দায় ও ঋণ রয়েছে এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সর্বনিম্ন দায় ও ঋণ আছে। গড় পরিমাণের হিসেবে সবচেয়ে বেশি দায় ও ঋণ রয়েছে আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের যার পরিমাণ গড়ে ৫২ কোটি ১ লাখ ৮১ হাজার ১৩৯ টাকা। সবচেয়ে কম দায় ও ঋণ রয়েছে তৃণমূল বিএনপি'র প্রার্থীদের যা গড়ে ৫৭ লাখ ৬ হাজার ৫৬ টাকা (সারণি ১৮)।

সারণি ১৮: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থী বা তার উপর নির্ভরশীলদের দায় ও ঋণ

দল	দায় ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য	
	প্রার্থীর সংখ্যা	**গড় পরিমাণ (টাকা)**
আওয়ামী লীগ	২৪	৫২,০১,৮১,১৩৯
স্বতন্ত্র (আওয়ামী লীগ)	১৪	৫,৪৮,২০,৮১৭
জাতীয় পার্টি	১১	১,০৫,২১,১৭৭
তৃণমূল বিএনপি	৩	৫৭,০৬,০৫৬
অন্যান্য দল	৩	২,৩০,৯৩,০৭১
স্বতন্ত্র	২	৪,৪১,৮১,৩৮৮
মোট	৫৭	২৩৭,৫৮৪,৭৭০

তফসিল ঘোষণার পর থেকে মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রার্থীদের ব্যয়

তফসিল ঘোষণার পর থেকে মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোতে মোট ১৪৯ জন প্রার্থী গড়ে ৫ লাখ ৮০ হাজার ৩১৪ টাকা ব্যয় করেছেন (সারণি ১৯)। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ১ কোটি ৮৫ লাখ ৮ হাজার টাকা, এবং সর্বনিম্ন ২০ হাজার টাকা ব্যয় করেছেন। ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য খাত হচ্ছে পোস্টার, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাঁদা, জন-সংযোগ ইত্যাদি। আওয়ামী

লীগের প্রার্থীরা গড়ে ১০ লাখ ১৫ হাজার ১৭৯ টাকা, স্বতন্ত্র (আওয়ামী লীগ) প্রার্থীরা গড়ে ৬ লাখ ৫৪ হাজার ৯৮১ টাকা, জাতীয় পার্টির প্রার্থীরা গড়ে ৩ লাখ ৮৩ হাজার ৫১২ টাকা ব্যয় করেছেন।

সারণি ১৯: তফসিল ঘোষণার পর থেকে মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রার্থীদের দলভিত্তিক ব্যয় (টাকা)

	আওয়ামী লীগ (৪৪ জন)	স্বতন্ত্র (আওয়ামী লীগ) (৩৭ জন)	জাতীয় পার্টি (৩২ জন)	তৃণমূল বিএনপি (১২ জন)	অন্যান্য দল (১৫ জন)	স্বতন্ত্র (৮ জন)
গড় ব্যয়	১০,১৫,১৭৯	৬,৫৪,৯৮১	৩,৮৩,৫১২	৬৫,০৮৩	৮৯,১৬৬	৩২,৪১৮৭
সর্বনিম্ন ব্যয়	২২,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২১,০০০	২০,০০০	৩০,০০০
সর্বোচ্চ ব্যয়	**১,৮৫,০৮,০০০**	**৩৬,৭৯,০০০**	**৭০,২৮,৮৭০**	**১,৫২,০০০**	**৩,৯২,৫০০**	**১,৪৩,৪০০০**

৫.৩. গবেষণাভুক্ত আসনে আচরণবিধি প্রতিপালন

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ও সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮ এ আচরণবিধি প্রতিপালন এবং এর ব্যত্যয়ে শাস্তি সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আওয়ামী লীগ মনোনীত শতভাগ প্রার্থী কোনো না কোনো নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গ করেছেন। অধিকাংশ স্বতন্ত্র (আওয়ামী লীগ), স্বতন্ত্র এবং অন্যান্য দলের প্রার্থী নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গ করেছেন। ভঙ্গকৃত আচরণবিধির মধ্যে অন্যতম হলো-

দেয়াল, খুঁটি, যানবাহন ইত্যাদিতে পোস্টার লাগানো: আওয়ামী লীগের ৭৯.৬ শতাংশ এবং স্বতন্ত্র (আওয়ামী লীগ) ৭৫.৭ শতাংশ প্রার্থী এবং সার্বিকভাবে ৬৬ শতাংশ প্রার্থী আচরণবিধি ভেঙ্গে প্রচারণাকালে দেয়াল, খুঁটি, যানবাহন ইত্যাদিতে পোস্টার লাগিয়েছেন।

জনসভা বা শোভাযাত্রা: আওয়ামী লীগের ৮৮.৬ শতাংশ এবং স্বতন্ত্র (আওয়ামী লীগ) ৭৩ শতাংশ প্রার্থী যানবাহন সহকারে মিছিল, মশাল মিছিল, শো-ডাউন করেছেন। সার্বিকভাবে ৬০ শতাংশ প্রার্থী আচরণবিধি ভেঙ্গে জনসভা বা শোভাযাত্রা করেছেন।

এছাড়া গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫০টি আসনে প্রার্থীরা অন্যান্য যেসব আচরণবিধি ভেঙ্গেছেন তার মধ্যে অন্যতম হলো

- পাঁচ জনের বেশি সমর্থক নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা;
- নির্ধারিত সময়ের আগে প্রচারণা শুরু;
- মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় মিছিল কিংবা শো-ডাউন;
- মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও তারিখবিহীন পোস্টার ছাপানো ইত্যাদি

সারণি ২০: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোতে দলভিত্তিক আচরণবিধি ভঙ্গের চিত্র

রাজনৈতিক দল	ন্যূনতম একবার আচরণবিধি ভঙ্গ (প্রার্থী/শতাংশ)
আওয়ামী লীগ	১০০.০
স্বতন্ত্র (আওয়ামী লীগ)	৯৭.৩
স্বতন্ত্র	৮৭.৫
জাতীয় পার্টি	৮৪.৯
অন্যান্য দল	৮০.০
তৃণমূল বিএনপি	৭৫.০

তফসিল ঘোষণার আগে থেকে নির্বাচন পর্যন্ত সময় বিবেচনায় গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোতে প্রার্থীদের আচরণবিধি লঙ্ঘন বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করা যায় যে আওয়ামী লীগ (১০০ শতাংশ) এবং স্বতন্ত্র (আওয়ামী লীগ) (৯৭.৩ শতাংশ) আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছে। এছাড়া, জাতীয় পার্টি, তৃণমূল বিএনপির প্রার্থীরাও নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছে। এছাড়া, গবেষণাভুক্ত আসনে ৪৮.৭ শতাংশ স্বতন্ত্র (আওয়ামী লীগ) এবং ৪০.৯ শতাংশ আওয়ামী লীগ প্রার্থী নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে অবৈধ অর্থ লেনদেন এবং পেশী শক্তি ব্যবহার করেন। দলভিত্তিক আচরণবিধি লঙ্ঘনের ধরন এবং লঙ্ঘনের চিত্র সারণি ২১-এ তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ২১: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫০টি আসনে নির্বাচন-পূর্ব সময় থেকে নির্বাচন পর্যন্ত আচরণবিধি লঙ্ঘন (প্রার্থী/শতাংশ)

আচরণবিধি লঙ্ঘনের ধরন*	আওয়ামী লীগ	স্বতন্ত্র (আওয়ামী লীগ)	জাতীয় পার্টি	তৃণমূল বিএনপি	অন্যান্য	স্বতন্ত্র	সার্বিক
দেয়াল, খুঁটি, যানবাহন ইত্যাদিতে পোস্টার লাগানো	৭৯.৬	৭৫.৭	৫৪.৬	৪২.০	৪৭.০	৬২.৫	৬৬.০
জনসভা বা শোভাযাত্রা (যানবাহন সহকারে মিছিল, মশাল মিছিল, শো-ডাউন ইত্যাদি)	৮৮.৬	৭৩.০	৩৯.৪	২৫.০	২৭.০	৩৭.৫	৬০.০
পাঁচ জনের বেশি সমর্থক নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা	৭৯.৬	৬৪.৯	৩৬.৪	১৭.০	২০.০	৫০.০	৫৪.০
ভোট গ্রহণের নির্ধারিত দিনের তিন সপ্তাহ আগে প্রচারণা	৬৫.৯	৭০.৩	৪২.৪	৩৩.০	২৭.০	২৫.০	৫৩.০
মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় মিছিল কিংবা শো-ডাউন	৭২.৭	৫৯.৫	৩৩.৩	০	২০.০	৩৭.৫	৪৮.০
মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও তারিখবিহীন পোস্টার	৫০.০	২৭.০	৩৩.৩	২৫.০	৪০.০	৭৫.০	৩৯.০
দুপুর দুইটা থেকে রাত আটটা'র বাইরে মাইক্রোফোন ব্যবহার	৫০.০	৪৩.২	৩০.৩	৮.৩	২০.০	২৫.০	৩৬.০
যেকোনো ধর্মীয় উপাসনালয়ে নির্বাচনী প্রচারণা চালানো	৫০.০	৪৬.০	১৮.২	৮.৩	১৩.০	৩৭.৫	৩৪.০
পথসভা বা মঞ্চ তৈরি করে জনগণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি	৫৯.১	৩৭.৮	১৫.২	০	০	৩৭.৫	৩২.০
প্রতি ইউনিয়নে এবং পৌরসভা বা সিটি করপোরেশন এলাকায় প্রতি ওয়ার্ডে একটির বেশি ক্যাম্প/অফিস স্থাপন	৪৮.৮	৪৩.২	১২.১	০	৬.৭	৫০.০	৩১.০
ভোটারদের প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে বল প্রয়োগ বা অর্থ ব্যয়	৪০.৯	৪৮.৭	১২.১	০	০	২৫.০	২৮.০
৪০০ বর্গফুটের বেশি আয়তনের প্যান্ডেল, আলোকসজ্জা	৫৪.৬	২৪.৩	১২.১	০	৬.৭	৩৭.৫	২৮.০
প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণামূলক বক্তব্য বা প্রার্থীর ছবি বা চিহ্ন সংবলিত শার্ট, জ্যাকেট, ফতুয়া ইত্যাদি ব্যবহার	৪৭.৭	১৩.৯	৬.২৫	০	৬.৭	২৫.০	২১.০
গেইট, তোরণ বা ঘের নির্মাণ	৫৩.৫	১৬.২	৩.০৩	০	৬.৭	০	২১.০
প্রার্থীর পক্ষে সরকারি সুবিধাভোগী ব্যক্তি ও কোনো সরকারি কর্মকর্তার নির্বাচনী প্রচারণা বা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ	৪৫.৫	১৮.৯	০	০	০	১২.৫	১৯.০
নির্বাচনের আগে কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনো প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান বা প্রদানের অঙ্গীকার	২৫.০	২৭.০	১২.১	০	০	১২.৫	১৭.০
দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতায় তিন মিটারের বেশি নির্বাচনী প্রতীক	৪৫.৫	১০.৮	৩.০৩	০	০	১২.৫	১৭.০
ব্যক্তিগত চরিত্র হনন, তিক্ত বা উস্কানিমূলক বক্তব্য, লিঙ্গ বা সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এমন বক্তব্য	২০.৫	২৪.৩	৬.০৬	৮.৩	১৩.০	৩৭.৫	১৭.০
প্রতিপক্ষের পথসভা, ঘরোয়া সভা বা প্রচারাভিযানে বাধা	৩৮.৬	১৬.৭	০	০	০	২৫.০	১৭.০
সড়ক বা জনগণের চলাচলের স্থানে নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন	৩০.২	১৩.৫	১২.১	০	০	০	১৫.০

৫.৪. নির্বাচনী প্রচারণায় দেওয়া প্রতিশ্রুতি

প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচারণার সময় বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের সর্বাধিক ৩৩.৫৩ শতাংশ স্থানীয় যোগাযোগ অবকাঠামোর উন্নয়ন যেমন রাস্তা, রেলপথ, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ ও সংস্কারের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। এছাড়া, অন্যান্য প্রতিশ্রুতিগুলো হলো এলাকার উন্নয়ন, ভাতা, আওয়ামী লীগের দলীয় ইশতেহার বাস্তবায়ন, ডিজিটাল/স্মার্ট নগরী তৈরি (১৮.৪০ শতাংশ), কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা (১০.৬৩ শতাংশ), এবং শিক্ষার উন্নয়ন করা (৯.৮১ শতাংশ)। উল্লেখ্য, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মাত্র ৪.৪৯ শতাংশ প্রার্থী (সারণি ২২)।

সারণি ২২: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণায় দেওয়া প্রতিশ্রুতি

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি	প্রার্থীর সংখ্যা	শতকরা হার
অবকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত	৭৭	৩৩.৫৩
কর্মসংস্থান সৃষ্টি সংক্রান্ত	৪৩	১০.৬৩
মাদক ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠন সংক্রান্ত	৩৫	৮.৯৯
শিক্ষার উন্নয়ন সংক্রান্ত	৩৭	৯.৮১
স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন সংক্রান্ত	২০	৪.৯০
সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত	১৯	৪.৪৯
কৃষির উন্নয়ন সংক্রান্ত	৮	১.৬৩
রাজনৈতিক পরিবেশ উন্নয়নে কাজ করা (গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার পুনরুদ্ধার, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং বাক-স্বাধীনতা রক্ষা, সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি)	২	০.৪০৮
নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে কাজ করা	৭	১.৬৩
অন্যান্য (এলাকার উন্নয়ন, ভাতা, আওয়ামী লীগের দলীয় ইশতেহার বাস্তবায়ন, ডিজিটাল/স্মার্ট নগরী ইত্যাদি)	২৬	৫.৫২

* একাধিক উত্তর হতে পারে

৫.৫. গবেষণাভুক্ত আসনে প্রার্থীদের প্রচারণার ব্যয়

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনে হলফনামা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের পাশাপাশি তফসিল ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত প্রার্থীর ব্যয়, তফসিল ঘোষণার পর থেকে মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রার্থীর ব্যয় এবং অনুমোদিত সময়ে প্রার্থীর ব্যয় এই তিন ধাপে প্রার্থীদের প্রচারণার ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত গবেষণায় সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জরিপের মাধ্যমে সংগ্রহকৃত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে শুরু করে নির্বাচন পর্যন্ত গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীরা গড়ে ১ কোটি ৫৬ লাখ ৮৩ হাজার ৭৭৭ হাজার টাকা ব্যয় করেছেন (সারণি ২৩)। ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য খাত হচ্ছে পোস্টার, নির্বাচনী ক্যাম্প, জনসভা, কর্মীদের জন্য ব্যয়। তফসিল ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত প্রার্থীর গড় ব্যয় পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা সর্বোচ্চ ব্যয় করেছে। তফসিল ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা গড়ে ব্যয় করেছেন ১ কোটি ৬৭ লক্ষ ৮৮ হাজার ১০২ টাকা, স্বতন্ত্র (আওয়ামী লীগ) প্রার্থীর গড় ব্যয় ১২ লক্ষ ৯৮ হাজার ২৯৮ টাকা। এদের মাঝে সর্বোচ্চ ব্যয় করেছে আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা এবং সর্বনিম্ন ব্যয় করেছে অন্যান্য দলের প্রার্থীরা।

সারণি ২৩: তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে শুরু করে নির্বাচন পর্যন্ত গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের গড় ব্যয় (প্রাক্কলিত)

ক্রম	রাজনৈতিক দল	তফসিল ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত গড় ব্যয় (টাকা)	তফসিল ঘোষণার পর থেকে মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত গড় ব্যয় (টাকা)	মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পর থেকে নির্বাচন পর্যন্ত গড় ব্যয় (টাকা)	তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে নির্বাচন পর্যন্ত প্রচারণায় প্রার্থীদের মোট গড় ব্যয় (টাকা)*
১.	আওয়ামী লীগ	১,৬৭,৮০,১০২ (৩৬)	১০,১৫,১৭৯ (৪৪)	১,৩৮,৭৮,৯৮৮ (৪৪)	২,৮৬,২৩,৩৪১ (৪৪)
২.	স্বতন্ত্র (আওয়ামী লীগ)	১২,৯৮,২৯৮ (৩৩)	৬,৫৪,৯৮১ (৩৭)	১,৮২,৬৭,১১৯ (৩৬)	১,৯৫,৮৬,৩৩৬ (৩৭)
৩.	জাতীয় পার্টি	৩৬,০৪,০১৬ (২২)	৩,৮৩,৫১২ (৩২)	৪২,২৬,৪৩৯ (৩৩)	৭০,০১,০০৭ (৩৩)
৪.	তৃণমূল বিএনপি	২,০৯,৭৫০ (4)	৬৫, ০৮৩ (১২)	৭,০১,৮২৯ (১২)	৮,৩৬,৮২৯ (১২)
৫.	অন্যান্য দল**	৯৮,২৫০	৮৯,১৬৬	২২,২৯,২১৩	২৩,৭০,৭৮০

		(৮)	(১৫)	(১৫)	(১৫)
৬.	স্বতন্ত্র	৪,২৪,০০০ (৫)	৩,২৪,১৮৭ (৮)	৮৯,২৬,৩৬৩ (৮)	৯৫,১৫,৫৫০ (৮)
	সার্বিক গড়	**৬৭,৫৮,৮৯৭ (১০৮)**	**৫,৮০,৩১৪ (১৪৮)**	**১,০২,৭৭,২৬৫ (১৪৮)**	**১,৫৬,৮৩,৭৭৭ (১৪৯)**

নোটঃ সকল প্রার্থীর ক্ষেত্রে নির্বাচনী প্রচারণার ব্যয় সকল পর্যায়ে পাওয়া যায়নি। প্রতিটি গড়ের ক্ষেত্রে প্রার্থীর সংখ্যা প্রথম বন্ধনিতে দেওয়া হয়েছে। *প্রার্থীদের মোট গড় ব্যয় (টাকা) হিসাবের ক্ষেত্রে যে সকল প্রার্থীর কোনো একটি পর্যায়ে প্রচারণা ব্যয় পাওয়া যায়নি সেক্ষেত্রে প্রচারণার ব্যয় 'শূন্য' বিবেচনা করা হয়েছে। **অন্যান্য দলগুলোর মধ্যে রয়েছে জাসদ, জাকের পার্টি, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি, ইসলামী ঐক্যজোট, বাংলাদেশ কংগ্রেস, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, বাংলাদেশ ওয়াকার্স পার্টি, সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ অনুসারে অনুসারে দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় প্রার্থীরা ভোটারপ্রতি ১০ টাকা ব্যয় করতে পারবেন। এছাড়া, একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টাকা নির্বাচনী ব্যয় করতে পারবেন। তবে, গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোতে তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে নির্বাচন পর্যন্ত সময়ে নির্ধারিত ব্যয়সীমার বেশি ব্যয় করেছেন ৬৫.৭৭ শতাংশ (৯৮ জন) প্রার্থী। সবচেয়ে বেশি ব্যয় করেছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা, গড়ে ১১.৪৫ গুণ বেশি। বিজয়ী প্রার্থীরা গড়ে ৩ কোটি ০৯ লক্ষ ৫৬ হাজার ৪৩৮ টাকা ব্যয় করেছেন (সর্বোচ্চ ৩৮ কোটি ৭৭ লক্ষ ১০ হাজার ১৪৪ টাকা, সর্বনিম্ন ১৬ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা)। মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পর থেকে নির্বাচন পর্যন্ত গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোতে মোট ১৪৯ জন প্রার্থী গড়ে ১ কোটি ২ লক্ষ ৭৭ হাজার ২৬৫ টাকা ব্যয় (সর্বোচ্চ ১৮ কোটি ১৫ লক্ষ ৫০ হাজার ৮০০ টাকা, সর্বনিম্ন ৪৪ হাজার ৮০০ টাকা) করেছেন। সার্বিকভাবে, তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে নির্বাচন পর্যন্ত প্রার্থীদের গড় ব্যয় ১ কোটি ৫৬ লক্ষ ৮৩ হাজার ৭৭৭ টাকা (সর্বোচ্চ ৩৮ কোটি ৭৭ লক্ষ ১০ হাজার ১৪৪ টাকা, সর্বনিম্ন ৭০ হাজার টাকা); যা নির্বাচন কমিশন দ্বারা নির্ধারিত ব্যয়সীমার (প্রার্থী প্রতি সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা) ৬ গুণ বেশি।

তফসিল ঘোষণার পর থেকে মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত গড় ব্যয় পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, গবেষণাভুক্ত আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের গড় ব্যয় ১০ লক্ষ ১৫ হাজার ১৭৯ টাকা যা গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোর অন্য সকল দলের চেয়ে বেশি। স্বতন্ত্র (আওয়ামী লীগ) প্রার্থীদের গড় ব্যয় ৬ লক্ষ ৫৪ হাজার ৯৮১ টাকা যা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। অন্যান্য দল এই সময় সর্বনিম্ন ব্যয় করেছেন।

মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পর থেকে নির্বাচন পর্যন্ত গড় ব্যয় পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, গবেষণাভুক্ত আসনে স্বতন্ত্র (আওয়ামী লীগ) প্রার্থীরা এই পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি ১ কোটি ৮২ লক্ষ ৬৭ হাজার ১১৯ টাকা ব্যয় করেছেন যা এই প্রচারণার জন্য অনুমোদিত সময়কালে সর্বোচ্চ ব্যয়। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ব্যয় করেছে আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা যাদের গড় ব্যয় ১ কোটি ৩৮ লক্ষ ৭৮ হাজার ৯৮৮ টাকা। সর্বনিম্ন ব্যয় করেছে তৃণমূল বিএনপি'র প্রার্থীরা।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা সংক্রান্ত গবেষণায়ও দেখা যায় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীরা নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত ব্যয়সীমার প্রায় তিনগুণ বেশি (৩১০.৬ শতাংশ) ব্যয় করেছিলেন। নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত ব্যয়সীমা যেখানে ছিল আসনপ্রতি সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা, প্রার্থীরা ব্যয় করেছিলেন গড়ে ৭৭ লাখ ৬৫ হাজার টাকা।[২৯৭,২৯৮] দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোতে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীরা নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত ব্যয়সীমার প্রায় ছয়গুণ বেশি (৬২৭.৪ শতাংশ) ব্যয় করেছেন (সারণি ২৪)। সার্বিকভাবে, দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে নির্বাচনী ব্যয়সীমা লঙ্ঘনের ধারা অব্যাহত থাকাসহ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

[২৯৭] নির্বাচনি ব্যয়সীমা মানছেন না প্রার্থীরা, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://bitly.cx/mP7, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩১ জানুয়ারি ২০২৪

[২৯৮] ভোটারপ্রতি প্রার্থী ব্যয় করতে পারবেন সর্বোচ্চ ১০ টাকা, প্রথম আলো, ১৬ নভেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/bangladesh/fwzxzjfa44, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩১ জানুয়ারি ২০২৪

সারণি ২৪: নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত ব্যয়সীমার অতিরিক্ত ব্যয়

নির্বাচন	নির্ধারিত ব্যয়সীমা (টাকা)	প্রার্থীদের গড় ব্যয় (টাকা)	নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত ব্যয় (শতাংশ/গুণ)
একাদশ	২৫ লাখ	৭৭ লাখ ৬৫ হাজার	৩১০.৬ (৩ গুণ)
দ্বাদশ	২৫ লাখ	১ কোটি ৫৬ লাখ ৮৩ হাজার ৭৭৭	৬২৭.৪ (৬ গুণ)

গবেষণাভুক্ত আসনগুলোতে ১৪৯ জন প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয় পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি প্রার্থীদের হলফনামায় দেয়া তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। হলফনামার তথ্য বিশ্লেষণ এবং পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, সকল প্রার্থী সম্ভাব্য নির্বাচনী ব্যয়ের তথ্য প্রদান করেননি। যেসব প্রার্থীরা হলফনামায় সম্ভাব্য নির্বাচনী ব্যয়ের তথ্য দিয়েছে তাদের সম্ভাব্য গড় ব্যয় ১০ লক্ষ ২৯ হাজার ৮৩৬ টাকা। এই সম্ভাব্য গড় ব্যয়ের চেয়ে বাস্তবে ব্যয়কৃত অর্থ অনেক বেশি (সারণি ২৫) যা বর্ণনা করা হয়েছে।

সারণি ২৫: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীর সম্ভাব্য নির্বাচনী ব্যয় (হলফনামায় প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী)

	নিজস্ব উপার্জন	আত্মীয়-স্বজন (অনুদান)	অনাত্মীয় (অনুদান)	আত্মীয়-স্বজন (ঋণ)	অনাত্মীয় (ঋণ)	অন্যান্য	মোট
প্রার্থীর সংখ্যা	১৪০	৬৮	২১	৫১	৮	৫	**১৩৯**
গড় ব্যয়	১৫,৯৮,১৮৫	৪,৯০,২২০	৫,৫৯,০৯৫	৫,৭১,৯৬০	২,৪৩,৭৫০	৩,৬০,০০০	**১০,২৯,৮৩৬**
সর্বনিম্ন ব্যয়	৩০,০০০	২০,০০০	৬৬,০০০	২০,০০০	৫০,০০০	১,০০,০০০	**২০,০০০**

জরিপের মাধ্যমে সংগ্রহকৃত তথ্য বিশ্লেষণ করার পরে, তিনটি ধাপে নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যয়ের খাতগুলো পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। তফসিল ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত গড় ব্যয় বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, দলীয় মনোনয়ন প্রাপ্তির জন্য খরচ বাবদ প্রার্থীদের সর্বোচ্চ ব্যয় হয়েছে ৪৪ লাখ ৩ হাজার ৫৯৭ টাকা যা এই সময়কালে করা অন্যান্য সকল খাতের চেয়ে বেশি। তফসিল ঘোষণার পর থেকে মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়কালে যেসব প্রার্থী নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যয় করেছে তাদের তথ্য বিশ্লেষণ (পরিশিষ্ট ৩) এবং পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, জনসভায় খরচ বাবদ সর্বোচ্চ ব্যয় করেছে প্রার্থীরা যার পরিমাণ ২ লাখ ৮৯ হাজার ২৬০ টাকা এবং এই ব্যয় অন্য সকল ব্যয়ের তুলনায় বেশি। মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পর থেকে নির্বাচন পর্যন্ত অর্থাৎ অনুমোদিত সময়ে নির্বাচনী প্রচারণায় সর্বোচ্চ ব্যয় করেছে কর্মীদের জন্য ব্যয় এবং সর্বনিম্ন ব্যয় করেছে দেওয়াল লিখন বাবদ (পরিশিষ্ট ৩)।

সবচেয়ে বেশি ব্যয় করেছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা (গড়ে ২ কোটি ৮৬ লাখ ২৩ হাজার ৩৪১ টাকা যা নির্ধারিত ব্যয়সীমার ১১ গুণ বেশি) এবং সর্বনিম্ন ব্যয় করেছেন জাতীয় পার্টির প্রার্থীরা (গড়ে ৭০ লাখ এক হাজার সাত টাকা যা নির্ধারিত ব্যয়সীমার ২.৮ গুণ বেশি)। সবচেয়ে বেশি ব্যয় করেছেন একজন আওয়ামী লীগের প্রার্থী (৩৮ কোটি ৭৭ লাখ ১০ হাজার ১৪৪ টাকা) (সারণি ২৬)। প্রার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবসায়ী (১০০ জন) যাদের গড় ব্যয় এক কোটি ৭৫ লাখ ২৫ হাজার ৮৯৮ টাকা (পরিশিষ্ট ২)। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা সংক্রান্ত টিআইবি'র গবেষণায় দেখা যায় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীরা নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত ব্যয়সীমার (২৫ লক্ষ) প্রায় তিনগুণের বেশি - বা গড়ে এক কোটি ৩৩ লাখ ৬৫ হাজার ৫১৬ টাকা ব্যয় করেছিলেন।

সারণি ২৬: দল অনুযায়ী গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের ব্যয় (টাকায়)

	আওয়ামী লীগ (৪৪ জন)	স্বতন্ত্র (আওয়ামী লীগ) (৩৭ জন)	জাতীয় পার্টি (৩৩ জন)	তৃণমূল বিএনপি (১২ জন)	অন্যান্য দল (১৫ জন)	স্বতন্ত্র (৮ জন)
গড় ব্যয়	২৮৬,২৩,৩৪১	১৯৫,৮৬,৩৩৬	৭০,০১,০০৭	৮,৩৬,৮২৯	২৩,৭০,৭৮০	**৯৫,১৫,৫৫০**
সর্বনিম্ন ব্যয়	১৩,৩৯,৮৫০	৮০,০০০	১,০০,৮০০	১,৫৫,২৫০	৭০,০০০	**৫,৫৮,৫০০**
সর্বোচ্চ ব্যয়	**৩৮৭৭,১০,১৪৪**	**১৮৩৯,৬৪,৯৯২**	**৭০৯,৭৮,০০০**	**৩,৮২,৩০০০**	**৮৮,৬৬,০০০**	**৪১১,৭৫,৫০০**

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত নারী প্রার্থীদের গড় ব্যয় (এক কোটি ৬০ লাখ ১৪ হাজার ৭০০ টাকা) যা পুরুষ প্রার্থীদের তুলনায় বেশি (এক কোটি ৫৬ লাখ ৭২ হাজার ২৮৬ টাকা)। অন্যদিকে, সর্বোচ্চ ব্যয়ের দিক থেকে পুরুষ প্রার্থী চেয়ে বেশি ব্যয় করেছেন (সারণি ২৭)।

সারণি ২৭: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত লিঙ্গভিত্তিক নির্বাচনী ব্যয় (টাকা)

	পুরুষ প্রার্থী	নারী প্রার্থী
গড় ব্যয়	১,৫৬,৭২,২৮৬	১,৬০,১৪,৭০০
সর্বনিম্ন ব্যয়	৭০,০০০	২৯,০৮,৫০০
সর্বোচ্চ ব্যয়	৩৮,৭৭,১০,১৪৪	৪,৩২,৬৩,০০০

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের গড় ব্যয় অন্যান্য দলের প্রার্থীদের তুলনায় বেশি হলেও সর্বোচ্চ ব্যয়ের ক্ষেত্রে অন্য দলের প্রার্থীরাও এগিয়ে ছিলেন। তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে কম ব্যয় করেছেন জাতীয় পার্টির প্রার্থীরা। অন্যদিকে, চিকিৎসক হিসেবে পেশা উল্লেখ করেছেন এমন পাঁচজনের গড় ব্যয় ব্যবসায়ীদের পরেই রয়েছে, যা অন্য সকল পেশাজীবীদের চেয়ে বেশি, যেখানে কেবল অন্যান্য কাজের সাথে জড়িতদের গড় ব্যয় নির্ধারিত সীমার মধ্যে ছিল (পরিশিষ্ট ৩)।

৫.৬. গবেষণাভুক্ত আসনে নির্বাচনের দিন সংঘটিত অনিয়ম

গবেষণাভুক্ত আসনগুলোতে নির্বাচনের দিন বিবিধ অনিয়ম সংঘটিত হয়। আসনগুলোতে নির্বাচনের দিনের অনিয়মের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি বিধি লঙ্ঘন/আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ/অনিয়ম প্রতিরোধে প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তা পরিলক্ষিত হয়েছে ৮৫.৭ শতাংশ আসনে। ৮৫.৭ শতাংশ আসনে সব দলের প্রার্থী ও নেতা-কর্মীদের নিরাপত্তা সমানভাবে নিশ্চিত না করা এবং ৭৭.৬ শতাংশ আসনে তথ্য প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ ও যোগাযোগে প্রতিবন্ধকতা (মোবাইলের নেটওয়ার্ক ধীর গতির থাকা, কিছু গণমাধ্যম ও পত্রিকার ওয়েবসাইট বন্ধ বা ক্ষেত্রবিশেষে ধীর গতির করা ইত্যাদি) ছিল। এছাড়াও, প্রতিপক্ষের পোলিং এজেন্টকে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে না দেওয়া (৭৫.৫ শতাংশ), রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পক্ষপাতমূলক কার্যক্রম পরিচালনাসহ (৬৫.৩ শতাংশ) বিবিধ অনিয়ম সংগঠিত হয়েছে। পিরোজপুর, রাজশাহী, নাটোর, বরিশালসহ মোট ১১টি আসনে প্রার্থীদের মধ্যে নির্বাচনকালীন সময় সংঘর্ষ, অগ্নি সংযোগসহ বোমা হামলার ঘটনা ঘটে।

সারণি ২৮: গবেষণাভুক্ত ৫০টি আসনে নির্বাচনের দিন সংঘটিত অনিয়ম

অনিয়মের ধরন*	আসনের শতকরা হার
বিধি লঙ্ঘন/আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ/অনিয়ম প্রতিরোধে প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তা	৮৫.৭
সব দলের প্রার্থী ও নেতা-কর্মীদের নিরাপত্তা সমানভাবে নিশ্চিত না করা	৮৫.৭
তথ্য প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ ও যোগাযোগে প্রতিবন্ধকতা	৭৭.৬
প্রতিপক্ষের পোলিং এজেন্টকে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে না দেওয়া	৭৫.৫
রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক কার্যক্রমের অভিযোগ	৬৫.৩
সংবাদিক এবং নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের কেন্দ্রে নির্বাচন পর্যবেক্ষণে বাধা প্রদান	৬১.২
ভোটারদের জোর করে নির্দিষ্ট মার্কায় ভোট দিতে বাধ্য করা	৫৫.১
বুথ দখল, প্রকাশ্যে সিল মারা, জাল ভোট প্রদান	৫১.০
প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ তদন্ত না করা	৫১.০
প্রতিপক্ষের ভোটারদের হুমকি বা ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করতে না দেওয়া	৪৯.০
ভোট গণনায় জালিয়াতি	৪২.৯
ভোট ক্রয় (নগদ টাকা প্রদান, ভোটের দিন পরিবহণ খরচ বহন ও খাবার প্রদান)	৩৮.৮
অন্যান্য	২৪.৫

*একাধিক উত্তর

নির্বাচন-সংক্রান্ত বিষয়ে প্রিজাইডিং অফিসাররা নির্বাচনের বিবিধ অনিয়ম এবং তা প্রতিরোধে তাদের অপারগতা, হুমকি ও ভয়ের বিষয় জানান। বিশেষকরে, নির্দিষ্ট প্রার্থীর পক্ষে কাজ করার জন্য প্রার্থী এবং প্রার্থীর কর্মীরা প্রিজাইডিং অফিসারদের হুমকি ও অনৈতিক চাপ প্রয়োগ করেন। এছাড়া, কেন্দ্রগুলোতে অনিয়মের বিষয়ে গণমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমে তথ্য প্রদান করলে তার নেতিবাচক ফলাফলের বিষয়ে প্রিজাইডিং অফিসারদের সতর্ক করা হয়। উল্লেখ্য, কিছু এলাকায় ফলাফল গণনা কক্ষে স্বতন্ত্রসহ

নির্দিষ্ট প্রার্থীর প্রতিনিধিকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। ভোটের ফলাফল কেন্দ্রে প্রকাশ করার নিয়ম হলেও কিছু কেন্দ্রে সেই নিয়ম মানা হয়নি। ফলাফল কেন্দ্রে প্রকাশ না করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার অফিসে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে। কেন্দ্র থেকে প্রদত্ত ফলাফল পরিবর্তন করে প্রকাশেরও অভিযোগ রয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে, সংঘটিত অনিয়মগুলোকে ছোট-খাট বলে অভিহিত করেন নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। এছাড়া, ভোট বর্জনের আগে প্রার্থী অনিয়মের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রদান করলেও তা গ্রহণ করা হয়নি বলে প্রার্থীরা অভিযোগ করেন।[২৯৯]

৫.৭. গবেষণাভুক্ত আসনের নির্বাচনী ফলাফল

গবেষণাভুক্ত ৫০টি আসনের মধ্যে একটি আসনে একজন প্রার্থীর মৃত্যু হওয়ায় ভোট অনুষ্ঠান হয়নি। ৪৯টি আসনের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় উক্ত আসনসমূহের মোট ভোটারের ৪২.২ শতাংশ নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোতে আওয়ামী লীগ ৩৪টি, আওয়ামী লীগ দলীয় স্বতন্ত্র ১১টি, জাতীয় পার্টি ২টি, এবং স্বতন্ত্র একটি আসনে জয়ী হয়।

সারণি ২৯: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনে বিজয়ী প্রার্থীদের দলগত পরিচয়

দল	বিজয়ী প্রার্থী	
	সংখ্যা	শতকরা হার
আওয়ামী লীগ	৩৫	৭১.৪৩
স্বতন্ত্র (আওয়ামী লীগ)	১১	২২.৪৫
জাতীয় পার্টি	২	৪.০৮
তৃণমূল বিএনপি	০	০.০০
অন্যান্য দল	০	০.০০
স্বতন্ত্র	১	২.০৪
মোট	৪৯	১০০.০০

৫.৮ নির্বাচন পরবর্তী সংঘাত

গবেষণাভুক্ত ১৬টি আসনে নির্বাচন পরবর্তী কমপক্ষে ৩০টি সংঘর্ষের তথ্য পাওয়া যায়। বিশেষকরে, ঢাকা, গাজীপুর, মেহেরপুর, নেত্রকোনা, সিরাজগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ঝিনাইদহ, মানিকগঞ্জ, কুষ্টিয়া, নোয়াখালী, রাজশাহী, গোপালগঞ্জ, পিরোজপুর, মেহেরপুর, খুলনার নির্বাচিত নির্বাচনী আসনে সহিংসতা লক্ষণীয় ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আওয়ামী লীগ এবং স্বতন্ত্র (আওয়ামী লীগ) কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ভোট দিতে না যাওয়া, প্রতিপক্ষের হয়ে নির্বাচনে প্রচারণা চালানো, প্রতিপক্ষকে ভোট প্রদানসহ বিবিধ কারণে নেতা-কর্মী ও সাধারণ ভোটারের বড়িঘরে হামলা চালানো হয়।[৩০০]

৫.৯ নির্বাচন পরবর্তী মামলা ও অভিযোগ দায়ের

নির্বাচনের পরে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫০টি আসনের মধ্যে জামালপুর-২ ও সাতক্ষীরা-৪ আসনে মামলার তথ্য পাওয়া যায়। জামালপুর-২ আসনের নির্বাচিত সংসদ সদস্যর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন ভোটকেন্দ্রে প্রকাশ্যে ভোট প্রদান ও গোপনীয়তা রক্ষা না করাসহ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ অমান্য করায় মামলা করে এবং পরবর্তীতে তাকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদান করে।[৩০১] এছাড়া, নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে সাতক্ষীরা-৪ আসনের নির্বাচিত সংসদ সদস্যসহ দুইজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে নির্বাচন কমিশন। তবে নির্বাচনে পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা জানান নির্বাচন কমিশনের প্রতি তাদের আস্থা না থাকায় তারা নির্বাচন পরবর্তী মামলা করতে আগ্রহী নয়।[৩০২]

---

[২৯৯] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, ৭ জানুয়ারি ২০২৩; ১৮-২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
[৩০০] মাঠ পর্যায়ে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার এবং পর্যবেক্ষণ
[৩০১] ধর্মমন্ত্রী ফরিদুল হককে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি ইসির, প্রথম আলো, ২২ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/bangladesh/q6r363umib সর্বশেষ প্রবেশ: ২৫ মার্চ ২০২৪
[৩০২] মাঠ পর্যায়ে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

অন্যদিকে, নির্বাচন-পরবর্তী অভিযোগের তদন্ত এবং নির্বাচনী মামলা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য মাঠ পর্যায়ে নির্বাচন কমিশন-সংশ্লিষ্ট অফিসগুলোর সাথে যোগাযোগ করা হয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট অফিস কোনো প্রকার তথ্য প্রদান করেনি এবং তথ্য প্রদানে সহযোগীতাও করেনি। ফলে প্রতিবেদনে এবিষয়ে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব হয়নি।

৫.১০. গবেষণাভুক্ত আসনে প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণী দাখিল

টিআইবি ৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখের পর গবেষণার আওতায় নির্বাচিত আসনের প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় বিবরণী সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহে যায়। নির্বাচন ব্যয়ের তথ্য সংগ্রহের জন্য মাঠ পর্যায়ে উপজেলা নির্বাচন অফিস, জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়, এবং তদন্ত কর্মকর্তার কার্যালয় এবং নির্বাচন কমিশনের অফিসে যোগাযোগ করলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা তথ্য সংগ্রহকারীদের পর্যাপ্ত সহায়তা করেন নি। ৫০টি নির্বাচিত আসনের মধ্যে ৪টি ব্যতিত অন্য আসনে প্রার্থীরা তাদের ব্যয় বিবরণী জমা প্রদান করেন নি বলে স্থানীয় নির্বাচন অফিসগুলো তথ্য প্রদান করে। নির্দিষ্ট পরিমাণ ফি পরিশোধ সাপেক্ষে স্থানীয় নির্বাচন অফিস থেকে নির্বাচনী ব্যয় বিবরণীর নথি সংগ্রহের সুযোগ থাকলেও সেই ফি জমা গ্রহণে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্দিষ্ট না থাকার অযুহাতে স্থানীয় নির্বাচন অফিস তথ্য প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করে। তবে প্রার্থীরা ব্যয় বিবরণী নির্দিষ্ট সময়ে জমা দেননি বলে অধিকাংশ উপজেলা নির্বাচন অফিস এবং জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে জানানো হয়।

অন্যদিকে, টিআইবি নির্বাচিত ৫০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় বিবরণীর তথ্যর চেয়ে তথ্য অধিকার আইনে নির্বাচন কমিশন অফিসে আবেদন করলেও কমিশন প্রার্থীদের ব্যয় বিবরণীর তথ্য প্রদান করেনি। নির্বাচনী ব্যয় বিবরণী স্থানীয় পর্যায়ে জনসাধারণের কাছে প্রদর্শনের জন্য তথ্য বোর্ডে প্রকাশের নির্দেশনা থাকলেও স্থানীয় অফিসগুলোও তা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেনি। এছাড়া, নির্বাচন কমিশনও প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় বিবরণী ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত করেনি।

৫.১১. উপসংহার

জাতীয় পর্যায়ের সার্বিক অবস্থার প্রতিফলন গবেষণাভুক্ত আসনগুলোতেও প্রতিয়মান হয়। প্রার্থীরা নির্বাচনী আইন অমান্য করে প্রচারণাসহ কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। ক্ষমতাসীন দলের শতভাগ প্রার্থী নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন। অধিকাংশ প্রার্থী আইন দ্বারা নির্ধারিত অর্থের অধিক নির্বাচনী ব্যয় করেছেন। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নির্বাচনী অইন অমান্যকরে প্রার্থীদের পক্ষে প্রচারণা ও নির্বাচনী কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। অনিয়ম প্রতিরোধে প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তা, সব দলের প্রার্থী ও নেতা-কর্মীদের নিরাপত্তা সমানভাবে নিশ্চিত না করা, প্রতিপক্ষের পোলিং এজেন্টকে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে না দেওয়া, প্রিজাইডিং অফিসারদের হুমকি প্রদান, তথ্য প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ ও যোগাযোগে প্রতিবন্ধকতাসহ নির্বাচনের দিন বিবিধ অনিয়ম সংঘটিত হয়। নির্বাচন-পূর্ব এবং তফসিল ঘোষণার পর থেকে নির্বাচনের দিন পর্যন্ত বিবিধ অনিয়ম ও আচরণবিধি লঙ্ঘনের ঘটনায় প্রার্থী, নেতা-কর্মী এবং সরকারি কর্মকর্তা কর্মচরীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়ায় নির্বাচন-পূর্ব পরিবেশ নিশ্চিত হয়নি। একটি নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে নির্বাচন হলেও প্রতিপক্ষের নেতা-কর্মী এবং সাধারণ ভোটারদের ওপর নির্বাচন পরবর্তী-হামলার ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া, আইন অমান্যকরে প্রার্থীরা নির্বাচনী ব্যয়ের বিরবণী নির্ধারিত সময়ে জমা প্রদান করেন নি এবং নির্বাচন কমিশনও এসংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করেনি। নিবন্ধিত সকল রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করায় নির্বাচনটি অংশগ্রহণমূলক হয়নি। আওয়ামী লীগ দলীয় স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রদানসহ বিরোধী দল ও জোটের সাথে আসন ভাগাভাগি করায় নির্বাচনটি 'সাজানো প্রতিদ্বন্দিতামূলক' এবং 'একতরফা' হয়েছে।

অধ্যায় ছয়: সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া কতটুকু অবাধ, স্বচ্ছ, সকলের জন্য নিরপেক্ষ ও সম প্রতিযোগিতামূলক, অংশগ্রহণমূলক এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ তা ট্র্যাকিং করা ছিল এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে, নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দল/ জোট ও প্রার্থী, প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ বিভিন্ন অংশীজন নির্বাচনী প্রক্রিয়া কতটুকু আইনানুগভাবে অনুসরণ করেছেন তা পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখা গেছে সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়ার তিনটি ধাপ বিভিন্ন আইন ও বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিছু ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট আইন না থাকার কারণে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল, সরকার ও নির্বাচন কমিশনের সদিচ্ছা ও কর্মতৎপরতার ওপর এ প্রক্রিয়ার যেমন অংশীজনের ভূমিকা ও নির্বাচনী পরিবেশ নির্ভর করেছে। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য হচ্ছে নিম্নরূপ -

- একপাক্ষিক ও পাতানো প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন অবাধ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়নি। প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিসহ সার্বিক অভিজ্ঞতা বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ভবিষ্যতের জন্য অশনি সংকেত যা গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনা ও স্বপ্নের সাথে সাংঘর্ষিক।
- নির্বাচিনকালীন সরকার ইস্যুতে দুই বড় দলের বিপরীতমুখী ও অনড় অবস্থানের কারণে অংশগ্রহণমূলক ও অবাধ নির্বাচন হয়নি। এবং এ বিপরীতমুখী ও অনড় অবস্থানকেন্দ্রিক এজেন্ডা বাস্তবায়নের লড়াইয়ে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের জিম্মিদশা প্রকটতর হয়েছে।
- ক্ষমতায় অব্যাহত থাকার কৌশল বাস্তবায়নের একতরফা নির্বাচন সাফল্যের সাথে সম্পন্ন হয়েছে, যার আইনগত বৈধতা নিয়ে কোনো চ্যালেঞ্জ হয়তো হবে না বা হলেও টিকবে না। তবে এ সাফল্য রাজনৈতিক শুদ্ধাচার, গণতান্ত্রিক ও নৈতিকতার মানদণ্ডে চিরকাল প্রশ্নবিদ্ধ থাকবে।
- গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ধারণা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার অন্যতম উপাদানসমুহ, তথা অবাধ, অংশগ্রহণমূলক, নিরপেক্ষ ও সর্বোপরি সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র নিশ্চিতের যে পূর্বশর্ত, তা দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে প্রতিপালিত হয়নি।
- নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ও আইনগত সীমারেখার নামে কখনো অপারগ হয়ে, কখনো কৌশলে, একতরফা নির্বাচনের এজেন্ডা বাস্তবায়নের অন্যতম অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে। অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা এবং প্রশাসনও অনুরূপ ভাবে একই এজেন্ডার সহায়ক ভূমিকায় ব্যবহৃত হয়েছে বা লিপ্ত থেকেছে।
- নির্বাচনের নামে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের দীর্ঘকাল যাবত চলমান সংস্কৃতির সাথে রাজনৈতিক আদর্শের যে কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই, তা আবারও প্রমাণিত হয়েছে।
- অর্থবহ রাজনৈতিক প্রতিপক্ষহীন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সরকার দলের প্রার্থীর সাথে একই দলের 'স্বতন্ত্র' ও অন্য দলের সরকার সমর্থিত প্রার্থীদের যে পাতানো খেলা সংগঠিত হয়েছে, তাতেও ব্যাপক আচরণবিধি লঙ্ঘনসহ অসুস্থ ও সহিংস প্রতিযোগিতা হয়েছে, যার সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের বাইরে রাজনৈতিক আদর্শ বা জনস্বার্থের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া কঠিন।
- মুষ্টিমেয় কতিপয় আসনে ব্যতিক্রম ছাড়া সর্বব্যাপী পাতানো প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ক্ষমতাসীন দলের অর্ন্তদ্বন্দ্বের নমুনা-ম্যাপিং হয়েছে, যার একমাত্র ইতিবাচক দিক হিসেবে অনিয়ম-দুর্নীতি-অবৈধতার যেসব তথ্য বরাবর প্রত্যাখ্যাত ছিল, তা নিজেদের অভিযোগ পাল্টা অভিযোগের মাধ্যমে যথার্থতা পেয়েছে।
- দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক অঙ্গন ও শাসনব্যবস্থার ওপর ক্ষমতাসীন দলের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ চূড়ান্ত প্রাতিষ্ঠানিকতা পেয়েছে এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতার জবাবদিহিহীন প্রয়োগের পথ আরও প্রসারিত হয়েছে।
- সংসদে ব্যবসায়ী আধিপত্যের মাত্রাও একচেটিয়া পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, যা রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে ব্যাপকতর স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও নীতি-দখলের ঝুঁকি বৃদ্ধি করেছে।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের নির্বাচনী অঙ্গীকার আরও বেশি অবাস্তব ও কাগুজে দলিলে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

- সরকারের টানা চতুর্থ মেয়াদের সম্ভাব্য সাফল্য-ব্যর্থতা নিয়ে যতটুকু আগ্রহ থাকবে, তার চেয়ে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হবে শুদ্ধাচার ও নৈতিকতার মানদণ্ডে সরকারের প্রতি জনআস্থা ও গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্ন ও তার প্রভাব। একই সাথে ক্রমাগত গভীরতর হবে দেশের গণতান্ত্রিক ও নির্বাচনী ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ। এবং
- গণতন্ত্রকামী মানুষের বহুমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কী করণীয় ও বর্জনীয় তার বিশ্লেষণ, বিশেষ করে গণতান্ত্রিক অবনমনের অভিজ্ঞতা এবং নির্বাচনী কৌশল ও অভিনবত্ব বিবেচনায় বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক টেস্ট-কেইস হিসেবে বিবেচিত হবে।

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

শাহজাদা এম আকরাম, জুলিয়েট রোজেটি, তাসলিমা আক্তার, কুমার বিশ্বজিৎ দাস এবং নাজমুল হুদা মিনা, ২০১৯, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা, টিআইবি, ঢাকা। বিস্তারিত দেখুন: https://www.ti-bangladesh.org/articles/nis-and-sdg-tracking/5750

শাহজাদা আকরাম ও সাধন কুমার দাস, ২০১৪, কার্যকর নির্বাচন কমিশন: অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও করণীয়, টিআইবি, ঢাকা। বিস্তারিত দেখুন: https://www.ti-bangladesh.org/articles/research/4119

শাহজাদা আকরাম ও সাধন কুমার দাস, ২০১০, নবম সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া নিরীক্ষা, টিআইবি, ঢাকা। বিস্তারিত দেখুন: https://www.ti-bangladesh.org/articles/nis-and-sdg-tracking/540

শাহজাদা আকরাম ও সাধন কুমার দাস, ২০০৭, নির্বাচনী প্রক্রিয়া পর্যালোচনা: স্থগিত নবম সংসদ নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের দিন পর্যন্ত প্রার্থীদের নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘনের ওপর একটি বিশ্লেষণ, টিআইবি, ঢাকা। বিস্তারিত দেখুন: https://www.ti-bangladesh.org/articles/research/623

বদিউল আলম মজুমদার, ২০০৮, (সম্পাদিত) সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত আইন, সুজন - সুশাসনের জন্য নাগরিক, ঢাকা।

ইলেকশন মনিটরিং ফোরাম, ২০১৮, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৮: নিবাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন, ঢাকা।

Human Rights Watch, 2018, Creating Panic": Bangladesh Election Crackdown on Political Opponents and Critics, US. For details: http://www.hrw.org

The House of Commons Library, 2018, Bangladesh: November, 2018 update, Briefing Paper, Number 8448, 29 November 2018. For details: www.parliament.uk/commons-library

Country Reports on Human Rights Practices for 2018, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor. For details: https://reliefweb.int/report/world/country-reports-human-rights-practices-2018?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAn-2tBhDVARIsAGmStVlLWRP3N0ZgzgNTPRujTNLy6yV0bB-lJ3kkN0Ciq6Z59wXIETglTzMaAjGzEALw_wcB

পরিশিষ্ট ১: পেশা অনুযায়ী ব্যয় (টাকা)

পেশা	প্রার্থীর সংখ্যা	গড় ব্যয়	সর্বনিম্ন ব্যয়	সর্বোচ্চ ব্যয়
ব্যবসায়ী	১০০	১৭৫,২৫,৮৯৮	৭৭,০০০	৩৮৭৭,১০,১৪৪
আইনজীবী	১৮	৫৮,২৯,৫৮৩	৭০,০০০	২৫৮,১৬,০০০
কৃষিজীবী	৫	১৩২,৮৯,১০০	৩,৮৮,০০০	৪৪৭,২৪,৫০০
শিক্ষক	৩	৩৭,৫৩,০৬৬	১১,৫৬,০০০	৮৩,৯৫,০০০
চিকিৎসক	৫	৩৭৮,৯৮,১২০	১,০০,৮০০	১৪১৮,১০,০০০
অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা	৩	২৯,৬০,৭৩৩	১১,৩১,০০০	৪২,৭৬,০০০
চাকরিজীবি	৬	৯৫,৬৫,৪৩৯	৪,৯৫,০০০	৪৫৭,৮৭,১৩৬
রাজনীতিবিদ	৬	২৪০,০৩,৪৬৬	৪২,৭৫,৫০০	৪৩২,৬৩,০০০
অন্যান্য	৩	৬,২৩,১৬৬	১,৭০,৫০০	১১,৪০,৫০০

পরিশিষ্ট ২: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনে প্রার্থীদের নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের চিত্র

পরিশিষ্ট ৩: তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে নির্বাচন পর্যন্ত গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের খাত অনুযায়ী গড় ব্যয় (প্রাক্কলিত)

নির্বাচনী প্রচারনায় ব্যয়ের খাত*	তফসিল ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত গড় ব্যয় (টাকা)	তফসিল ঘোষণার পর থেকে মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত গড় ব্যয় (টাকা)	মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পর থেকে নির্বাচন পর্যন্ত গড় ব্যয় (টাকা)
ব্যয়ের খাত	গড় ব্যয় (টাকা)	গড় ব্যয় (টাকা)	গড় ব্যয় (টাকা)
পোস্টার	৩০,৭৪৭.৮৭	১০,৭০৮.৩৩	**৯,৪৫,৬৫১.১৩**
ব্যানার/ফেস্টুন	৭১,২৭৫.৮৬	১৮,৬৩০.৭৭	**
দেওয়াল লিখন	১০২.৭৩	**	**৪,২৮৫.৭১**
র‍্যালি /মিছিল	৫৫,১৪৯.৩০	১,২৯,৭২৯.৮৮	**১১,৭৬,০৯২.৬৮**
নির্বাচনী প্রতীক তৈরি ও প্রদর্শন	২,২৭৩.৯৭	১,৫৮৩.৩৩	**৫৩,৭২২.৫৫**
জনসভা	৪,৭১,৬৪৮.১৫	২,৮৯,২৬০	**১৪,৬১,১৪২.২৭**
মাইকিং ও লাউড স্পিকারে প্রচারনা	২,৫৮০.৪১	৮৭৮.৩৩	**৪,৪০,৩৯৯.৬৪**
তোরণ	১৭,০৬০.৮১	৩৫০	**২,৮৬০০.০**
জনসংযোগ	৪৮,৪০১.৩৬	৫৮,৭০৯.৮৭	**৬,৯৬,০৪১.৬৫**
যাতায়াত/পরিবহন ব্যয়	৪২,৭৯৪.২১	৪৯,৮২৩.৬৮	**৩,৭৭,৪৪১.০৪**
কর্মীদের জন্য ব্যয়	৯৫,৯২৪.৬৫	১,০৬,১৭৬.৮২	**২৫,৮৬,৩৫৬.৪৮**
নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন ও পরিচালনা	***	১৮,৩০৭.৮১	**১৬,৯৪,০৭২.১০**
উৎসব	৬১,৯৩৮.৭৭	**	**
কোনো প্রতিষ্ঠানে চাঁদা (ধর্মীয়, ক্লাব ইত্যাদি)	৬৬,১৪৮.৬৪	২৯,৬৯৬.৯৬	**
মিডিয়া/ভিডিও	১২,৭৮৯.৪৭	৮,২০৬.০৬	**৫৭,৪৭০.৮৭**
ফোন কল/ক্ষুদে বার্তা	১,৭১৮.১৮	৭৭৫.৮৬	**৪৮,৮৭৩.১৩**
নির্বাচন কমিশন ফি	***	৩২,৮৬৮.২৪	***
দলীয় মনোনয়নে খরচ	৪৪,০৩,৫৯৭.১২	১,১৬,১১২.৫	***
খাদ্য	৫৩,৯০২.৯৪	৩৭,৭৮২.৬০	**৭,৭৭,৯৯৮.৩৪**
অন্যান্য	**১৯,৪২৮.৫৭**	**১,৪১,৬৫৪.৪৭**	**১৪,৫৭,৬১৫.৫১**

* প্রার্থী সকল খাতে ব্যয় করেনি।

** ব্যয় পাওয়া যায়নি

*** এই পর্যায়ে প্রযোজ্য নয়।

****